The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা | উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.17, Issue 832 | 23 August 2024 | শুক্রবার ৮ ভাদ্র ১৪৩১

Jennifer Lopez has filed for divorce from Ben Affleck
>> Page 24

13 International Organizations Asks UN to step up on Bangladesh
>> Page 25

ICC moves Women's T20 World Cup from Bangladesh to UAE
>> Page 24

Biden tells America 'I gave my best to you'
>> Page 25

ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত বাংলাদেশ

আজকাল রিপোর্ট

* পানির নিচে ১০ জেলা
* ঝুঁকিতে ৩৬ লাখ মানুষ
* নিহত কমপক্ষে আট
* দুর্গত এলাকায় ফ্রি ইন্টারনেট

টানা প্রবল বর্ষণ ও ভারত থেকে আসা ঢলে সৃষ্ট আকস্মিক ও ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত বাংলাদশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল। কয়েকফুট পানির নিচে তলিয়ে গেছে কমপক্ষে ১০ জেলার অধিকাংশ এলাকা। পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন ও ক্ষতির মুখে পড়েছেন কমপক্ষে ৩৬ লাখ মানুষ। স্বাভাবিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। উদ্ধার কাজে সেনা মোতায়েন করা হলেও ভারি বৃষ্টি ও প্রবল স্রোতে উদ্ধার কাজও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এসব এলকায় পানিতে ডুবে ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কমপক্ষে আটজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। জানা গেছে, গত বুধবার থেকে আট জেলায় বন্যা দেখা দিলেও বৃহস্পতিবার তা আরও চার জেলাসহ মোট ১২ জেলা বন্যাকবলিত হয়ে পড়ে। জেলাগুলো হলো ফেনী, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, কক্সবাজার, লক্ষ্মীপুর, সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ।

৩৬ লাখ মানুষ বন্যাকবলিত : দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আর প্রায় ৩৬ লাখ মানুষ বন্যাকবলিত।

এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

মেরিল্যান্ডে ৩৮তম ফোবানার পর্দা উঠছে ৩০ আগষ্ট

আজকাল রিপোর্ট

৩৮তম ফোবানার পর্দা উঠতে যাচ্ছে আগামী শুক্রবার মেরিল্যান্ডে। বর্ণাঢ্য এই সম্মেলন চলবে ৩০ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই তিনদিন উৎসবে মুখরিত থাকবে মেরিল্যান্ডের হোটেল হিলটন গ্যাটিসবার্গ। এখানেই অনুষ্ঠিত হবে ফোবানার ৩৮ তম মিলনমেলা। এই তিন দিনে হাজারো বাংলাদেশির পদধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠবে হোটেল এলাকা।

এরপর ৩৭ পৃষ্ঠায়

হত্যা মামলায় গ্রেফতার রাশেদ খান মেনন

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ২২ আগষ্ট বৃহস্পতিবার তাঁকে বাসা থেকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ওয়ার্কার্স পার্টির

এরপর ৪৫ পৃষ্ঠায়

প্রধান উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন প্রণব ভার্মা

ভারতের সৃষ্ট বন্যায় তীব্র ক্ষোভ বাংলাদেশে

মাসুদ করিম, *ঢাকা থেকে*

ভারতের একটি বাঁধ ভেঙ্গে প্রবল বন্যা দেখা দেয়ায় বাংলাদেশে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে অর্ন্তবর্তী সরকারের একাধিক উপদেষ্টা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ভারতবিরোধী বিক্ষোভ হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ্যে ভারতের সমালোচনা হচ্ছে। ভারত বিরোধী ঢেউ এতটাই প্রবল আকার ধারণ করেছে যে, ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণব ভার্মা বৃহস্পতিবার অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশে ভারতীয় স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে

এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ৩৩ মামলা

আজকাল রিপোর্ট

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের পর দেশত্যাগ করেছেন শেখ হাসিনা। গঠন হয় অন্তর্বর্তী সরকার। এর পর থেকেই একের পর এক মামলা হতে শুরু করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন

বাংলাদেশের জনগণ কী চায় তা দিল্লির বোঝা উচিত

আজকাল ডেস্ক

ছাত্র-নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর প্রতিবেশী দেশের জনগণের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে এবং কোনো ব্যক্তি, দল বা নেতার ওপর ভিত্তি না করে ভারতের উচিত বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে পুনরায় দৃঢ়

এরপর ৩৭ পৃষ্ঠায়

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে আওয়ামী লীগ নেতারা

হাসিনাকে ডুবিয়েছে গ্যাং অব ফোর

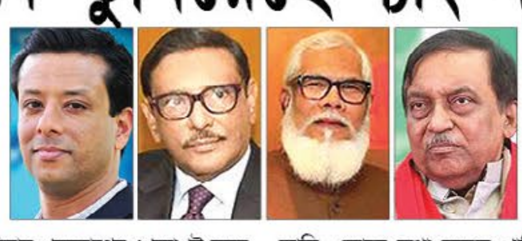

আজকাল ডেস্ক

ভারতের প্রভাবশালী পত্রিকা দ্যা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে পত্রিকাটি। এতে শেখ হাসিনার পদত্যাগের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে,আওয়ামী লীগ সভাণ্ত্রী কার্যত ৪ জনের হাতে বন্দী ছিলেন। নিজ ছেলে জয় সহ আরও ৩ আওয়ামীগের নেতা তাকে প্রভাবিত করতেন । রিপোর্টটিতে তাদেরকে গ্যাং অব ফোর বলা আখ্যায়িত করা হয়েছে। আজকালের পাঠকদের জন্য রিপোর্টটি তুলে ধরা হলো। 'আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারব না'; 'আমি আত্মগোপনে আছি, ফোনে কথা বলতে পারি'; 'নিরাপদ কোনো স্থানে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করব'; 'আপনার গতিবিধি নজরদারি করা হবে, তাই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারব কি না, জানি

এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

চারদিনব্যাপী ডেমোক্র্যাট কনভেনশন সমাপ্ত

কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট পদে দলীয় প্রার্থী

আজকাল রিপোর্ট

কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট পদে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হিসাবে আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন লাভ করেছেন। শিকাগোতে অনুষ্ঠিত চারদিনব্যাপী ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কনভেনশনের শেষ দিনে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে তিনি পার্টির এই মনোনয়ন

এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

MHC MARKS HOME CARE
'মার্কস্ হোম কেয়ার'-এর বিজ্ঞাপন দেখুন ২ ও ৬৩ পৃষ্ঠায়
সঠিক হোম কেয়ারের সেবা পেতে ফোন করুন-718 697 7717

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার (কালার চিকেন) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
(অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায় ৩টি হার্ড চিকেন $14.99
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত
37-15 55th St. Woodside NY-11377. Phone: 718.205.7200
We accept all major credit cards
ফ্রি ডেলিভারী

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312033

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs • Inquiries • Collections • Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem, Credit Consultant
37-42, 72nd St. Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কন্সট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা, গাড়ী/বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা
হাসপাতালে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম, ফেডারেল ডিসএবিলিটি
কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না
যোগাযোগঃ 917-282-9256
email: moinlaw@gmail.com
বিস্তারিত দেখুন ১১ নম্বর পৃষ্ঠায়
Moin Choudhury, Attorney at Law

ইন্স্যুরেন্স! ইন্স্যুরেন্স!!
আমরা ফ্রি কোটেশনের ব্যবস্থা করে থাকি।
সবধরণের গাড়ি, বাড়ি এবং ব্যবসায়িক ইন্স্যুরেন্সসহ
Taxi Limousine Insurance Expert!
212-721-0001
RAJIB AHMED, President & CEO
32-47 57th STREET, WOODSIDE, NY 11377
www.megainsurance.nyc
MEGA insurance BROKERAGE

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স | AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ENROLLED AGENT
ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
Mohammed Hasem, EA, MBA
PH: 718-205-6040, 718-205-6010
37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

এসাইলাম সেন্টার/স্টপ ডিপোর্টেশন
আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন,নাগরিক অথবা মানবধিকার লঙ্ঘণের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।
কেন আমাদের কাছে আসবেন
★ আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
★ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।)
★ ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন ।
★ আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
★ ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ডিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি ।
★ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকা ATTORNEY-দের সাহায্য নিয়ে এই দেশে আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
কেন আমরা অন্যদের চেয়ে আলাদা
আমেরিকার ৫০টি স্টেটে সফলতার সাথে ইমিগ্রেশন মামলা পরিচালনা করি
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি
আপনার আইনী সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়
৩৭-৪৮ ৭২ স্ট্রীট, ২য় তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ই-মেইল: legalnetwork.us@gmail.com
ফোন: 917-722-1405 or 718-524-9777
All of our services are provided bz third-party professionals
Visit us : www.legalnetworkusa.com

MHC

Marks Home Care

মার্কস্ হোম কেয়ার

আমরা নূতন গ্রাহক এবং
এজেন্সী ট্রান্সফার সাদরে গ্রহণ করছি।

We Welcome Agency Transfers and New Clients.

- প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেট ছাড়াই উপার্জনের সুযোগ।
- প্রিয়জনের সান্নিধ্যে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে প্রতি সপ্তাহে আকর্ষণীয় আয়ের নিশ্চয়তা

বিস্তারিত জানতে কল করুন

718-734-8777

E-mail : info@markshhc.com | www.markshhc.com

Bronx

1232 Virginia Ave
Bronx, NY 10472

1514 Castle Hill Ave
Bronx, NY 10462

2002 Mcgraw Ave
Bronx, NY 10462

721 E Tremont Ave
Bronx, NY 10457

Brooklyn

219 Church Ave
Brooklyn, NY 11218

1208 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208

1122 Coney Island Ave
Suite 220 (2nd Fl.)
Brooklyn, NY 11230

1104 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208

6910 5th Ave (2nd Fl.)
Brooklyn NY 11209

1061 Flatbush Ave
Brooklyn NY 11226

Hicksville

217 Bethpage Road
Hicksville, NY 11801

Binghamton

61 Washington Ave
Endicott, NY 13760

Queens

40-04 Junction Blvd
Corona, NY 11368

37-20 74th Street
Jackson Heights, NY 11372

148-37 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435

Rochester

504 W Main St
Rochester, NY 14608

Manhattan

1791 Lexington Ave
New York, NY 10029

1267 St Nicholas Ave
New York, NY 10033

Buffalo

1049 Broadway St. Suite # 4
Buffalo, NY 14212

96 Grant St.
Buffalo. NY 14213

* শেষ পৃষ্ঠার পূর্বের পৃষ্ঠায় আমাদের আরও বিজ্ঞাপন দেখুন। *

সুব্রত বিশ্বাস-এর কলাম ক্ষমতার অংশীদার এবার বিএনপি-জামায়াতের সাথে হেফাজতও
০৭ পৃষ্ঠায়

জসিম মল্লিক-এর কলাম সবার আগের দরকার গণমাধ্যমের সংস্কার
১২ পৃষ্ঠায়

মাহমুদুর রহমান মান্না-এর কলাম শহীদ আবু সাঈদ এবং নতুন বাংলাদেশের প্রত্যাশা
০৬ পৃষ্ঠায়

সাপ্তাহিক আজকাল
Friday, 23 August 2024, Issue 832, www.ajkalnewyork.com

গাঁজা-মাদকের গ্রাসে জ্যামাইকা

উদ্বেগে এলাকাবাসী, প্রতিকার হচ্ছে না

আজকাল রিপোর্ট

গাঁজা-মাদক গ্রাস করে ফেলেছে কুইন্সের জ্যামাইকা এলাকাকে। এ নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন এই জনপদের অধিবাসীরা। হাজার হাজার বাংলাদেশিরও বসবাস জ্যামাইকায়। হিলসাইডে অনেক বাড়ির মালিক এখন বাঙালিরা। কুইন্স ভিলেজ, হলিস পর্যন্ত পুরো এলাকায় এখন বাংলাদেশি জনগোষ্ঠির আবাসন। তাদের পরবর্তী প্রজন্ম বেড়ে উঠছে এখানে। এই পুরো এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে মাদকের বিস্তার। পার্সনস বুলেভার্ড, হান্ড্রেড সেভেন্টি নাইন প্রভৃতি সাবওয়ে স্টেশনের ভেতরটা গাঁজার ধোঁয়ায় অন্ধকার থাকে সবসময়। এক শ্রেণীর তরুণের মানুষ প্রকাশ্যেই সাবওয়েতে গাঁজা সেবন করে। নিউইয়র্কের আইনে গাঁজা সেবন নিষিদ্ধ নয় তবে প্রকাশ্যে এমন সেবন এবং অবৈধ গাঁজা বিক্রি হয় এমন অবস্থানগুলো নিয়ে কমিউনিটিতে ক্ষোভ রয়েছে। জ্যামাইকায় এমন মাদক বিস্তারের সাথে বাঙালিরাও জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। মাদকের পাশাপাশি অবৈধ সিগারেটের কারবারও জ্যামাইকায় চলছে ব্যাপকভাবে।

মাদকের বিস্তার নিয়ে কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ডা. আল আমিন রাসেল বলেন, 'কমিউনিটি বিনির্মাণে ড্রাগ বিস্তারের ঘটনা বড় একটি সমস্যা। গত এক বছরে ২০ জনের বেশি বাংলাদেশি যুবক মাদকের ওভারডোজ নিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। সেসব পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। আমরা বিভিন্ন সময় সামাজিক অনুষ্ঠানে মাদকের কুফল নিয়ে কথা বলি। তবে সুন্দর একটি সমাজ গঠনে প্রথমে দরকার বাবা মার ভূমিকা। ডলারের পেছনে ছুটতে থাকা বাবা মা তার সন্তানকে সময় দিতে পারেন না বলে তারা একাকি হয়ে যায়। এক সময় তারা জড়িয়ে যায় ভয়াবহ মাদকে। মাদক এখন অন লাইনেও পাওয়া যায় বলে জানা গেছে। এটি অনেক বেশি ভয়ঙ্কর।' কোকেন, ক্র্যাক কোকেন, মেথামফেটামিন, হেরোইন, ফেন্টানিলের মতো সিনথেটিক ড্রাগ জ্যামাইকায় বেচাকেনা হচ্ছে বলে জানা গেছে। সিনথেটিক ড্রাগ একবার শরীরে প্রবেশ করলে তা এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

বিলুপ্তপ্রায় সিন্ধুঘোটকের নতুন প্রজাতির 'সন্ধান মিলল'

আজকাল ডেস্ক

বিলুপ্তপ্রায় সিন্ধুঘোটকের মতো দেখতে স্তন্যপায়ী প্রাণীর নতুন এক প্রজাতির সন্ধান উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে পাওয়ার দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা। 'ওন্টোসেটাস পোস্তি' নামের এই প্রজাতিটির সন্ধান মিলেছে যুক্তরাজ্যের নরউইচ শহর ও বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্প শহরে আবিষ্কৃত প্লাইস্টোসিন যুগের জীবাশ্মে। এ গবেষণাটি করেছেন জাপানের 'ইউনিভার্সিটি অফ সুকুবা'-এর ড. ম্যাথিউ বোইসভিলের নেতৃত্বে এরপর ৪৭ পৃষ্ঠায়

জনমত সমীক্ষায় ট্রাম্পকে আরও পিছনে ফেললেন কমলা!

আজকাল রিপোর্ট

আগামী ১০ সেপ্টেম্বর প্রাক্তণ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং কমলার হ্যারিসের মধ্যে প্রথম প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেট হতে চলেছে। তার আগে জনমত সমীক্ষার এই ফল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি সমর্থকদের আরও উৎসাহিত করবে বলে মনে করা হচ্ছে। জনপ্রিয়তার বিচারে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আরও পিছনে ফেলে দিলেন ডেমোক্র্যাট কমলা হ্যারিস! আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ভোটের আগে ওয়াশিংটন পোস্ট-এবিসি নিউজ-ইপসোস-এর জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী আমেরিকার ৪৯ শতাংশ ভোটদাতার প্রেসিডেন্ট পদে পছন্দ বর্তমান এরপর ৪৯ পৃষ্ঠায়

সোমা সায়ীদ সুপ্রিম কোর্টের জজ পদে প্রার্থী হতে চান

আজকাল রিপোর্ট

সিভিল কোর্টের জজ অ্যাটর্নি সোমা সায়ী নিউইয়র্ক স্টেটের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে প্রার্থী হতে চান। বর্তমানে বাংলাদেশী আইন-জীবি কুইন্সে সিভিল কোর্টে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ১০ বছরের জন্য কুইন্স সিভিল কোর্টেও বিচারক পদে নির্বাচিত হন। আগামীতে নিউইয়র্ক সুপ্রিম কোর্টে বিচারক নিয়োগ করা হবে। সোমা সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদের জন্য প্রার্থী হবেন। এ ব্যাপারে সাবেক কংগ্রেসম্যান প্রার্থী ও অ্যাটর্নি সোমা সায়ীদের স্বামী মিজান চৌধুরী বলেন, নিউইয়র্ক এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

সংখ্যালঘু নির্যাতনকারীদের শাস্তির দাবিতে নিউইয়র্কে কয়েকটি সমাবেশ

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার নিন্দা এবং দুর্বৃত্তদের শাস্তির দাবিতে নিউইয়র্কে বেশ কয়েকটি বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মন্দির ও প্রতিষ্ঠান। ১৮ আগস্ট নিউইয়র্ক সিটিতে বিশ্বখ্যাত ইউনিয়ন স্কোয়ারে বিক্ষোভ-র‍্যালির আয়োজন করে 'ইউনাইটেড হিন্দুস ইন ইউএস'। বিকেলে ম্যানহাটনের ইউনিয়ন স্কয়ারে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচি থেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে 'হামলা ও ভাঙচুরের' অভিযোগ করা হয়। এরপর ৫৭ পৃষ্ঠায়

শাহ ফাউন্ডেশনের চতুর্থ রক্তদান কর্মসূচি সম্পন্ন

আজকাল রিপোর্ট

জ্যাকসন হাইটসে শাহ ফাউন্ডেশনের চতুর্থ রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করে। গত ১৫ আগস্ট ৭৩ স্ট্রিট জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। শাহ ফাউন্ডেশনের এ কর্মসূচিতে সহযোগিতায় ছিলেন নিউইয়র্ক ব্লাড সেন্টার, জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী এবং লায়ন্স ক্লাব। দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন নিউইয়র্কের অ্যাসেম্বলিম্যান স্টিভেন রাগা। এ সময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক উপদেষ্টা ও শাহ ফাউন্ডেশনের পরিচালক ফাহাদ সোলায়মান, শাহ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট শাহ জে. চৌধুরী, শাহ গ্রুপের কো-ফাউন্ডার ফৌজিয়া জে চৌধুরী, শাহ ফাউন্ডেশনের পরিচালক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে এরপর ৫৭ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
▶ প্রাইভেট অকশনে বাড়ি
▶ পাবলিক অকশনে বাড়ি
▶ ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
▶ শরট-সেল ও REO প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
150 Groat Nack Road, Groat Nack, New York-11021
nurulazim67@gmail.com

Nurul Azim

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
IATA Accredited
Approved Travel Agent
সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা নিউইয়র্ক ৬৪৯+ Tax
HAJ TOURS
মোঃ আব্দুল খালেক
ওমরাহ্‌
Authorized e-file Provider
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

আপনার স্বপ্নের বাড়ীটি বেছে নিন
Dream Cottage Realty Inc
আমরাই আপনার এটর্নি, প্রি-অ্যাপ্রুভড লোন সহ সকল ব্যবস্থা করে থাকি।
গ্যারান্টি সবচেয়ে কম রেটের মর্টগেজে সহযোগীতা প্রদান করা হয়

OneKey MLS
Fazle
SHOHAG KHAN
Licensed Real Estate Sales
Cell : 1- 917 770 1341
Office : 1- 516 800 5160
Email: shohag. khan@hotmail.com

OPEN 24 HOURS
PANSHI NEVER SLEEP
আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি
ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস,
কমদামে উপভোগ করুন।
$6.99 Midnight & Driver Special
PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL
168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

US BANGLA TAX & MULTISERVICES INC.
LAILAC INSURANCE BROKERAGE INC.
One Stop Services
Chandan Gupta
President
347-239-3408
Mostafezur Rahman
Vice President
646--361-0250
Authorized IRS e-file Provider
37-47 73rd Street. Suite # 217
Jackson Heights, NY-11372
Tel: 718-255-6783
Fax: 718-255-6783
usbanglatax@yahoo.com
lailacinsuranceinc@yahoo.com
Services: Individual & Business Tax Services, Immigration Services
Loan Modification, Auto, Home & Business Insurance, Real Estate

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

Queens Social Adult Day Care Center Inc

Captain Mahfuzul Haque

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমুহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

1217 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208

সম্পাদকীয়

ডেমোক্র্যাটিক কনভেনশন : শুভেচ্ছা কমলা হ্যারিস

ওবামা-মিশেলের যাদুকরি বক্তৃতা

আজকের 'আজকাল' যখন বাজারে আসছে ততক্ষণে চূড়ান্ত হয়ে গেছে কমলা হ্যারিসের মনোনয়ন। ডেমোক্র্যাটিক পার্টি আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কমলা হ্যারিসকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে। হ্যারিস এ মনোনয়ন গ্রহণ করেছেন। তার রানিং মেট হিসেবে রয়েছেন মিনেসোটার গভর্ণর টিম ওয়ালজ।

শিকাগোতে অনুষ্ঠিত এবারের ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কনভেনশন ছিল নানা কারণে বৈশিষ্ট্যময়। এ কনভেনশন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল হাজারো সমর্থকের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে, নেতৃবৃন্দের উদ্দীপনাময় বক্তৃতায়, সর্বোতভাবে প্রাণবন্ত উপস্থাপনায়। বলতে দ্বিধা নেই, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে সামনে নিয়ে নির্বাচনের পথে এগিয়ে যেতে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে যে স্থবিরতার সৃষ্টি হয়েছিল এই কনভেনশনে তা দূরিভূত হয়ে গেছে। এই কনভেনশন ডেমোক্র্যাটদের নতুনভাবে উজ্জীবিত করে তুলেছে। এই কনভেনশন আমেরিকার পুরো জনগোষ্ঠীর মধ্যেই উৎসাহের জোয়ার সৃষ্টি করেছে। একটি দলীয় কনভেনশনের প্রভাব এমন ব্যাপক হতে পারে শিকাগোর ডিএনসি তার একটি উদাহরণ হয়ে রইল।

> পক্ষান্তরে কমলা হ্যারিসের জন্য নির্বাচনটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আমেরিকার ভোটাররা কি কোন নারীকে দেশের প্রেসিডেন্ট বানাবে? সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে নভেম্বরের নির্বাচনে। আমরা কমলা হ্যারিসকে স্বাগত জানিয়ে নির্বাচনের অপেক্ষায় রইলাম

বয়সের ভারে ন্যুজ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রার্থিতা নিয়ে যে নেতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তা দ্রুত বদলে গেছে তিনি সরে দাঁড়িয়ে তার ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী ঘোষণা করার পর মুহূর্ত থেকেই। ডেমোক্র্যাট মহল তার এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করেছে, দেশের মানুষ কমলাকে স্বাগত জানিয়েছে। এক জরিপে বলা হয়েছে, দেশের তরুণ সমাজ কমলার প্রার্থিতাকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছে। কয়েকটি জরিপ আভাস দিয়েছে ট্রাম্পকে পেছনে ফেলে হ্যারিসের এগিয়ে যাওয়ার। গত বুধবার পর্যন্ত এক হিসাবে কমলা হ্যারিসের প্রতি জনসমর্থন ৫৪ শতাংশের বিপরীতে ট্রাম্পের ৪৬ শতাংশ সমর্থনের কথা বলা হয়েছে।

শিকাগোর ইউনাইটেড সেন্টার হলে অনুষ্ঠিত এবারের ডেমোক্র্যাটিক কনভেনশন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ওবামা দম্পতির দুর্দান্ত বক্তৃতায়। ২০০৪ সালে এই শিকাগোতেই ডেমোক্র্যাটদের কনভেনশনে বক্তৃতা দিয়ে সবার প্রশংসা অর্জন করেছিলেন তখনকার স্টেট সিনেটর বারাক ওবামা। সেই বক্তৃতাই তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল পার্টির শীর্ষ পর্যায়ে। সেই অবস্থান তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল হোয়াইট হাউসে। আমেরিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি আলোকিত করেছিলেন এদেশের ইতিহাসকে। এই ২০ বছর পরে সেই শিকাগোতেই তিনি আবার ডেমোক্র্যাট কনভেনশনে বক্তৃতা করলেন আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট হিসাবে। প্রচার মাধ্যম তার এই বক্তৃতাকে ব্যতিক্রমী হিসেবে অভিহিত করে প্রশংসার জোয়ার বইয়ে দিয়েছে। কিন্তু কনভেনশনে বক্তৃতা দিয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন ওবামা পত্নী মিশেল। অসাধারণ এক বক্তৃতায় তিনি মাতিয়ে দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে নাম না নিয়েও ধসিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্পকে। তার তেজস্বী বক্তৃতা, তার শব্দ চয়ন, তার বাচনভঙ্গী মাতিয়ে দিয়েছে সবাইকে। কনভেনশনে সমবেত সমর্থকরা যেমন, তেমনি টেলিভিশনের সামনে উপস্থিত আমেরিকাবাসী তার ভাষণে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। তার পরপরই বক্তৃতা করতে মাইকের সামনে এসে বারাক ওবামা প্রথমেই বলেন, 'আমি সেই বোকা যে মিশেলের পরে বক্তৃতা করতে উঠেছি'। কনভেনশনে বুধবার যারা বক্তৃতা করেন তাদের মধ্যে ছিলেন বক্তৃতার আর এক যাদুকর, সাবেক জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন।

বলতেই হবে সাফল্যের অনেক সম্ভার নিয়ে শেষ হয়েছে ডেমোক্র্যাট ন্যাশনাল কনভেনশন। এখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কমলা হ্যারিসকে মোকাবিলা করতে হবে রিপাবলিকান প্রার্থী সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের। কে এই ট্রাম্প? নতুন করে বলা প্রয়োজন করে না যে অনেক কুকীর্তির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আমেরিকার গণতন্ত্রের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করার নায়ক এই ট্রাম্প। কর ফাঁকি দেয়া, যৌন কেলেঙ্কারি, ক্যাপিটল হিলে হামলা প্রভৃতি নানা দুষ্কর্মে তিনি অভিযুক্ত। আদালতে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে আছেন, শাস্তি ঘোষনার অপেক্ষায় রয়েছেন। তাকে কি মানুষ ভোট দেবে?

পক্ষান্তরে কমলা হ্যারিসের জন্য নির্বাচনটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আমেরিকার ভোটাররা কি কোন নারীকে দেশের প্রেসিডেন্ট বানাবে? সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে নভেম্বরের নির্বাচনে। আমরা কমলা হ্যারিসকে স্বাগত জানিয়ে নির্বাচনের অপেক্ষায় রইলাম।

কথাগুলো ব্যক্তিগত, কিংবা তার চেয়েও বেশি কিছু

আলী রীয়াজ

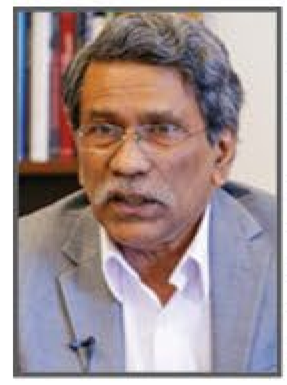

বাংলাদেশে জন্মগ্রহণের সূত্রে ২৯ বছর একটানা কেটেছে দেশে, সেই সময়ে ছাত্র জীবনে এবং তার পরে রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা ছিলো কমপক্ষে ১০ বছর। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে মিছিলে শামিল হয়েছি, ডাকসু'তে নির্বাচিত হওয়ার সূত্রে মিছিলের আগে থেকেছি, পেছনেও থেকেছি। পুলিশের নির্যাতন দেখেছি, তার শিকারও হয়েছি। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা থেকেই একটা বড় সময় কেটেছে রাজপথে, কারাগারে কেটেছে কিছু সময়। নিপীড়ন-নির্যাতনের মুখে মানুষকে দাঁড়াতে দেখেছি, দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি; আন্দোলনের সময় রাজপথে গুলিতে নিহত হতে দেখেছি, আহতকে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটেছি গুলির ভেতরে। মিছিলে পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া পুলিশের ট্রাক মিছিলের সহযাত্রীকে পিষে দিয়েছে, সেই দৃশ্য দেখবার দুর্ভাগ্য হয়েছে। তারও আগে কৈশোরের অভিজ্ঞতার বড় দিক হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ, তার ভয়াবহতা, তাতে স্বজন হারানোর বেদনা সবই আছে।

রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা এবং পারিবারিক পরিবেশের কারণে কৈশোর ও তারুণ্যের সময় থেকেই রাজনীতির তত্ত্ব বুঝতে চেয়েছি, ইতিহাস পাঠ করেছি। তার পরে একাডেমিক কারণে ১৯৮৭ সাল থেকে রাজনীতি বোঝার অংশ হিসেবেই শুধু নয়, নৈতিক দায়িত্বের বোধ থেকেও বাংলাদেশকে বোঝার চেষ্টা করেছি, গবেষণা করেছি, বিশ্লেষণ করেছি। সাংবাদিকতায় পেশাগত জীবনের সূচনা হয়েছিলো, দীর্ঘ দিন পরে সেখানে ফিরেছি বিবিসি'তে কাজ করার সূত্রে। সেই সময় সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ থেকে শুরু করে দেশ দখলের যুদ্ধ, সংঘাতের খবরের ভেতরেই কাটিয়েছি পাঁচ বছর।

কিন্তু ... বিশ্বাস করুন ... আমি আমার সমস্ত আন্তরিকতা নিয়ে বলছি ... জুলাই মাসের ১৬ তারিখের পর থেকে ছাত্র আন্দোলন যখন ছাত্রজনতার আন্দোলনে রূপ নিয়েছে সেই সময়ে পুলিশের নির্মমতার চিত্র যতই দেখি ততই ভাবি এর কী ব্যাখ্যা? এই নির্মমতার সামান্যই বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা গেছে। এখন প্রায় প্রতিদিন সেই সামান্যরও কিছু কিছু ভিডিও আস্তে আস্তে ফেসবুকে প্রকাশিত হচ্ছে। সেগুলোর ভেতরে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের যে জিঘাংসার চেহারা তা দেখে শিউড়ে ওঠার মতো, বিশ্বাস করতে পারিনা এটাই আমার জন্মভূমি। এইসব ভিডিও'র প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা করে বর্ণনা দেয়া যায়, হৃদয়ের প্রত্যেকটা তন্ত্রী ছিঁড়ে যাওয়া সত্ত্বেও বর্ণনা দেয়া যায়। এগুলো আমি-আপনি দেখেছি। কোনও বর্ণনা, কোনও ভাষাই এই নির্মমতা, এই বর্বরতাকে তুলে ধরতে পারবে না। 'গুলি করলে মরে একটা, বাকিডি যায় না' বলার সময় পুলিশের ওয়ারি বিভাগে উপকমিশনার (ডিসি) মোহাম্মাদ ইকবালের নির্লিপ্ততাকে ছাপিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলে যাকে আমরা জানতাম সেই মো. আছাদুজ্জামান খান কামালের দিকে লক্ষ্য করে দেখেছি, একজন মানুষ-দায়িত্ববান মানুষের কথা বাদই দিলাম -এমন নিস্পৃহ থাকতে পারে সেটা না দেখলে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম কিনা জানিনা। মনে হয়েছে এই সব মানুষ কী তাঁদের পরিবার-পরিজনের কথা ভাবেন না। ৫ আগস্ট চানখারপুলে যে পুলিশেরা বলে 'মরছে? একটা মরছে? ঠিক আছে ফালাইয়া দেচ তাঁর কারা? যে পুলিশেরা আসহাবুল ইয়ামিনের অর্ধমৃত শরীর সাজোয়া যান (এপিসি) থেকে ফেলে দিয়েই নিরস্ত হয়না তাঁকে ডিভাইডারের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নির্বিকারভাবে চলে যায় তাঁরা কারা? জনগণের করের টাকায় তৈরি পোশাক পরিহিতদের মধ্যেই কি এই জিঘাংশা ছিলো? পুলিশের গুলিতে আহত অবস্থায় মৃত্যুপথযাত্রী নাফিসকে নিয়ে রিকশা চালক ফার্মগেট হাসপাতালে যেতে পারেননি, পত্রিকার ভাষায় 'বাধার মুখে সেখানে ঢুকতে পারেননি'। এই যে বাধাদানকারীরা তাঁরা কারা? শুধু তাই নয়, এই ভয়াবহ হত্যালীলার সময় যারা উৎসাহ জোগালেন, এর পথ তৈরি করতে বছরের পর বছর উৎসাহ দিলেন যাদের পরিচয় শিক্ষিত বলে তারাই বা কারা?

> যে 'অকৃতজ্ঞ জাতি' তাঁর পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর নিরব থেকেছিলো তাঁদের প্রতি তাঁর যে ডিসডেইন (বিরক্তি, ঘৃণা) সেটাই কি তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদের উইলিং এক্সিকিউশনারে পরিণত করেছে? তত্ত্বের ভেতরে তার উত্তর হয়তো আছে, হয়তো নেই; কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে ভাবি এই ভয়াবহতার যে ট্রমা তা এই জাতিকে কতদিন বইতে হবে? ভাবি যারা এখনও উইলিং ইক্সিকিউশনার হয়ে আছেন তাঁরা কি আদৌ বুঝতে পারছেন তাঁরা কোথায় আছেন?

জার্মানীতে হিটলারের যে বাহিনী জেনোসাইডে যুক্ত ছিলো তাঁদের একটি ইউনিট সম্পর্কে বলা হয় 'উইলিং এক্সিকিউশনার' -ইচ্ছুক ঘাতক। বাংলাদেশ যে এইসব ইচ্ছুক হত্যাকারী তৈরি হয়েছিলো, আছে -এখনও যারা অবিরতভাবে বলে চলেছেন এমন সব কথা যেন এই হত্যার মহোৎসব ঘটেই নেই, তাঁদের এই মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হল কীভাবে? তত্ত্ব দিয়ে, তথ্য দিয়ে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে কেমন তা বোঝা এবং বোঝানোর চেষ্টা করি অনেক দিন। কিন্তু এই যে

এরপর ১৬ পৃষ্ঠায়

হাসিনার পতন এবং অতঃপর

মারুফ কামাল খান

মিথ্যাচার, সন্ত্রাস, মেকি অভিনয় ও চক্রান্তের ওপর ভর করে হাসিনার উত্থান আমি দেখেছি। হত্যা, জুলুম, দম্ভ ও ঔদ্ধত্যে ভরা তার ভয়ঙ্কর স্বৈরশাসনের করুণ শিকার হয়েছি সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশবাসীর সঙ্গে আমিও।

স্বৈরাচারের হত্যাযজ্ঞে ক্রোধোন্মত্ত ছাত্র-তরুণ-জনসাধারণের রক্তমাখা মহাজাগরণে আমি তার পতন ও পলায়ন দেখেছি। এখন বাংলাদেশে দানবের ওপর মানবের বিজয়কে সংহত করার কঠিন সময়। এই চ্যালেঞ্জও সাফল্যের সঙ্গে মোকাবেলা করা ছাড়া জাতির সামনে আর কোনো বিকল্প নেই।

যুদ্ধজয় শেষ কথা নয়। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সাধিত বিপ্লবে অর্জিত বিজয়কে সংহত করে গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নেতৃত্বের ও সমাজের অগ্রণী অংশের। সে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হবার সুযোগ নেই।

১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণে জাতীয় গণযুদ্ধে উন্নীত হয়েছিল। বিজয়ের পর মুক্তিযোদ্ধারা ফিরে গিয়েছিলেন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে। সে বিজয়কে একটিমাত্র দল কুক্ষিগত ও আত্মস্থ করে গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে হত্যা করেছিল অচিরেই। দুর্ভিক্ষ, দুঃশাসন, হত্যা, নির্যাতন ও গণতন্ত্র হত্যায় তারা নিজেদের শাসনের ইতিহাসকে করেছিল কলঙ্কিত।

স্বাধীনতাকে করে তুলেছিল অর্থহীন। তাই স্বাধীনতার লক্ষ্য পূরণে এদেশে বারবার রক্তসিক্ত পরিবর্তন আনতে হয়েছে। পঁচাত্তর, নব্বই সাল আমাদের জাতীয় ইতিহাসের শোণিতাক্ত পরিবর্তনের একেকটি বাঁক।

প্রতিটি সফল অভ্যুত্থানের পরেই গণমানুষ আবার তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাবার পর নেতৃত্বের ব্যর্থতা, ভুল বা লিপ্সায় সে বিপ্লব বারবার বেহাত হয়েছে এদেশে। সেই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদেরকে সচেতন পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে চব্বিশের মহাগণবিপ্লবও আবার বেহাত ও ব্যর্থ হয়ে না যায়।

হাসিনা বাংলাদেশে তার দেড় দশকব্যাপী স্বৈরশাসনের ভিত্তি গড়েছিলেন ব্যক্তিপূজা, বিকৃত ইতিহাস ও কল্পনাশ্রয়ী রূপকথা মিশ্রিত কাল্ট রচনার মাধ্যমে। জনগণকে গৌণ করে এবং ব্যক্তিপূজার পৌত্তলিকতাকে মহিমামণ্ডিত করে হাসিনা সব ভিন্নমত দমিয়ে দিয়ে একক মত প্রতিষ্ঠার এক নিষ্ঠুর শাসন প্রবর্তন করেছিলেন।

রাষ্ট্রের সব বাহিনীকে ব্যক্তিগত বা দলীয় লাঠিয়ালে পরিণত করে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক এক পারিবারিক জমিদারি কায়েম করেছিলেন। সব ক্ষমতা একক হাতে কুক্ষিগত করে জাতীয় গণযুদ্ধে অর্জিত রাষ্ট্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।

দেদার বৈদেশিক ঋণ ও জনগণের ওপর যথেচ্ছ করারোপ করে উন্নয়নের নামে ইট-কাঠ-কংক্রিটের বিভিন্ন কাঠামো বানাতে গিয়ে ব্যয়ের এক বিপুল অংশ তারা অবাধে লুণ্ঠন করেছেন। দেশে-বিদেশে গড়েছেন সম্পদের পাহাড়। দরিদ্র মানুষের দেশের শাসকদের বিপুল বিত্ত-বৈভব ও ভোগ-বিলাস আধুনিক যুগেও রাজন্যসুলভ রূপকথার জন্ম দিয়েছে।

এখন সেই ব্যর্থরাষ্ট্রের ভস্মস্তূপের উপর আধুনিক এক মানবিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে।

ধীরলয়ের কোনো সংস্কার নয়, এজন্য প্রয়োজন হবে বৈপ্লবিক দ্রুতির। পুরনো ধ্যানধারণা দিয়ে নয়, একুশ শতকের মুক্ত আলোকিত উদার চিন্তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে সবখানে। প্রতিটি ব্যক্তিকে, তিনি যতো মহিমান্বিতই হোন, করতে হবে সমষ্টির অধীন। জনগণের মতামত ও সম্মিলিত মেধার প্রয়োগের সুযোগ অবাধ ও অবারিত করতে হবে। দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে দেশ-জাতির স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়ার বাচনিকতাকে বাস্তবে করতে হবে রূপায়িত। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাল্ট কেন্দ্রিক পৌত্তলিকতার স্থলে বহুবাচনিক ও বহুমতের সমাজ গড়ে তুলতে হবে। জাতীয় জীবনে দ্রুত গড়ে তুলতে হবে শ্রমঘন এক কর্মযজ্ঞের সংস্কৃতি।

সকলকে জবরদস্তি করে একমতে আনার ফ্যাসিবাদী ধারার অবসান ঘটিয়ে বৈচিত্রের মধ্যে জাতীয় ঐক্য গঠনকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আনুগত্য ও স্তুতিকে দূরে সরিয়ে জ্ঞান, মেধা, প্রজ্ঞা, যোগ্যতা, আন্তরিকতা ও সততাকে দিতে হবে অগ্রাধিকার। মণিকাঞ্চনযোগ ঘটাতে হবে অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের প্রাণশক্তির।

ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরশাসনের পুনরাবির্ভাব রোধে রাষ্ট্রীয় প্রথা ও প্রতিষ্ঠান সমূহের পুনর্গঠনের পাশাপাশি পতিত রেজিমের গুরুতর অপরাধ ও অপকর্মসমূহের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক সাজা নিশ্চিত করতে হবে।

অতীতের দুটি ব্যর্থতা আমাদের মনে রাখতে হবে এবং সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ এবং প্রতিটি পরিবর্তনের পর আমরা পরাজিত অপশক্তির অন্যায়-অপরাধ-অপকর্মের উপযুক্ত বিচার ও সাজা নিশ্চিত করতে পারিনি। আর প্রতিটি লড়াইয়ের শহীদ, যোদ্ধা ও ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত মূল্যায়ন আমরা করিনি, মর্যাদা দিইনি বরঞ্চ তাদেরকে ভুলে গিয়েছি, করেছি উপেক্ষা ও অবহেলা। এবারে যেন তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

লেখক : লেখক ও সাংবাদিক।

> মুক্তিযুদ্ধ এবং প্রতিটি পরিবর্তনের পর আমরা পরাজিত অপশক্তির অন্যায়-অপরাধ-অপকর্মের উপযুক্ত বিচার ও সাজা নিশ্চিত করতে পারিনি। আর প্রতিটি লড়াইয়ের শহীদ, যোদ্ধা ও ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত মূল্যায়ন আমরা করিনি, মর্যাদা দিইনি বরঞ্চ তাদেরকে ভুলে গিয়েছি, করেছি উপেক্ষা ও অবহেলা। এবারে যেন তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে

Editor & Publisher	: Shah Nawaz	সম্পাদক ও প্রকাশক	: শাহ্ নেওয়াজ
Chief Editor	: Manzur Ahmed	প্রধান সম্পাদক	: মনজুর আহমদ
Managing Editor	: Rano Nawaz	ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	: রানো নেওয়াজ
Commercial Chief	: Abubakar Siddique	বাণিজ্যিক প্রধান	: আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights,
NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751, Fax: 718-865-9130
web: www.ajkalnewyork.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

শহীদ আবু সাঈদ এবং নতুন বাংলাদেশের প্রত্যাশা

মাহমুদুর রহমান মান্না

১৯ আগস্ট রংপুর গিয়েছিলাম। গণতন্ত্র মঞ্চের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল জুলাই অভ্যুত্থানের মহানায়ক বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ১২তম ব্যাচের ছাত্র আবু সাঈদের কবরে ফাতেহা পাঠ এবং তার পরিবারবর্গের সঙ্গে দেখা করা ও সমবেদনা জানানোর জন্য নেতৃবৃন্দ সাঈদের বাড়ি পীরগঞ্জে যাবেন। দূরের যাত্রা এবং কিছু শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমি বিমানে সৈয়দপুর নেমে রংপুরে আমার দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে তারাসহ পীরগঞ্জ যাব বলে সিদ্ধান্ত হয়। ভারত ভাগের অব্যবহিত আগে এবং পরে দিনাজপুর রংপুরের তেভাগা আন্দোলন ছাড়া ওই এলাকার মানুষের উল্লেখযোগ্য কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস নেই। এবার ২০২৪-এ এসে এক আবু সাঈদ রংপুরকে সারা দেশ তথা বিশ্বের দরবারে গর্বের তিলক পরিয়ে দিল।

অবশ্যই আবু সাঈদ এক আশ্চর্য মহান শিশুর নাম। যেন জাদু মিশে গেছে ওই নামের সঙ্গে। ১৫ বছর শেখ হাসিনার দুর্বিনীত দুঃশাসনে মানুষ পিষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। জোর করে ক্ষমতা দখল, অর্থ, অস্ত্র এবং ক্ষমতার দাপটে সেই ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখা, জনগণের ভোট কেড়ে নেওয়া, রাতের বেলা দিনের ভোট করা; নির্বিঘ্ন, নির্লজ্জভাবে দেশের সম্পদ লুটপাট, প্রতিবাদী কণ্ঠগুলোকে জোর করে দমন করা, গুম, খুন আয়নাঘর তাদের শাসনের পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মানুষ কথা বলতে সাহস পাচ্ছিল না। বিরোধী দলগুলো লাগাতার আন্দোলন করছিল ঠিকই কিন্তু কখনোই সাহস নিয়ে ক্ষমতার সামনে দাঁড়িয়ে এ অবৈধ ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেনি। আবু সাঈদ এ চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন। কী অমিত তেজে বুক চিতিয়ে দুই বাহু প্রসারিত করে বলেছিলেন, তোমাকে মানি না। গুলি করে মারতে পার আমাকে। কিন্তু আমার কণ্ঠকে, আমার প্রতিরোধকে স্তব্ধ করতে পারবে না। সেই থেকে বাংলার জনগণের সাহসের বাতিঘর হয়ে উঠেছিলেন তিনি। শুধু বাংলাদেশের নয়; আজ শুনলাম পাকিস্তানে নতুন করে যে ছাত্র গণআন্দোলন গড়ে উঠছে সেখানেও তারা বাংলাদেশের কথা বলছে। বাংলাদেশের জনগণ যেরকম করে অধিকারের প্রশ্নে জীবনপণ লড়াই করেছে তার কথা স্মরণ করছে।

সমবেত রাজনৈতিক কর্মীদের আমি সেই কথা বলছিলাম, আমাদের দলের কার্যালয়ের পাশে কথা বলছিলাম আমি, বেশ কিছু মিডিয়ার সদস্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারা বললেন, অবশ্যই আমরা সাঈদের জন্য গর্ববোধ করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্ন আমাদের মধ্যে আছে, আমরা কি তার মহান আত্মত্যাগের যথাযথ মর্যাদা দিতে পারছি। কথা ছিল প্রতিটি বুলেটের হিসাব নেব আমরা। প্রতিটি মৃত্যুর তদন্ত ও বিচার হবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সাঈদের মৃত্যুর তদন্ত করছে পুলিশ, যারা তাকে হত্যা করেছিল। খুনি কখনো বিচারক হতে পারে? খুনের ঘটনার তদন্ত করতে পারে? পাঠক আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সাঈদের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি ভিডিও ফুটেজ আকারে সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপরেও পুলিশ বলেছিল, এটা দুষ্কৃতকারীদের কাজ। তারা ১৭ বছর বয়সের একজন তরুণকে গ্রেপ্তার করেছিল এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে। যদি আন্দোলনের মাধ্যমে হাসিনা স্বৈরাচারের পতন না হতো তাহলে নিশ্চয়ই ওই তরুণ সাঈদ হত্যাকাণ্ডের দায়ে সাজা ভুগত এবং শেখ হাসিনা বলে বেড়াতেন আমি বাংলাদেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি উৎখাত করেছি। সেই পুলিশ যারা ওই নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তারাই আবার সেই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করবে, তাই কি হয়? আমি সাংবাদিকদের প্রশ্নের কী জবাব দেব?

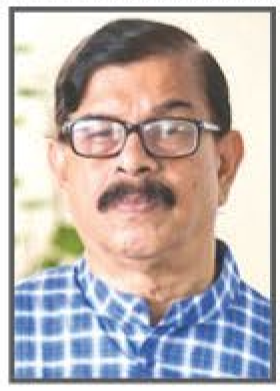

ক্ষমতায় থাকার জন্য পতিত স্বৈরাচার পাখির মতো গুলি করে মানুষ হত্যা করেছিল। কত মানুষ মেরেছিল তারা তা এখনো গবেষণার বিষয়। খোদ জাতিসংঘ বলেছে ৬৫০ জন মানুষের মৃত্যুর কথা। আমার ধারণা এ সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যাবে। দেশে এবং বিদেশে যখন এ নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা হচ্ছিল তখন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছিলেন, এরকম হতে পারে না। কারণ পুলিশকে প্রতিটি গুলির হিসাব দিতে হয়। তখন থেকেই দাবি উঠেছিল প্রতিটি গুলির হিসাব দিতে হবে।

৮ আগস্ট নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের এ সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল। আমার এ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত হবে ২২ আগস্ট। সে হিসাবে এ দুই সপ্তাহে অন্তর্বর্তী সরকার ওপরের স্তরে পুলিশের ব্যাপক পুনর্গঠন করেছে। ক্ষমতায় আসার পর থেকে জাতির উদ্দেশে ড. মুহাম্মদ ইউনূস কোনো ভাষণ দেননি। বলেননি কেন তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন, তিনি বা তারা কী করতে চান, তাদের সরকারের লক্ষ্য কী। অবশ্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কথা বলতে গিয়ে তিনি যা বলেছেন তার নির্গলিতার্থ এরকম দাঁড়ায় : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলার। তারা সেরকম একটি দেশ গড়ে তোলার জন্য কাজ করবেন। এজন্য ব্যাপক সংস্কার করতে হবে এবং সেই সংস্কার সম্পন্ন হওয়ার পরেই তারা নির্বাচন দেবেন।

ক্ষমতা গ্রহণের এই কয় দিনে এ অন্তর্বর্তী সরকার পুলিশের ওপরের স্তরে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে। অবশ্য শুধু পুলিশ নয়, সব ক্ষেত্রেই এ সংস্কারের কাজ শুরু করেছেন তারা। ২১ তারিখে প্রথম আলোর প্রধান শিরোনামে বলা হয়েছে- প্রশাসনিক এ সংস্কারে অনেক সময় লাগবে। একই কথা বলা যায় পুলিশের ক্ষেত্রেও। বরং বেশি

এরপর ৪৭ পৃষ্ঠায়

> এখনো থানার প্রভাবশালীরা মানুষের দোকানপাট জমি জিরাত দখল করছে। টাকার বিনিময়ে এবং রাজনৈতিক সাংগঠনিক পরিচিতির জোরে তারা এসব করছে। প্রশাসন তাদের কিছুই বলছে না। নেতারা আগের মতোই ঘুষ দিচ্ছে। ঘুষ দুর্নীতি আগের মতোই চলছে। যে সংগ্রামে আবু সাঈদরা প্রাণ দিল, জাতিসংঘের হিসাবেই যেটি ৬৫০-এর অধিক, আহত সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার, সেই আন্দোলনের প্রত্যাশা, অভিপ্রায় হলো একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার। এ আকাঙ্ক্ষা নিয়েই গঠিত হয়েছে এ অন্তর্বর্তী সরকার। সরকারও এ আকাঙ্ক্ষার কথাই বলছে। অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান ড. ইউনূসও বলেছেন এ সংস্কার সম্পন্ন করেই তিনি নির্বাচন দেবেন। এ জন্য দেশের সব ক্ষেত্রে প্রান্তিক থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় নিয়ে ভাবতে হবে, আশু সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

সরকার ও জনগণের মাঝের প্রাচীরটি ভাঙবে কারা

নাহিদ হাসান

> খোদা, ফরিয়াদ জানাই, এত রক্তের বিনিময়ে পাওয়া আমাদের স্বাধীনতা যেন চিরস্থায়ী হয়, চিরজীবী হয়। কথাগুলো একজন আন্দোলনকারী সহসমন্বয়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র রিফাত রিদওয়ানের। স্বাপ্নিক, লড়াকু ও গণ-আন্দোলনের নেতাদের নেতৃত্ব ছাড়া নতুন বাংলাদেশ জন্ম নেবে না। ইতিহাসে যেসব দেশে গণ-অভ্যুত্থান বা গণযুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতার বদল ঘটেছে, সেই সব দেশে বিপ্লবী শক্তিকে এটাই করতে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বেহাত হওয়ার পেছনে মুক্তিযোদ্ধাদের দেশ গঠনে ভূমিকা রাখতে না দেওয়াটাই বড় কারণ। ৬৫০-এর বেশি শহীদ আর ৩৩ হাজারের বেশি আহতের বিনিময়ে ২৪-এর ছাত্র-গণ-অভ্যুত্থান, সরকার ও জনগণের মাঝের প্রাচীরটি ভাঙতে এবারও ব্যর্থ হবে?

১. ৫ আগস্ট রাত আটটা। একটি তেল কোম্পানির রংপুরের ব্যবস্থাপক আমাকে ফোন দিলেন। যিনি চিলমারীতেও বেশ কিছুদিন ডিপো ব্যবস্থাপক হিসেবে ছিলেন। যিনি কছিম উদ্দীন ভাওয়াইয়া উৎসব, পণ্ডিত বইমেলাসহ প্রতিটি কাজে সংগঠকের ভূমিকায় ছিলেন। এমনকি আগের সরকারের শাসনামলে অনেক সময় বিরোধী নেতা-কর্মীদেরও সহযোগিতা করেছেন। তিনি বললেন, 'বিপ্লবের ফল পেলাম।' তাঁর কান্নাভেজা কণ্ঠে শুনতে পেলাম, সেদিন বিকেলে রংপুর মহানগর একটি বড় দলের সভাপতি তাঁকে গালিগালাজ করেছেন। আওয়ামী ট্যাগ দিয়েছেন। ঘটনাটা পরদিন শুক্রবার সকালে একজন উপদেষ্টাকে জানালে তিনি বিস্মিত হন। বললেন, 'তাঁরা এই হুমকি দিচ্ছেন কেন? তাঁরা তো ক্ষমতায় নেই।' পরে তিনি জ্বালানিসচিবকে বিষয়টি জানাতে চাইলেন। রংপুরের সেই ব্যবস্থাপক আমাকে তাঁর বদলি হওয়ার চিঠিটা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠান। সেখানে দেখা যায়, পেছনের তারিখ ১৫ আগস্ট উল্লেখ করেই তাঁকে বদলি করা হয়েছে।

২. দিনাজপুর সরকারি কলেজ থেকে দর্শনের বিভাগীয় প্রধান এনামুল হক, আমার কারমাইকেল কলেজের শিক্ষক, কবি মাসুদুল হকসহ আমার বাড়িতে চলে এসেছেন। উদ্দেশ্য আওয়ামী হুইপ ইকবালুর রহিম কলেজ ক্যাম্পাসে 'শেখ কামাল আইটি পার্ক' করবেন, এটা ঠেকাতে হবে। প্রথম আলোয় কলাম লিখেছিলাম 'দিনাজপুর কলেজ ক্যাম্পাসেই ঢোকাতে হবে আইটি সেন্টার'। ১৬ আগস্ট রাষ্ট্রচিন্তার অনুষ্ঠান শেষে মধ্যরাতে বাসায় ফিরতেই এনামুল স্যারের ফোন, 'আমার ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকেরা নাকি লীগ, এই বলে বদলির হুমকি দিয়ে গেল।' রাষ্ট্র ভূমিকা নেওয়ার আগে আওয়ামী লীগের বদলে যে পুরোনো শক্তি আছে, তারা গিয়ে সক্রিয় হচ্ছে এবং তা হচ্ছে অভ্যুত্থানের নামেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নওগাঁর একটি প্রতিষ্ঠানের মহাব্যবস্থাপক তিনি ফোন করে বলেছেন, 'আওয়ামী লীগের লোকেরা তো সব জায়গা দখল করে আছে। বড়জোর সচিবের জায়গায় যুগ্ম সচিব বসছেন, তিনিও তো আওয়ামী লীগই। আগের জন যে দুর্নীতি করেছেন, তাঁর ভাগ তো ইনিও পেয়েছেন। সর্বব্যাপী দুর্নীতিতে আকণ্ঠ ডুবে থাকা প্রতিষ্ঠানটি উদ্ধার পাবে কেমনে?'

৩. ড. মুশতাক হুসাইন খান সমকালকে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আওয়ামী লীগের যে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা ছিল, তা ভেঙে গেছে। কারণ, নতুন একটা শক্তি রাস্তায় এসে গেছে। এখন এই ভূমধ্য থেকে কী বেরিয়ে আসবে? আমরা যদি কিছুই না করি ও রাস্তার শক্তি যদি ছয় মাস পরে বাড়ি ফিরে যায়, তাহলে আগের শক্তি ফিরে আসবে। হয়তো একদম আগের অবস্থায় আমরা ফিরব না, কিন্তু কাছাকাছি জায়গায় যাব। এ ধরনের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে ক্ষমতার বিন্যাস বদলায় না। ক্ষমতার বিন্যাস বদলায় তখন, যখন এমন কিছু নতুন সংস্থা বা সংগঠন তৈরি হবে, যারা নতুন নিয়মগুলো কার্যকর করবে।' প্রশ্ন হচ্ছে, স্থায়ীভাবে ক্ষমতার বিন্যাস বদলাতে নতুন সংস্থা বা নতুন সংগঠন করবে কারা? উপদেষ্টারা প্রতিষ্ঠিত পুরোনো শক্তিকে সরিয়ে জনগণের ভেতরে কেমনে ঢুকবেন? দেড় সপ্তাহ পুলিশ ছিল না, ট্রাফিক ছিল না। সমাজ এগিয়ে এসে পুলিশের অভাব পূরণ করেছে। আমাদের শিক্ষার্থীরা ট্রাফিক সামলেছে।

ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধের কথা জানি। কমরেড নুর মোহাম্মদকে আহ্বায়ক ও কমোডর খুরশেদ আলমকে সদস্যসচিব করে সমুদ্রসম্পদ রক্ষা জাতীয় গড়ে ওঠে। '৯৬ সালে সরকার আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়ার পরিকল্পনা যখন করে, তখন জাতীয় কমিটির কমোডর খুরশেদ আলমকে সচিব হিসেবে নিয়োগ দেয়। যথারীতি বাংলাদেশ ভারত ও মিয়ানমারকে মামলায় হারিয়ে দেয়। এটা একটা নজির যে আন্দোলনকারীদের কাজে লাগানো।

বর্তমানের গণ-অভ্যুত্থানের সরকারকে তেমনিভাবে জ্বালানি আন্দোলনকারীদের মধ্য থেকে জ্বালানি কর্মকর্তা, রেল আন্দোলন থেকে রেলের, নদী-পরিবেশ-কৃষি-শিক্ষা আন্দোলন থেকে, ছাত্র-জনতার মধ্য থেকে একদল প্রতিনিধি খুঁজে বের করতে হবে। যারা সরকার ও জনগণের মাঝখানের আমলাতান্ত্রিক প্রাচীরটি ভেঙে দেবে।

১৯-২০ বছরের একটা ছেলের হাতে গুলি লেগে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গিয়েছে কবজি। পেটের চামড়া কেটে হাতে বসানো হয়েছে। এই ছেলের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একজন ভাই যখন বললেন, 'আপনাদের ত্যাগের কারণেই আজ আমাদের এই অর্জন', তখন দেখলাম, ছেলেটি কেমন নিশ্চল চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকল কতক্ষণ। আরেকজনকে দেখলাম হাঁটুর নিচের অংশে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সাত-আটটি গুলি করেছে পুলিশ। পায়ে গুলি লাগার অংশের পুরোটাই একেবারে থেঁতলে গিয়েছে। রাজমিস্ত্রির কাজ করা ছেলেটির মা আমাদের পায়ে ব্যান্ডেজ করার আগের ছবি দেখালেন, কী বীভৎস অবস্থা!

বার্ন ইনস্টিটিউট থেকে বের হয়ে আসার পর অনেকগুলো ঘণ্টা কেটে গিয়েছে, কিন্তু এখনো স্বাভাবিক হতে পারছি না। বারবার ওই জীবন্মৃত লোকটির চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠছে-এ যাত্রায় বেঁচে ফিরলে যে লোকটা আর কখনোই কথা বলতে পারবে না, দুই চোখে কিছু দেখতেও পারবে না। খোদা, ফরিয়াদ জানাই, এত রক্তের বিনিময়ে পাওয়া আমাদের স্বাধীনতা যেন চিরস্থায়ী হয়, চিরজীবী হয়।

কথাগুলো একজন আন্দোলনকারী সহসমন্বয়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র রিফাত রিদওয়ানের। স্বাপ্নিক, লড়াকু ও

এরপর ১৬ পৃষ্ঠায়

ক্ষমতার অংশীদার এবার বিএনপি-জামায়াতের সাথে হেফাজতও

> যদিও গত তিন মেয়াদে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল। অবস্থদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এবার আবার বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় আসছে। বলা চলে ক্ষমতাতেই তারা আছে, যদিও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নামে একটি সরকার কাজ করছে। বিএনপি-জামাতের অতীত ইতিহাস বিবেচনায় নিলে তাদের ওপর আস্থা রাখার কারণ দেখি না। জনগণের প্রত্যাশার পরিপূরক মনে করার বা বিশ্বাস করার অবস্থানও তৈরি হয়নি। যুদ্ধাপরাধী জামায়াত ও বিএনপি একে অপরের পরিপূরক। তার চেয়ে বড় কথা, যখন আওয়ামী লীগের বিপরীতে বিএনপির কথা ভাবা হয়, তখন সামনে ভেসে ওঠে হাওয়া ভবনের স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, ১০ ট্রাক অস্ত্র, ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলা, খুন-হত্যা-সন্ত্রাস ইত্যাদি ঘটনা। এ পরিস্থিতিতে জনগণ চরম কিংকর্তব্যবিমূঢ়

সুব্রত বিশ্বাস

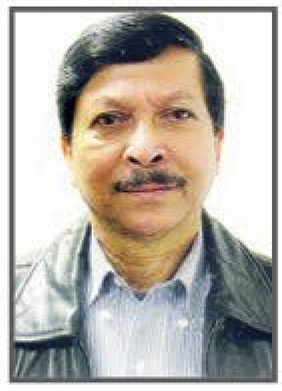

শেখ হাসিনা সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, অগণতান্ত্রিক পথ চলা, বাকস্বাধীনতাহীনতা, বিরোধী রাজনৈতিক দলকে স্পেস না দেওয়া সহ অসংখ্য অভিযোগে আন্দোলনের মুখে দেশ ছাড়তে হয়েছে শেখ হাসিনাকে। ব্যাপারটা অনেকটা অবধারিত বা প্রত্যাশিত ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। অনেকের আশঙ্কা ছিল শেখ হাসিনা সরকারের পতন হলে বিকল্পের প্রশ্ন নিয়ে। তাঁর বিকল্প নেই এমন প্রশ্নের জন্ম নিয়েছিল মূলত মুক্তিযুদ্ধের শক্তির অনুপস্থিতি বা দুর্বলতার কারণ থেকে। বিকল্পের প্রশ্ন এসেছিল কারণ, শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী সরকার হলেও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও পথ থেকে তারা সরে গিয়েছিল। তাই আশঙ্কাই কেবল নয়, চরম সম্ভাবনা ছিল বিএনপি-জামায়াত সহ স্বাধীনতা বিরোধী গোষ্ঠী বা শক্তির অবধারিত ক্ষমতায়ন।

তাই অনেকেই মনে করেছিলেন, পরিবর্তনটা কিছুটা হলেও নিয়মতান্ত্রিক পথে শান্তিপূর্ণভাবে ঘটুক। কিন্তু আশঙ্কাই সত্যি হলো। চরম প্রলয় ঝড় ধেয়ে আসার আভাস সত্ত্বেও শেখ হাসিনার ক্ষমতাপ্রীতি, দাম্ভিকতা ও ইগো মুক্তিযুদ্ধের শক্তি ও চেতনার ওপর পরাজিত শক্তির তান্ডব উৎসবকে ত্বরান্বিত করে তুললো। ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর তান্ডব হয়েছে, প্রত্যেকটি তান্ডবেই বিদেশি শক্তির চক্রান্ত ও হস্তক্ষেপ ছিল, এবারও ছিল। তবে আগে সময়ে সময়ে তান্ডব হয়েছে, কারণ মৌলবাদী ও স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি আজকের ন্যায় সংগঠিত ও শক্তিশালী ছিল না। অন্যদিকে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিও বহুলাংশে শক্তিশালী ছিল। সে কারণে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার পর আজকের ন্যায় তান্ডব করা সম্ভব হয়নি। এমনকি ২০১৩ সালে হেফাজতের সমাবেশেও তাই দেখা গেছে। কিন্তু এবার অত্যন্ত পরিকল্পিত ও সংগঠিত তান্ডব হয়েছে যার রেশ এখনও চলমান রয়েছে। আগেও ব্যক্তি ও চেতনার ওপর আঘাত এসেছে, কিন্তু এবারের তান্ডব বহুমাত্রিক।

বহুমাত্রিক এ কারণে, মৌলবাদী শক্তি বিশেষ করে স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতের আক্রমণ ও তান্ডব বরাবরই বিচ্ছিন্নমুখী ও বহুমাত্রিক। জিয়ার নেতৃত্ব বিএনপি জামায়াতকে পুঁজি করেই গঠিত। ফলে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও একই। সরকার পরিবর্তনে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর কম বেশি প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থের ঘটনা নতুন নয়। তারপরও এর একটি পরিমাপ পরিসীমা থাকে, থাকতে দেখা যায়। কিন্তু এবার সকল পরিমাপ পরিসীমা অতিক্রম করে গেছে। শুরুতেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অকেজো ও নিষ্ক্রিয় করে দিতে থানাগুলোকে আক্রমণ করা হয়। পুলিশের ওপর নির্মম নৃশংস আক্রমণ ও হত্যার মাধ্যমে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে যেখানেই থানায় আক্রমণ হয়েছে, প্রাণের ভয়ে পুলিশ পালিয়ে গেছে। এই সুযোগে লুট করা হয়েছে অস্ত্র, জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে থানা, থানার রেকর্ডপত্র এবং তাদের যানবাহন। এভাবে প্রশাসন ও পুলিশকে অকেজো করে তান্ডব চালানো হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। বিজিবির ভূমিকাও তথৈবচ। সেনাবাহিনীর মধ্যে বেশির ভাগ জামায়াত ও পাকিস্তানপন্থী এই অভিযোগ আগে থেকেই। ফলে পার্লামেন্ট, গণভবন, বঙ্গবন্ধু যাদুঘর, বঙ্গবন্ধু হাসপাতাল অরক্ষিত রেখে তান্ডবের সুযোগ দেওয়া হয়।

সেনাবাহিনী প্রধানই বলেছেন, ২০টি সংখ্যালঘু গ্রামে ৩০টি আক্রমণ হয়েছে। সংখ্যালঘু ও বিধর্মীরা বরাবর জামায়াত-বিএনপির আক্রমণের প্রধান নিশানা হয়ে এসেছে। ফলে কথিত ছাত্র গণআন্দোলনের পেছনের কারিগর বিএনপি-জামায়াত শুরুতেই সংখ্যালঘু-আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ শুরু করে। এখন চলছে স্কুল কলেজ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সংখ্যালঘু শিক্ষক এবং চাকুরীজীবীদের বাধ্যতামূলক পদত্যাগ বা বিতাড়নের মহোৎসব।

যারা অর্থাৎ যে বিএনপি-জামায়াতের মুখে আজ গণতন্ত্র ও সামাজিক নিরাপত্তার কথা তথা ভূতের মুখে রাম নাম শোনা যাচ্ছে, ২০০১ সালে পাঁচ বছরের ক্ষমতায় তাদের অমানবিক তান্ডব এখনও দেশের মানুষ ভুলে নাই। বাংলা ভাই তৈরি করে দেশব্যাপী সংখ্যালঘু হত্যা-ধর্ষণ-নির্যাতন-বিতাড়ন অবাধে চলেছে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেছেন, বাংলা ভাই বলতে কিছু নেই, এটা নাকি মিডিয়ার তৈরি। সাত বছরের সাথী অপ্রাপ্ত বয়স্কা পূর্ণিমা সহ ৭০ বছরের রাঙামাটির খ্রিস্টান বৃদ্ধা পর্যন্ত ধর্ষণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। ভোলায় এক রাতে পাঁচশো সংখ্যালঘু নারী ধর্ষণের শিকার হয়। মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ মুহুরিকে তার বৈঠকখানায় বসে ঠান্ডামাথায় খুন করা হয়েছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। চট্টগ্রামে শীল পরিবারের শিশু নববধূ ও বৃদ্ধা সহ ১১জনকে পুড়িয়ে মারা হয়। বাগেরহাট ঠাকুরবাড়িতে আক্রমণ করে গর্ভবতী মহিলাকে ধর্ষণ এবং স্বামীকে তার সামনেই কুপিয়ে খুন করা হয়। একই এলাকায় সন্ধ্যায় এক সংখ্যালঘু বাড়িতে বিএনপি ক্যাডাররা গিয়ে বলেছে, মাসিমা আজ রাতে আমরা আপনার বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকতে এসেছি। তাদের আগমণে সমগ্র বাড়ির লোক ভয়ে আতঙ্কে তটস্থ হয়ে পড়ে। রাতে আবদার জানায় বারো তেরো বছরের নাবালিকা মেয়েকে তাদের হাতে তুলে দিতে। প্রাণের ভয়ে মা মেয়েকে এগিয়ে দিয়ে অসহায়ের মতো বলেছেন, বাবারা আমার মেয়েটির বয়স কম তোমরা একজন একজন করে এসো। এইটাই তো ছিল সেদিন এরপর ১৬ পৃষ্ঠায়

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

Federation of Bangladeshi Associations in North America
Fobana Convention
38th FOBANA CONVENTION
MARYLAND 2024
GOLDEN AGE
HOME CARE
PRESENTS
নৃত্যাঞ্জলী
ফোবানা কনভেনশন মেরিল্যান্ড
AUGUST 30TH, 31ST & 1ST SEPTEMBER 2024
VENUE: HOTEL HILTON GAITHERSBURG
620 Perry Parkway Gaithersburg, Md 20887
CONTACT FOR STALL AND SPONSOR:
Bablu : 929-393-4228 | Sarwar: 240-848-0111
Mamun : 202-527-5297
Shah Nawaz
Chairman
Fobana Stearing committee
Kazi Shakhawat Hossain Azam
Executive Secretary
Fobana Stearing committee
Jahangir Kabir Bablu
Convener
Kabirul Islam
Chief Advisor
Mohammad Sarwar Miah
Member Secretary
Media Partner:
asian tv
আজকাল
আনন্দ বিনোদন
Desi Events GO
HOST:
BANGLADESHI AMERICAN FOUNDATION INC.

সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক
JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC.
মইনুল-আসাদ
পরিষদের সকলকে আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
মইনুল ইসলাম
সভাপতি
আতাউল গণি আসাদ
সাধারণ সম্পাদক
শাহ্ মিজানুর রহমান
সহ-সভাপতি
(সিলেট)
মোঃ মনির উদ্দিন
সহ-সভাপতি
(সুনামগঞ্জ)
মিজানুর রহমান চৌধুরী
সহ-সভাপতি
(হবিগঞ্জ)
মোঃ এ খায়ের
সহ-সভাপতি
(মৌলভীবাজার)
হেলিম উদ্দিন
সহ-সাধারণ সম্পাদক
ময়নু জামান চৌধুরী
কোষাধ্যক্ষ
আব্দুল চৌধুরী (উমেল)
সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ শাহীনুল ইসলাম
সাদস্যিক সম্পাদক
মোঃ খলিলুর রহমান
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
লায়েছ আহমেদ
দপ্তর সম্পাদক
কামরুল হোসেন
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
আব্দুর রহিম (কাদের)
ক্রীড়া সম্পাদক
অধ্যক্ষ সিহাব উদ্দিন আহমেদ
আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক
তাসমিয়া চৌধুরী
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
জয়নাল উদ্দিন লায়েক
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
মোঃ বেলাল চৌধুরী
কার্যকরী সদস্য (সিলেট)
বদরুল উদ্দিন
কার্যকরী সদস্য (সিলেট)
মোঃ শাহীন কামালী
কার্যকরী সদস্য (সুনামগঞ্জ)
সৈয়দ এল মিয়া
কার্যকরী সদস্য (সুনামগঞ্জ)
জামাল হোসেন
কার্যকরী সদস্য (হবিগঞ্জ)
দেওয়ান মোতাচ্ছির
কার্যকরী সদস্য (হবিগঞ্জ)
মোঃ মাসুক মিয়া
কার্যকরী সদস্য
(মৌলভীবাজার)
মোঃ নাসির উদ্দিন
কার্যকরী সদস্য
(মৌলভীবাজার)
প্রচারেঃ সর্বস্তরের জালালাবাদ বাসী

শেখ মুজিব কেন সকলের জাতির পিতা হতে পারেন নি

এ ঘটনা তার জন্য লজ্জার বিষয়। জোরজবরদস্তি করে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখতে গিয়ে নিজেই ধ্বংস হলেন। সাথে সাথে দল এবং জাতির জনককে কালিমা লিপ্ত করলেন। গন অভ্যুত্থানের পর সারা দেশে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অনুপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল ,ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের বাড়ি , মুক্তিযোদ্ধা যাদুঘর ,শিল্পী জয়নুল আবেদীনের মূর্তি , সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমন ঘটেছে। এগুলো বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। দেশে ঘাপটি মেরে থাকা স্বাধীনতা বিরোধী ও কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারীদের কাজ। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মানুষের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। হাসিনা দেশের প্রগতিশীল দলগুলোকে চরম হতাশায় নিমজ্জিত করলেন। একটি দল ও নেতৃত্বের ভুলের খেসারত অনেক দিন পর্যন্ত দিতে হবে। ক্ষমা করো হে জাতিরর পিতা ,আমাদের ভুলের কারণে সমগ্র জাতি এখনও তোমাকে যোগ্য মর্যাদা দিতে পারেনি

শাহাব উদ্দীন

ভারতীয় উপমহাদেশে আওয়ামী লীগ একটা প্রচীণতম রাজনৈতিক দল। এই সংগঠনের ৭৫ বছরের ধারবাহিক ইতিহাস রয়েছে। ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বরে নবাব স্যার সলিমুল্লাহের নেতৃত্বে গঠিত 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' থেকে ১৯৪৯ সালের ২৩ শে জুন মাওলানা ভাসানী, শামসুল হক, আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিব, খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়। পরবর্তীতে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ একটি ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসাবে এদেশের মানুষের দাবি দাওয়া আদায়ের সংগ্রাম সংগঠিত করতে থাকে।

ছাত্র রাজনীতি শেষে এই দলের হাত ধরেই শেখ মুজিবের জাতীয় রাজনীতির হাতে খড়ি। তার মতো ত্যাগী সংগ্রামী ও আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা সফল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এই উপমহাদেশে খুব কম। যার হাতের ইশারায় পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি বাঙালী উঠতো, বসতো। এমনকি জীবন দিতেও দ্বিধা করতো না। তার বক্তৃতা মানুষ মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে শুনতো। তার ৭ মার্চের ভাষণ আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত। তাকে নিয়ে যে কত শত সহস্র গান কবিতা, গল্প ,নাটিকা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখা হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই । আজও অসংখ্য কালজয়ী গান 'মুজিব বাইয়া যাও রে' 'শোন একটি মুজিবুরের থেকে লক্ষ মুজিবুরের কন্ঠস্বরের ধ্বনি' ইত্যাদি সবুজ ছড়িয়ে রয়েছে। আবার ৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট তাকে সপরিবারে হত্যার পর মানুষের প্রাণের আকুতি ভরা কন্ঠে ভেসে ওঠে 'যদি রাত পোহালে শোনা যেত বঙ্গবন্ধু মরে নাই'। এই ধরনের অজস্র সংগীত মানুষের মনের মনিকোঠায় স্থান করে নিয়েছে। বাংলাদেশ, দেশের স্বাধীনতা এবং শেখ মুজিবের নাম এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে একটার নাম নিলে অন্য নাম সহজেই চলে আসে। এ অর্জন একদিনে হয়নি। যা ছিল দীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলনের ফসল। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে হয়েছে। বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান নেতা হিসাবে বঙ্গবন্ধুকে স্বীকার করতেই হবে। সমুদ্রের মতো বিশাল হৃদয়ের অধিকারী বঙ্গবন্ধু বাঙালী জাতি ও বাংলাদেশকে তীব্র ভালোবাসতেন। পাকিস্তানের কারাগারে নির্যাতন এমনকি ফাঁসির ভয়ও তাকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। চরম ধৈর্য্য ও সাহস দিয়ে সবই জয় করেছেন।

আওয়ামী লীগ সংগঠনের দীর্ঘ সংগ্রাম আন্দোলন ও ত্যাগের বিনিময়েই শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে ঊনসত্তরের গন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মুক্তি পান। কারাগার থেকে মুক্ত করে লক্ষ জনতার পক্ষ থেকে, বঙ্গবন্ধু, উপাধি দেওয়া হয়। এর পর থেকে তাকে আর পিছনে তাকাতে হয়নি। সত্তরের নির্বাচনে পাকিস্তানের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে জয়লাভ করেও পাকিস্তানীরা শান্তিপূর্ণভাবে তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে নাই । ২৫ মার্চ কালো রাত্রিতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। নিরীহ বাঙালীর উপর হানাদার বাহিনী নির্বিচার গনহত্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে । বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকেই স্বাধীনতার রূপরেখা ধরে সমস্ত জাতি বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী সরকারের পরিচালনায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগান দিয়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বুলেটের সামনে মানুষ জীবন দিয়েছে। তার অনুপস্থিতিতে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং দুই লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে ১৬ইডিসেম্বর দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে স্বাধীনতার পর মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনে শেখ মুজিবের নাম এক বিতর্ক ইতিহাসের নাম হয়ে যায় । এত প্রবন্ধ ,গল্প কাহিনী ,গান ,ভালোবাসার বিপরীতে তীক্ষ্ণ সমালোচনা ও তার প্রতি কিছু ঘৃণা জন্মে যায়। সদ্য স্বাধীন দেশ গঠনের পর তার মতো সততা নিয়ে মন্ত্রী পরিষদ এবং আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা কাজ করেননি। দেশের সর্বত্রই চুরি ডাকাতি হাইজ্যাক ,আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে। মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য ছিল আকাশ ছোঁয়া। ৭৪ সালে দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার মানুষ মারা যায় । আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা সদ্য প্রাপ্ত দেশ গঠনের পরিবর্তে লুটপাটে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যার খতিয়ান সে সময়ের মিডিয়ায় বের হতে থাকে । চরম হতাশা জনকভাবে বিভিন্ন সভায় বঙ্গবন্ধু এদের সমালোচনা করতে থাকেন। কিন্তু তিনি তাদের কঠোর হস্তে দমন করতে পারেননি। বঙ্গবন্ধু দেশ শাসনে ব্যর্থতার পরিচয় দেন। স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে থাকা একটি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে দাবি ছিল বিপ্লবী সরকার গঠনের। পুরনো আমলা দিয়ে দেশ পরিচালনা না করে মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে দেশের শাসন কার্য ও প্রশাসন ঢেলে সাজানোর। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সে কথায় কান না দিয়ে স্বাধীনতার আগের প্রশাসক আমলা দিয়ে স্বাধীনতার পরের বাংলাদেশকে চালাতে চাইলেন। যে কারণে দেশের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিগন মুক্তিযোদ্ধাদের মতো ত্যাগী না হওয়ার কারণে সুবিধাবাদি, ঘুষখোর দুর্নীতিবাজ আমলাদের হাতেই রয়ে যায় দেশের চাবিকাঠি। তখন থেকেই নানাভাবে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার পাঁয়তারা শুরু হয়। সিরাজ শিকদার হত্যা, জাসদের ত্রিশ হাজার নেতাকর্মী হত্যার অভিযোগ ওঠে, গণতন্ত্রের মানসপুত্র বঙ্গবন্ধু সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করে 'বাকশালী' একদলীয় শাসন প্রবর্তন করেন। যার প্রতিবাদে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী সহ কয়েকজন এরপর ১৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতা বাড়ছে কেন

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতা এখন সম্ভবত স্মরণকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যে দেশ তাদের সীমান্ত খুলে, মানবিক সাহায্য দিয়ে বাংলাদেশিদের জীবন বাঁচিয়েছিল; অস্ত্র, ট্রেনিং ও সামরিক সাহায্য দিয়ে ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি যুদ্ধ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে এ দেশকে মুক্ত করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিল, আজ ৫৩ বছর পর কেন সে দেশের মানুষের মধ্যে ভারত বিরোধিতা এত প্রবল হয়ে উঠল দুই দেশের আগামী দিনের সম্পর্ক ও পররাষ্ট্রনীতির জন্য, সে উত্তর খোঁজার চেষ্টা জরুরি।

বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ মনে করে, বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলনে নয়; বরং সমসাময়িক ভারতের সরকারের সহযোগিতায় বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকার বিরোধী দল ও মত নিষ্ঠুরভাবে দমনের মাধ্যমে দীর্ঘ সময়, বিশেষ করে ২০১৪ সালের পর থেকে টিকে ছিল।

সাধারণের ভোটাধিকার ও মৌলিক মানবাধিকারের বিষয়গুলোকে পাশ কাটিয়ে কখনো ইসলামি ধর্মীয় মৌলবাদ রুখে দেওয়া, কখনো চীনের প্রভাব খর্ব করার কথা বলে ভারত সরকার শেখ হাসিনার হয়ে আন্তর্জাতিকভাবে একধরনের ব্যবস্থাপকের ভূমিকায় আবর্তিত হয়। যার জন্য ২০২১ সালে র‍্যাবের ওপর যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিষেধাজ্ঞা আরোপের আগপর্যন্ত শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারকে তেমন কোনো আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধের সম্মুখীন হতে হয়নি। যদিও অব্যাহতভাবে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, হেফাজতে ইসলাম ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো হত্যা, গুম, ও নির্যাতনের অভিযোগ করে আসছিল।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের স্টেট ডিপার্টমেন্টের এ সময়কালের বার্ষিক প্রতিবেদনগুলোতেও এসব অভিযোগের ও ঘটনার বিবরণ রয়েছে। ভারত সরকারের যাঁরা অব্যাহতভাবে শেখ হাসিনা সরকারকে সমর্থন জুগিয়েছেন, তাঁরা সেটি ভারতের জাতীয় স্বার্থে করেছেন না অন্য কোনোভাবে সুবিধাভোগী হয়ে করেছেন, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। বাস্তবে বাংলাদেশিরা প্রত্যক্ষ করেছে যে ইসলামি জুজুর ভয় দেখিয়ে শেখ হাসিনা প্রথমে তাদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করেছেন এবং পরে তাদের অভিভাবকের রূপ ধরে তাদের কাছ থেকে 'কওমি জননী' উপাধি নিয়েছেন।

শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদী কর্মকাণ্ডে অন্ধ সমর্থন ভারতের ব্যাপারে বাংলাদেশের মানুষকে আরও সন্দিহান ও ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় সমতার ভিত্তিতে বৈদেশিক সম্পর্ক কোনো অমূলক চাওয়া নয়। গণ-অভ্যুত্থানে বদলে যাওয়া বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে ভারতকে তার ভাবনা ও আচরণ বদলাতে হবে।

আবার বাংলাদেশে চীনের প্রভাব বেড়ে গেলে চীনের কাছ থেকে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতের নিরাপত্তাঝুঁকির যে আশঙ্কার কথা বলা হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই যে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা যায়, তা হলো, শেখ হাসিনার ২০০৯-২০২৪ শাসনামলে বাংলাদেশে চীনের প্রভাব যতটা বেড়েছে, অতীতে এমনটা কখনোই ছিল না। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির আঞ্চলিক সুবিধাভোগী ভারত পশ্চিমাদের কাছে শেখ হাসিনাকে সমর্থনের মাধ্যমে চীনের প্রভাব কমানোর যে যুক্তি দিয়ে যাচ্ছিল, তা বাস্তবতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম, পররাষ্ট্র নীতির রীতিনীতি শিষ্টতা পাশে সরিয়ে ভারতের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী কেবল আওয়ামী লীগ দলের সঙ্গে ও স্বার্থে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে গেল, বাংলাদেশের সঙ্গে নয়। শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধ মত, দমননীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্ন উঠলে ভারত সরকার তাকে 'বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়' বলে এড়িয়ে যেত। স্বৈরাচারের প্রতি এই অন্ধ সমর্থন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মনকে বিষিয়ে তিতিবিরক্ত করে তুলেছে। সাবেক সাংবাদিক ও ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজের (সোয়াস) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক অভিনাশ পালিওয়াল তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'ইন্ডিয়া'স নিয়ার ইস্ট: আ নিউ হিস্ট্রি' বইয়ে উল্লেখ করেছেন, কীভাবে সামরিক হুমকি প্রদানের মাধ্যমে ২০০৯ সালে বিডিআর বিদ্রোহের সময় তদানীন্তন ভারত সরকার শেখ হাসিনাকে রক্ষা করেছিল। একই সঙ্গে শেখ হাসিনার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান এমনকি চীনকে বোঝাতেও ভারত সরকার দাবি করেছিল সে সময়।

নিজ দেশের ও জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে হলেও ভারতের সব আকাঙ্ক্ষা শেখ হাসিনা পূর্ণ করেছেন। ভারতের ভেতর দিয়ে ট্রানজিট না পেয়েও বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতকে ট্রানজিট দিয়েছেন, আদানি গ্রুপের সঙ্গে দেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি অলাভজনক বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি করেছেন, চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর স্থায়ী ভিত্তিতে ভারতকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

বিপরীতে বাংলাদেশের জনগণের ন্যায্য চাওয়াগুলো যেমন বিএসএফ কর্তৃক সীমান্ত হত্যা বন্ধ করা, তিস্তাসহ ৫৪টি নদীর পানিবণ্টন চুক্তি ও ন্যায্য হিস্যা দেওয়া, এসব বিষয় ১৪ বছর পরেও অমীমাংসিত থেকেছে। ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী ইস্যুতে হাসিনা সরকার ভারত সরকারের পাশে থাকলেও রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ায়নি ভারত। বাংলাদেশিদের উদ্বেগ উপেক্ষা করে সুন্দরবনকে মারাত্মক ঝুঁকিতে ফেলে তৈরি করা হলো পরিবেশবিনাশী রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র। সর্বশেষ গণ-অভ্যুত্থানে শেখ এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

শেখ হাসিনার ২০০৯-২০২৪ শাসনামলে অনেক হিন্দু মন্দিরে হামলা ও সম্পত্তি দখলের ঘটনায় ভারত সরকারকে এত উদ্বিগ্ন মনে হয়নি। তাই তাদের উদ্বেগের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। অর্থনীতির আকার, জনশক্তি, সামরিক শক্তি ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের ওপর ভর করে ভারত নিজেকে বিশ্বশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের আধিপত্যবাদী আচরণ তাকে বন্ধুহীন করেছে। শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদী কর্মকাণ্ডে অন্ধ সমর্থন ভারতের ব্যাপারে বাংলাদেশের মানুষকে আরও সন্দিহান ও ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় সমতার ভিত্তিতে বৈদেশিক সম্পর্ক কোনো অমূলক চাওয়া নয়। গণ-অভ্যুত্থানে বদলে যাওয়া বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে ভারতকে তার ভাবনা ও আচরণ বদলাতে হবে

সবার আগের দরকার গণমাধ্যমের সংস্কার

জসিম মল্লিক

আল জাজিরার অল প্রাইম মিনিস্টার্স ম্যান ডকুমেন্টারিটা আবার দেখলাম। এক ঘন্টার এই ডকুমেন্টারিটা এতো নিখুঁত, এতো নির্মোহ কল্পনাই করা যায় না। এটাই সাংবাদিকতা। ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার সাপ্তাহিক বিচিত্রা তথা দৈনিক বাংলা বন্ধ করে দেওয়ার পর থেকেই দেশে ইনভেস্টিগেটিভ সাংবাদিকতার অধঃপতন শুরু হয়। ঘটনার পিছনের ঘটনা ও ঘটনার গভীরে গিয়ে সত্য তুলে আনার মতো সাহসী সাংবাদিকতার মৃত্যু ঘটে। একটি প্রবল জনপ্রিয় পত্রিকা হুট করে বন্ধ করে দেওয়া ছিল সত্যি অকল্পনীয়। বিচিত্রা সময়ের চেয়ে এক ধাপএগিয়ে থাকত সবসময়। শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে বদলে দিয়েছিল বিচিত্রা। রবীন্দ্রনাথ যেমন মানব জাতিকে সবই দিয়ে গেছেন তেমনি বিচিত্রার মানুষকে আধুনিক হিসাবে গড়ে তোলার সব আয়োজন ছিল। আর এর মাস্টারমাইন্ড ছিলেন শাহাদত চৌধুরী। বিচিত্রা সর্বকালের সেরা সাপ্তাহিকী হয়ে থাকবে মানুষের কাছে। একমাত্র প্রথম আলো ছাড়া আর কোনো পত্রিকায় ইনভেস্টিগেটিভ সাংবাদিকতা খুব একটা চোখে পড়ে না। টেলিভিশনে তো নয়ই। বেশির ভাগ পত্রিকা আর টেলিভিশনের রয়েছে নিজস্ব এজেন্ডা আর কর্পোরেট স্বার্থ।

এখন আর সাংবাদিকতা কোনো মহান পেশা না। সাংবাদিকতার আদর্শ থেকে আমরা বিচ্যুত হয়ে গেছি। পুলিশকে মানুষ যে চোখে দেখে সাংবাদিকদের তার চেয়েও ভয়ঙ্কর মনে করে। পুলিশও সাংবাদিককে সমঝে চলে। পুলিশকে যেমন ঘুষ দিতে হয় তেমনি পুলিশেরও ঘুষ হয় সাংবাদিককে। দলীয় লেজুড় বৃত্তি, প্লট, ফ্ল্যাট, পুরস্কার, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস কনফারেন্সে হাত কচলানো, খ্যা খ্যা করেও হাসা আর বিদেশ ভ্রমণ সাংবাদিকদের কাজ হয়ে গেছে। অথচ মানুষ সংবাদপত্রের দিকে চেয়ে থাকে। মানুষ সত্য জানতে চায়। সত্য প্রকাশই সাংবাদিকের কাজ, সংবাদপত্রের কাজ। তা নাহলে এ পেশায় আসার দরকার কি! জমির দালালি করলেই হয়! যারা এখনও সততার সাথে কাজটি করছেন তাদের বহুমুখী প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তারা সব সময় এক ধরণের চাপের মধ্যে থাকেন। চাপ নিয়ে কাজ করাই সাংবাদিকের নিয়তি। আমার ৪০ বছরের সাংবাদিকতা জীবনে অনেক মহান সাংবাদিক দেখেছি যারা কখনও নীতি আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি।

এ বছর জাতীয় প্রেসক্লাবের নির্বাচনে সভাপতি আর সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে শুনেছি। ভোটের দিন প্রেসক্লাবে একটি মিডিয়া হাউজের অন্তত দুজন সম্পাদককে তাদের পছন্দের সভাপতি আর সম্পাদক প্রার্থীর জন্য লবিংকরতে দেখা গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে এত টাকা কোথা থেকে আসল? আমাকে একবার একজন অনলাইন পত্রিকার সম্পাদক বলেছিলেন, জসিম আমাকে জুস খাওয়াতে হলেও সোনারগাঁয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার স্ট্যান্ডার্ড এর নিচে না। অনেক সাংবাদিকের ছেলে-মেয়েরা আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় পড়ে। অনেকের ঢাকায় তিনটা-চারটা বাড়ি আছে বলেও শোনা যায়। নিজের আয়ের টাকায় হলে সমস্যা নাই। কিন্তু তারা কি আয়-ব্যয়ের হিসাব দেন? এই যে এত বড় একটা অভ্যুত্থান ঘটে গেলো কয়েকটি সাংবাদপত্র ও টিভি মিডিয়া অন্দোলনকে ভিন্নখাতে নেওয়ার সব ধরণের চেষ্টা করেছে। দালাল, রাজাকার, জঙ্গী বলেছে শিক্ষার্থীদের। বিগত বছরগুলোতে সাংবাদিকতা আরো ভয়াবহ হয়েছে। তাই সবার আগে দরকার গণমাধ্যমের সংস্কার। তা না হলে এই গণআন্দোলন, শত শত মানুষের যে জীবনদান বৃথা যাবে।

রাষ্ট্র সংস্কার বনাম ও অন্তর্বর্তীসরকার : আপরাধী যেই হোক সবার বিচার হতে হবে। বিচার হওয়া থেকে ছাড় পেলে আবার একই অপরাধ করবে। যত হত্যা, গুম, খুন, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ হয়েছে, হত্যাকারী এবং নির্দেশদাতাদের অবশ্যই বিচার করতে হবে। তা না হলে রাষ্ট্র সংস্কারের যে দাবী উঠেছে তা মুখ থুবড়ে পড়বে। আন্দোলন বৃথা যাবে। শত শত ছাত্র, শিশু-কিশোর, তরুণ, যুবার আত্মাহুতি বৃথা যাবে। সবার আগে ঘুষ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজী চিরতরে বন্ধ করতে হবে। এজন্য কঠিন আইন করতে হবে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি আর অনিয়ম। ঘুষ ছাড়া কোনো কাজ করা যায় না কোথাও। যারা ব্যাংকের টাকা মেরেছে, টাকা পাচার করেছে, ঋণ খেলাপী তাদের কাছে টাকা আদায় করে জেলে পুরতে হবে। যারা অবৈধ সম্পদ বানিয়েছে, যারা মানুষ ঠকিয়েছে তাদেও খুঁজে বের করে শাস্তি দিতে হবে। রাষ্ট্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠান ঢেলে সাজাতে হবে। নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, সচিবালয়, পুলিশ বাহিনী, বিচার বিভাগ, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন, স্বাস্থ্য খাত, বাংলাদেশ বিমান, ওয়াসা, তিতাস গ্যাস, পাসপোর্ট অফিস, এনআইডি, বিভিন্ন দেশে দূতাবাসসমূহ স্থানীয় সরকার, বিদ্যুৎবিভাগ, সিটিকর্পোরেশন, রাজউক, ব্যাংকবীমাসহসকলআর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাব্যবস্থা, বাংলাদেশ বেতার, টেলিভিশন, বাংলাএকাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি সহ সর্বত্র সংস্কার দরকার। রাজনৈতিক দলগুলোরও সংস্কার দরকার, গণতন্ত্র দরকার। প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহম্মদ ইউনূসের একজন মাহাথির হওয়ার, একজন লিকুনিও বা আতাতুর্ক হওয়ার সুযোগ এসেছে। আগে সংস্কার তারপর নির্বাচন।

ক্ষমতার দাপট! : রীয়াল এস্টেট এন্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ বা রিহ্যাবের কথা অনেকেই জানেন। জানিনা এখনও বর্তমান কমিটির লোকজন বহাল আছে, নাকি পালিয়েছে! এই প্রথম দেখলাম একটা সরকারের পতনের সাথে সাথে সরকারি প্রতিষ্ঠানের মূল লোকরা প্রায় প্রত্যেকে হয় পালিয়েছে না হয় পদত্যাগ করেছে অথবা তাদেও বরখাস্ত করা হচ্ছে।

এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

কানাডায় খ্রিস্টার স্টান্ডার্ড বৃদ্ধাশ্রম আছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াএটা সম্ভব না। এজন্য দেশের সম্পদশালীরাও এগিয়ে আসতে পারেন। আমাদের দেশের ধনাঢ্য শ্রেনী একদমই চ্যারিটি করতে জানেন না। এই কালচারই গড়ে ওঠেনি। বরং গরীবের সম্পদ লুন্ঠন করেন। বিল গেঁস বা ওয়ারেন বাফেটরা তাদের সম্পদেও অনেকটাই চ্যারিটি করেন। আমাদের দেশের সম্পদশালীরা এদের থেকে অনুপ্রাণিত হতে পারেন। সরকার বা ধনী ব্যাক্তিদের মানবিক হতে হবে। তাহলেই দেশজুড়ে এরকম একটি বৃদ্ধাশ্রমের কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব। জানি কাজটা এত সহজ হবে না, কিন্তু আমি আবেদন রেখে গেলাম। একদিন আমরা সবাই বৃদ্ধ হবো। ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এমনটি করা উচিত

বিপ্লবী প্রজন্ম ও একটি অভ্যুত্থান

ড. ইলিয়াছ প্রামানিক

তাদের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো দেশকে নতুন করে গড়ে তোলা। গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ থেকে প্রতীয়মান হয়, একটি নতুন পৃথিবী এবং নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারা বিশেষ ভূমিকা পালন করবে এবং আমরা আশাবাদী, জেন জেড আমাদের এক নতুন বাংলাদেশের দিকে নিয়ে যাবে। এ প্রজন্মের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন দেশের নতুন ইতিহাস রচনার ইঙ্গিত দেয়। তারা শুধু পরিবর্তনের স্বপ্নই দেখে না, বরং তা বাস্তবায়নের ক্ষমতাও রাখে। বাংলাদেশের জেন জেড প্রজন্মের হাত ধরে একটি নতুন সূচনা আসন্ন, যা আমাদের একটি প্রগতিশীল, সমতাভিত্তিক সমাজের দিকে এগিয়ে নেবে। তাদের নেতৃত্বে আমরা দেখতে পাব একটি নতুন বাংলাদেশ, যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত থাকবে

স্বাধীন বাংলাদেশের গর্বিত উত্তরসূরি তিনটি প্রজন্ম : জেনারেশন এক্স, জেনারেশন ওয়াই এবং জেনারেশন জেড। এ তিনটি প্রজন্মই স্বাধীনতার সুফল ভোগ করেছে, যদিও তাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। 'জেনারেশন এক্স', যারা ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে, তারা শিশুকাল থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলেছে।

অন্যদিকে, জেনারেশন ওয়াই ও জেনারেশন জেড পরবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করে, যখন বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়গুলো পার করে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। এ তিনটি প্রজন্মের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতা স্পষ্ট এবং তাদের চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে এ প্রজন্মগুলোর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ জাতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। এ নিবন্ধে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মূলত এই তিনটি প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব।

বর্তমানে জেনারেশন এক্সের বয়স ৪৪ থেকে ৫৭ বছরের মধ্যে এবং এই প্রজন্মের সদস্যরা সবাই কর্মজীবী ও কর্মক্ষম। তারা এখন অভিভাবক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত, যারা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এ প্রজন্মের মানুষ তাদের শৈশব ও কৈশোর কাটিয়েছেন একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের সময় এবং সামরিক শাসনের মধ্যে। জেনারেশন এক্সের অভিভাবকরা, যারা বুমারস নামে পরিচিত, স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম ছিলেন। তারা পরাধীনতার শৃঙ্খল কতটা কঠিন, তা গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন, এবং সেই উপলব্ধি থেকেই তারা এদেশকে স্বাধীন করে বিশ্বমানচিত্রে 'বাংলাদেশ' নামে একটি স্বাধীন দেশের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বুমারস প্রজন্মের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তাদের বিপ্লবী ও স্বাপ্নিক মনোভাব। এ বিপ্লবী বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের নেতৃত্ব ও সংগ্রামের ফলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের অধিকাংশ ইতিহাস ও অর্জন সম্ভব হয়েছে।

জেনারেশন এক্স একটি বিশেষ প্রজন্ম হিসাবে চিহ্নিত, যারা বিভিন্ন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন। তাদের জীবনকালজুড়ে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রগুলোয় ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে প্রযুক্তিগত অভিযোজন (Technology Adaptation) এ প্রজন্মের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ ছিল। এ সময়কালেই প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, যা তাদের জীবনধারার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। জেনারেশন এক্সের সদস্যরা তাদের জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে খাতা ও কলমের ব্যবহার করে কাজ সম্পাদন করলেও বর্তমানে তারা পেপারলেস ও ক্যাশলেস পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। অর্থাৎ, তারা একসময়ের সাধারণ কাগজ-কলমের মাধ্যমে কাজ করার পদ্ধতি থেকে শুরু করে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজ করার পরিবর্তনকে গ্রহণ করেছে।

ইন্টারনেটহীন সমাজে যাত্রা শুরু করে আজ তারা সামাজিক যোগাযোগের এক স্বর্ণযুগ পাড়ি দিচ্ছে। খাতা-কলমে চিঠি লেখার মাধ্যমে যোগাযোগ শুরু করে আজ ভিডিও কলের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করছে। এর ফলে এ প্রজন্মের সামনে প্রযুক্তিগত অভিযোজন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা তাদের জীবনকে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করতে বাধ্য করেছে। এভাবে জেনারেশন এক্সের জীবনযাত্রা প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর এক বিশেষ অধ্যায়ের প্রতিফলন ঘটায়, যেখানে তারা অতীতের প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর পরিবর্তে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পদ্ধতিগুলোর সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে এবং সেই সঙ্গে বৈশ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করেছে। একাডেমিক গবেষণা বলছে, এ প্রজন্ম যেন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের বর্ণময় ক্যানভাসের সাক্ষী। বাংলাদেশে তারা রাজনৈতিক ও সামাজিক পালাবদলের এক দীর্ঘ যাত্রার নায়ক। বঙ্গবন্ধুর শাসন, তার আদর্শের উজ্জ্বল আলো; জিয়াউর রহমানের শাসন, তার ধারণার কৃত্রিম ঝলক; এবং এরশাদের শাসন, তার অদ্ভুত এক স্বাদ-সবই এ প্রজন্মের চোখের সামনে ঘটে গেছে। যদিও প্রতিটি শাসনামলে আদর্শিক বিচ্যুতি ঘটেছে, তবুও ১৯৭১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এ তিনটি দলের নেতৃত্বেই দেশ পরিচালিত হতে হয়েছে। এ প্রজন্ম, যাদের কৈশোর ও যৌবনকাল এ পরিবর্তনের মাঝে কেটে গেছে, তারাই সবচেয়ে সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারবে কোন শাসনামল কেমন ছিল এবং কোন আদর্শের কী মাধুর্য ও ত্রুটি। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, এ ধরনের পরিবর্তনের প্রভাবে এ প্রজন্মের ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনে অসন্তুষ্টি ও বিবাহবিচ্ছেদের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

জেনারেশন ওয়াই, যা মিলেনিয়ালস নামে পরিচিত, তাদের জন্ম ১৯৮০ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে, বর্তমানে বয়স ২৯ থেকে ৪৪ বছরের সীমায় বাঁধা। গবেষণা বলছে, এ প্রজন্মের হৃদয়ে ভোগবাদিতার মোহ, বাস্তবিকতার দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইতিবাচকতার আলো মিশে আছে। পরিবর্তনের আঙিনায় তারা হাঁটে কিন্তু বাঁধা পথের বাইরে পা বাড়াতে চায় না। এ প্রজন্মের জনসাধারণ মূলত একটা প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে থেকে পরিবর্তনে বিশ্বাস করে। যদি আমরা এ প্রজন্মের বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করি, তাহলে তা একাডেমিক গবেষণার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এ প্রজন্ম আগের প্রজন্মের রাজনৈতিক কাঠামোতেই নিজেদের নতুনভাবে সাজানোর চেষ্টা করেছে। এ প্রজন্ম তাদের কৈশর ও যৌবনকালে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দ্বিতীয় সংস্করণের শাসনামল

এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

বাংলা ট্রাভেলস ওমরাহ হজ্ব কাফেলা

ওমরাহ প্যাকেজ

আমরা IATA সদস্য | আমরা ARC সদস্য

পবিত্র মক্কায় তাওয়াফ করার পূর্ব মুহূর্তে

পবিত্র মক্কায় তাওয়াফরত অবস্থায়

দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন

সামার সেল চলছে

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন

DELTA AIR LINES | American Airlines | Biman Bangladesh Airlines | Saudia | Kuwait Airways | Etihad Airways | Emirates | Qatar Airways

প্যাকেজ বিবরণ

বিমান ভাড়া ও হোটেল।
ভিসা, মোয়াল্লেম।
জেদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে পিকআপ এবং ড্রপ।
মক্কা ও মদিনায় জিয়ারা।
মক্কা ও মদিনায় যাতায়াত।
৫/৩ ষ্টার হোটেল।

★ আমরা ১০ মিনিটে সৌদি ভিসা প্রসেস করি
★ ১২ ঘন্টায় ওমরাহ ভিসা প্রসেস করি

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO

আমাদের কাছে পাবেন গ্রুপ ওমরাহ প্যাকেজ, একক ওমরাহ প্যাকেজ ও কাষ্টম প্যাকেজ

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 10AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

KARNAFULLY
TRAVEL INC.
(Approved Travel Agent)

IATA arc
Approved

কর্ণফুলি ট্রাভেল

আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত
উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা – রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

কথাগুলো ব্যক্তিগত, কিংবা তার চেয়েও বেশি কিছু

৫ পৃষ্ঠার পর

হত্যালীলা তাকে মনে হয় প্রতিহিংসার উন্মত্ততা। যেন মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিলো। যেন বাংলাদেশের নাগরিকদের একাংশ তাঁদের কাছে হয়ে উঠেছিলো ভিন-দেশী শত্রু। যুদ্ধেরও নিয়মকানুন থাকে, কিন্তু ভালো করে তাকিয়ে দেখুন ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত যে যুদ্ধ, যে ম্যাসাকার, যে কার্নেজ তার কোনো নিয়ম নেই।

শেখ হাসিনার অনুসারীরা, যারা ব্যক্তি পুজায় এতটাই নিবেদিত ছিলেন/আছেন তাঁরা কি আদপে তাঁদের আরাধ্য নেত্রীর আদলে নিজেদের গড়ে তুলেছিলেন/তুলেছেন। শেখ হাসিনা যে তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে একধরণের ঘাতকে পরিণত করতে পেরেছিলেন তা কি শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত প্রতিহিংসারই অংশ? যে 'অকৃতজ্ঞ জাতি' তাঁর পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর নিরব থেকেছিলো তাঁদের প্রতি তাঁর যে ভিনডেটা (বিরক্তি, ঘৃণা) সেটাই কি তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদের কিলিং এক্সিকিউশনারে পরিণত করেছে? অন্যের ক্ষেত্রে তার উত্তর হয়তো আছে, হয়তো নেই; কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে জানি এই অন্যায়গুলোর যে ট্রমা তা এই জাতিকে কতদিন বইতে হবে? জানি যারা এখনও কিলিং এক্সিকিউশনার হয়ে আছেন তাঁরা কি আদৌ বুঝতে পারছেন তাঁরা কোথায় আছেন?

লেখক: যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর।

শেখ মুজিব কেন সকলের জাতির পিতা হতে পারেন নি

১১ পৃষ্ঠার পর

সাংবাদ পদত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। বহু সংগ্রাম ও আন্দোলনের নায়ক মুজিব তখন স্বৈরশাসকের রূপ ধারণ করেন। তখন তার অতীত ইতিহাস অনেকটা প্রশ্নবিদ্ধ ও ম্লান হয়ে যায়। সে কারণেই এত বড় মহান নেতার অনাকাঙ্ক্ষিত সপরিবারে করুণ মৃত্যুতে জাতি শোকগ্রস্ত হয়নি।

পৃথিবীর ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর মতো বড়ো মাপের অনেক নেতাদের বিভিন্ন ভাবে ইতিহাসে স্থান হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই নিজ নিজ দেশে তাদের মূল্যায়ন করেছে। যুগ যুগ পরেও তাদের উপর গবেষণা ও লেখালেখির মাধ্যমে শুধু নিজ দেশে নয় সারা বিশ্বের উচ্চ আসনে তারা সমাদৃত। যেমন চীনের বিপ্লবী নেতা মাও সে তুং। রুশ বিপ্লবের নেতা লেনিন সহ বিভিন্ন মতবাদে উপর প্রতিনিয়ত গবেষণার কাজ চলছে । এমনকি যারা তাদের মার্কসবাদী মতবাদে বিশ্বাসী নয় ,চরম বিরোধী সেই সব পুঁজিবাদি দেশেও তাদের তত্ত্ব ,মতবাদের উপর বেশি বেশি চর্চা হচ্ছে। ঠিক একইভাবে ভারতের অবিসংবাদিত নেতা গান্ধীকে নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গবেষণা চলছে। এমনকি পাকিস্তানে সব সময় রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকলেও তাদের জাতির পিতা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। বরণীয় ব্যক্তিরা ইতিহাসে স্থান করে অনিশ্চিত প্রজন্মের কাছে পূজনীয় হয়ে থাকছেন।

ইতিহাস রচনার জন্য গবেষনা ও লেখালেখির ক্ষেত্রে কোন দেশে কাউকে সাইবার সিকিউরিটি অথবা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলার সম্মুখীন হতে হয় না। আমাদের দেশে ইতিহাস গবেষনা, লেখালেখি, মুক্ত চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা না দেওয়া একটি প্রধান সমস্যা । ইতিহাসে যার যেটা প্রাপ্য আমারা দিতে নারাজ । যারাই ক্ষমতায় যান তারা তাদের মতো করে অনুগতদের দিয়ে মনগড়া ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেন। যে কারণে সে সব ইতিহাস সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায় না। সেজন্য স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরও আমরা এক জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছি । এই সমস্যার সমাধান হলে দেশ ও জাতি একত্রিত হয়ে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে।

বঙ্গবন্ধুর আমল হোক অথবা শেখ হাসিনার দীর্ঘ একদলীয় শাসন আমল হোক সবসময় আমলাতন্ত্রের আইন শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ থেকে সরকার পরিচালনা করা হয়েছে। বিশেষ করে বিগত পনেরো বছরের শাসন আমলে বিপুল টাকা খরচ করে বড়ো বড়ো ছবি টানিয়ে অনুষ্ঠান হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সিলেবাসে শেখ মুজিবুর রহমানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তার নামে টানেল,ব্রীজ , হাসপাতাল , বিশ্ববিদ্যালয় ,স্কুল ,কলেজ ,মাদ্রাসা মসজিদ , বিভিন্ন জায়গায় কর্নার ,চেয়ার ইত্যাদি করা হয়েছে। দেশের সকল ছোট বড়ো স্থাপনা ইতিমধ্যে তার পরিবারের সদস্যের নামে নামকরণ করা হয়েছে। যা দেশের মানুষের কাছে ছিল খুবই বিরক্তিকর। একটা পরিবার ছাড়া মুক্তিযুদ্ধে এদেশের আর কোন মানুষের কি অবদান নাই? এইসব অতি বাড়াবাড়ি করে জনতার মুজিবকে দেবতায় পরিণত করে মানুষের হৃদয় থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে । এ কাজে সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করেছে চাটুকার ও দুর্নীতিবাজ আমলা আর একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী। এদের সঙ্গে থেকেছে দলের সিংহভাগ তোষামোদকারী দলের নেতা কর্মীরা। সত্য বস্তুনিষ্ঠ গবেষনামূলক লেখালেখি এমনকি সত্য কথা বলারও অধিকার ছিল না। যিনিই এগুলি করতেন তাকেই রাজাকার, দেশদ্রোহী বা স্বাধীনতা বিরোধী তকমা দিয়ে দেয়া হোত। তাদেরও ভাগ্যে নেমে আসত গুম ,খুন বা আয়নাঘরের নির্যাতন।

এই সব কারণেই শোকাবহ আগস্ট মাসের পাঁচ তারিখে দেশের প্রাচীনতম দল আওয়ামী লীগ এবং বঙ্গবন্ধুর কন্যা জনরোষের কবলে পড়ে। হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। এ ঘটনা তার জন্য লজ্জার বিষয়। জোরজবরদস্তি করে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখতে গিয়ে নিজেই ধ্বংস হলেন। সাথে সাথে দল এবং জাতির জনককে কালিমা লিপ্ত করলেন। গন অভ্যুত্থানের পর সারা দেশে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অনুপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল ,ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের বাড়ি , মুক্তিযোদ্ধা যাদুঘর ,শিল্পী জয়নুল আবেদীনের মূর্তি , সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমন ঘটেছে। এগুলো বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। দেশে ঘাপটি মেরে থাকা স্বাধীনতা বিরোধী ও কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারীদের কাজ। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মানুষের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। হাসিনা দেশের প্রগতিশীল দলগুলোকে চরম হতাশায় নিমজ্জিত করলেন। একটি দল ও নেতৃত্বের ভুলের খেসারত অনেক দিন পর্যন্ত দিতে হবে। ক্ষমা করো হে জাতির পিতা ,আমাদের ভুলের কারণে সমগ্র জাতি এখনও তোমাকে যোগ্য মর্যাদা দিতে পারেনি।

লেখক : রাজনৈতিক বিশ্লেষক, কলামিস্ট, নিউইয়র্ক।

সরকার ও জনগণের মাঝের প্রাচীরটি ভাঙবে কারা

৩ পৃষ্ঠার পর

গণ-আন্দোলনের নেতাদের নেতৃত্ব ছাড়া নতুন বাংলাদেশ জন্ম নেবে না। ইতিহাসে যেসব দেশে গণ-অভ্যুত্থান বা গণযুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতার বদল ঘটেছে, সেই সব দেশে বিপ্লবী শক্তিকে এটাই করতে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বেহাত হওয়ার পেছনে মুক্তিযোদ্ধাদের দেশ গঠনে ভূমিকা রাখতে না দেওয়াটাই বড় কারণ। ৬৫০-এর বেশি শহীদ আর ৩৩ হাজারের বেশি আহতের বিনিময়ে ২৪-এর ছাত্র-গণ-অভ্যুত্থান, সরকার ও জনগণের মাঝের প্রাচীরটি ভাঙতে এবারও ব্যর্থ হবে?

লেখক: লেখক ও সংগঠক।

ক্ষমতার অংশীদার এবার বিএনপি-জামায়াতের সাথে হেফাজতও

৭ পৃষ্ঠার পর

বিএনপি-জামায়াতের মানবতাবিরোধী অপরাধ ও তাণ্ডবের ইতিহাস।

শুধু কি তাই, দুর্নীতিতে দেশ পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সরকারের পাশাপাশি সরকার (হাওয়া ভবন) গঠন করে তারেক রহমান লুটের রাজত্ব কায়েম করেছিল। দুই ভাই দেশটাকে দুর্বৃত্তায়নের অভয়ারণ্যে পরিণত করেছিল। তারাই আজ দেশে গণতন্ত্র ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার কথা বলছে। ক্ষমতায় বসার স্বপ্ন দেখছে। আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্নজনকে খুনের অভিযোগে আসামী করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার পাঁয়তারা চলছে। অথচ ২০০১ সাল থেকে পাঁচ সাল পর্যন্ত তারা কত খুন করেছিল তার হিসেব কত? এডভোকেট আলী ইমাম, সাংবাদিক বালু, অর্থমন্ত্রী কিবরিয়াকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হয়। মুমূর্ষ কিবরিয়া সাহেবকে ঢাকায় আনার জন্য হবিগঞ্জ থেকে একটি হেলিকপ্টার পাঠানোর জন্য খালেদা জিয়াকে অনুরোধ করা হয়েছিল। অনুরোধ রক্ষা করা হয়নি। দীর্ঘ রাস্তায় পথিমধ্যে রক্তক্ষরণের কারণে তার মৃত্যু হয়। এটাইতো ছিল খালেদা জিয়া ও বিএনপি-জামায়াতের সেদিনের ভূমিকা।

ক্ষমতাচ্যুতির পর বিচারপতি শাহাবউদ্দিনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত টিম ২০ হাজার খুন-হত্যা-ধর্ষণ ও নির্যাতনের ঘটনা তুলে এনেছিল। জাতির দুর্ভাগ্য আওয়ামী লীগ সরকার একটি ঘটনারও বিচার করলো না। সেই বিচার না করার প্রতিফল আজ তারাই ভোগ করছে। সমগ্র জাতিকে ভোগ করতে হচ্ছে।

প্রশ্ন ও দাবি তোলা হচ্ছে গণহত্যা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে শেখ হাসিনার বিচার আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে করার এবং আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণার। কে কাকে কিভাবে কতজনকে হত্যা করেছে বা করা হয়েছে তদন্ত ও প্রশ্ন সাপেক্ষ ব্যাপার। ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে অনেক কিছুই হয়তো করা যায়। কিন্তু বিএনপি-জামাতের দুর্নীতি, খুন, হত্যা ও হত্যা প্রচেষ্টার সংখ্যা ও পরিমাপ আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগের চেয়ে কি কম? বরং অনেক অনেক গুণ বেশি বললেও বোধকরি অত্যুক্তি হবে না। ১৭ বার শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। টুঙ্গিপাড়ায় সভামঞ্চের কাছে বোমা পুতে রাখা হয়েছে হত্যার উদ্দেশ্যে। চট্টগ্রামে মিছিলের ওপর আক্রমণে ২১জন সহকর্মীকে জীবন দিয়ে তাদের নেত্রীকে রক্ষা করেছে। বটমূলে ছায়ানটের অনুষ্ঠানে, পল্টনে সিপিবির জনসভায়, ময়মনসিংহ সিনেমা হলে বোমা হামলা হয়েছে। যশোরে উদীচীর সম্মেলনে বোমা হামলায় ১২জন শিল্পী কর্মী ঘটনাস্থলে মারা গেছেন। একশো জনের ওপরে গুরুতর আহত হন, তার মধ্যে ৫০জনের ওপরে কারোর হাত, কারোর পা উড়ে গেছে। জীবনের মতো পঙ্গু হয়ে গেছেন। মামলার প্রধান আসামী ছিল বিএনপির নেতা তরিকুল ইসলাম। আজও বিচার হয়নি।

২০০৪ সালে আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য করার জন্য শেখ হাসিনা সহ শীর্ষ নেতাদের হত্যা করতে ডিজি এফ আই, পুলিশ সহ রাষ্ট্রের সমস্ত প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে পল্টনে আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলা করা হয়। ভাগ্যক্রমে শেখ হাসিনা বেঁচে গেলেও মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আই ভি রহমান সহ ২৪ জন নেতাকর্মী ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহত হন প্রায় পাঁচশোর ওপরে।

আক্রমণের পর ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে জজ মিয়া নাটক সাজানো হয়। উচিত ছিল বেগম খালেদা জিয়াকে হুকুমের আসামী করে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে দ্রুত বিচার সম্পন্ন করা। কিন্তু শেখ হাসিনা তা না করে বিচার হয়েছে সাধারণ আদালতে। উচিত ছিল বিএনপি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। তা-ও করা হয়নি। বিএনপি ভুলে গেছে তাদের অপকর্ম। আজ যারা বিএনপি'র নেতা বা নেতৃত্বে আছেন তাদের কেউই এসব অপরাধ থেকে মুক্ত নন।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস আজ আমাদেরকে, সমগ্র জাতিকে বার বার পাল্টাপাল্টি এইসব ইতিহাসের শিকার হতে হচ্ছে। দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে দীর্ঘদিন থেকে এই দুই শক্তির আধিপত্য চলে আসছে। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি পালাক্রমে দেশ শাসন করছে। কখনো জামায়াত বিএনপির সঙ্গী হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে জনগণ কখনও আওয়ামী লীগ সরকারের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে বিএনপিকে আলিঙ্গন করেছে, আবার বিএনপি সরকারের ওপর ক্ষেপে আওয়ামী লীগকে সমর্থন জানিয়েছে। এভাবে দুই'র মধ্যেই ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে। যদিও গত তিন মেয়াদে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এবার আবার বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় আসছে। বলা চলে ক্ষমতাতেই তারা আছে, যদিও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নামে একটি সরকার কাজ করছে।

বিএনপি-জামাতের অতীত ইতিহাস বিবেচনায় নিলে তাদের ওপর আস্থা রাখার কারণ দেখি না। জনগণের প্রত্যাশার পরিপূরক মনে করার বা বিশ্বাস করার অবস্থানও তৈরি হয়নি। যুদ্ধাপরাধী জামায়াত ও বিএনপি একে অপরের পরিপূরক। তার চেয়ে বড় কথা, যখন আওয়ামী লীগের বিপরীতে বিএনপির কথা আসা হয়, তখন সামনে ভেসে ওঠে হাওয়া ভবনের স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, ১০ ট্রাক অস্ত্র, ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলা, খুন-হত্যা-সন্ত্রাস ইত্যাদি ঘটনা। এ পরিস্থিতিতে জনগণ চরম কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

লেখক : রাজনৈতিক বিশ্লেষক, কলামিস্ট, নিউইয়র্ক।

SmartTech
IT Solutions Inc.

We built your dream job in (IT)

স্বপ্নের আমেরিকায় আই টি (IT) তে ক্যারিয়ার গড়তে Smart Tech এর সাথে যুক্ত থাকুন

salesforce

Learn Salesforce Without Coding

BECOME salesforce CERTIFIED ADMINISTRATOR & GET JOB WORLDWIDE

- Configuration & Setup
- Sales & Marketing Applications
- Data & Analysis Management
- Workflow & Process Automation

SALESFORCE ADMINISTRATOR

Earn Yearly : 80K - 120K

Learn QA Test Engineer

SDET
MANUAL &
AUTOMATION QA
JAVA
Selenium
SQL
API Testing...

আমাদের সেবা সমূহঃ
- সহজ ভাবে পড়ানো হয়
- রিজুমি প্রস্তুতি
- ইন্টারভিউ সাপোর্ট
- আফটার জব সাপোর্ট
- ইনপারসন এবং অনলাইন ক্লাস

Ph: (917) 293-5724
Email: smarttechemployee@gmail.com
www.smarttechitsolution.com
37-21 75 Street (3rd Floor) Jackson Heights, NY 11372

হোমিও চিকিৎসা
জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়

ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন
347-596-3111, 347-485-8020
জ্যাকসন হাইট্স অফিসঃ (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইট্স, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিসঃ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনালস্ এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of
FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE | L1A VISA | E2 VISA | POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

মেনোপজ নারীত্বের নতুন অধ্যায়

ডা. নাজমা আক্তার

কমপক্ষে এক বছর নারীদের মাসিকের রক্তস্রাব বা মেনোস্ট্রেশন বন্ধ থাকার পরবর্তী সময়কে মেনোপজ বলা হয়। এটি হতে পারে ৪৫ থেকে ৫২ বছরের মধ্যে যে কোনো সময়। কারও কারও ক্ষেত্রে এক-দুই বছর আগে বা পরেও হতে পারে। তবে গড়পড়তায় ৫১ বছরের মধ্যেই বেশির ভাগ নারীর মেনোপজ হয়ে থাকে। মেনোপজ পরবর্তী সময়কে বলা হয় পোস্ট মেনোপজ সময়কাল। বেশিরভাগ নারীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, মেনোপজের বছরখানেক আগ থেকেই নানা রকম শারীরিক সমস্যা বা অস্বস্তিকর লক্ষণ দেখা যায়। যা সাধারণত মেনোপজের পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে কমে যায়। এ সময় মহিলাদের শরীরে প্রয়োজনীয় কিছু হরমোনের হ্রাস, বিশেষ করে ইস্ট্রোজেনের ঘাটতির কারণে নানা ধরনের শারীরিক উপসর্গ, রোগের লক্ষণ বা রোগ দেখা দিতে পারে। যেমন-হৃদরোগ, হাড় ক্ষয় ইত্যাদি। এ সময় কারও অনিদ্রা, মুড সুইং, তীব্র গরম বোধ, বিষণ্নতা, অ্যাংজাইটি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। এ সময় মহিলাদের প্রজনন ক্ষমতাও হ্রাস পায়। এসব কিছুই ন্যাচারাল বা স্বাভাবিক শরীরতাত্ত্বিক পরিবর্তন। তাই বলে এ সময়টা একজন নারীর জীবনের শেষ অধ্যায় নয়। আসলে এটি একটি নতুন অধ্যায়ের শুরু। এ সময় নিজের প্রতি যত্নশীল হয়ে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের মোকাবিলা করে যে কেউ সক্ষম, সুস্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারবেন।

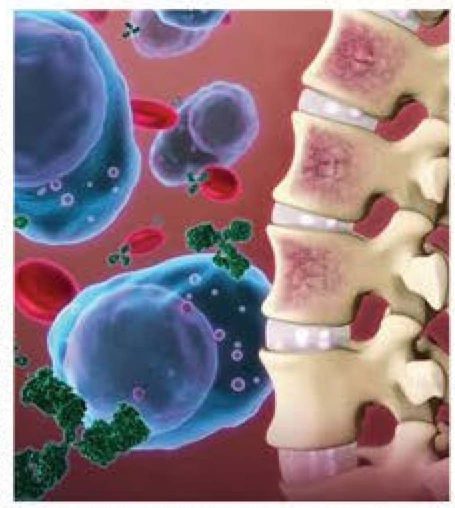

* কখন বুঝবেন মেনোপজ হয়েছে

মেনোপজের ১-২ বছরের আগে থেকেই কারো কারো মাসিক রক্তস্রাব অনিয়মিত হয়ে পড়ে। তারপর অন্ততপক্ষে এক বছর সম্পূর্ণ বন্ধ থাকার পরবর্তী সময়কে বলা হয় পোস্ট মেনোপজ সময়কাল। কখনও কখনও একজন চিকিৎসক রক্তের ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (ঋড়ষষরপষব ঝঃরসঁষধঃরহম ঐড়ৎসড়হব)-এর মাত্রা দেখে নিশ্চিত করে থাকে মেনোপজের ব্যাপারে। যা এ সময়ে রক্তে অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

** মেনোপজ পরবর্তী লক্ষণ

মেনোপজ পরবর্তী নানা শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন বা লক্ষণ দেখা যায়, যা একেকজনের জন্য একেক রকমও হতে পারে। সাধারণত নিুলিখিত পরিবর্তন বা লক্ষণগুলো পরিলক্ষিত হয়-

* তীব্র গরম অনুভূত হয় যাকে হট ফ্লাস বলা হয়।
* অতিরিক্ত ঘাম হওয়া।
* মুড বা মানসিক অবস্থার হঠাৎ তারতম্য।
* কাজে অনীহা বা উদ্যমহীনতা।

এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

হাঁটুব্যথায় ২০ সমাধান

ডা. তাহমীদ কামাল

হাঁটুব্যথার বিভিন্ন চিকিৎসার মধ্যে PRP (Platelet-Rich Plasma) ইঞ্জেকশন অন্যতম। তবে আরও অনেক উপায় রয়েছে। নিচে হাঁটুব্যথার ২০টি সমাধান উল্লেখ করা হলো-

বিশ্রাম : হাঁটুব্যথা কমানোর জন্য হাঁটুর ওপর চাপ কমাতে এবং বিশ্রাম নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।
বরফ ব্যবহার : আক্রান্ত জায়গায় বরফ লাগালে প্রদাহ ও ব্যথা কমে।
সংকোচন : ইলাস্টিক ব্যান্ডেজ দিয়ে হাঁটু সংকোচন করলে সাপোর্ট মেলে।
উচ্চতা : হাঁটু উচ্চ স্থানে রেখে প্রদাহ কমানো যায়।
ওজন নিয়ন্ত্রণ : সঠিক ওজন বজায় রাখলে হাঁটুর ওপর চাপ কম পড়ে।
ফিজিওথেরাপি : ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে অভিজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্টের সাহায্যে ব্যায়াম ও থেরাপি করলে ব্যথা কমে।
ওষুধ : ব্যথানাশক ও প্রদাহনাশক ওষুধ গ্রহণ করা যেতে পারে।
গরম প্যাড : গরম প্যাড ব্যবহার করে ব্যথা ও টান কমানো সম্ভব।
স্ট্রেচিং : নিয়মিত স্ট্রেচিং ব্যায়াম করলে পেশি ও জয়েন্ট নমনীয় থাকে।
ব্যায়াম : নিয়মিত ব্যায়াম করলে পেশি শক্তিশালী হয় এবং ব্যথা কমে।
ম্যাসাজ : ম্যাসাজ থেরাপির মাধ্যমে পেশি ও জয়েন্টের ব্যথা কমানো যায়।
ইলেকট্রিক সিমুলেশন : ইলেকট্রিক সিমুলেশন থেরাপি প্রয়োগ

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে সচেতনতা

অধ্যাপক ডা. এবিএম আবদুল্লাহ

গর্ভকালীন কোনো অন্তঃসত্ত্বা নারীর খালি পেটে বা অভুক্ত অবস্থায় রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ৫.১ মিলিমোল/লিটার এবং গ্লুকোজ খাওয়ার দুই ঘণ্টা পর ৮.৫ মিলোমোল/লিটার হলে তার গর্ভকালীন ডায়াবেটিস আছে বলে ধরা হয়। এছাড়া অন্তঃসত্ত্বা নারীর খালি পেটে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ৭ মিলিমোল/লিটার এবং গ্লুকোজ খাওয়ার দুই ঘণ্টা পর ১১.১ মিলোমোল/লিটার হলে তার ওভার্ট ডায়াবেটিস বা গর্ভধারণের আগে থেকেই ডায়াবেটিস আছে বলে ধরা হয়। গর্ভকালীন রক্তের যে কোনো পরীক্ষার সময় ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা দরকার। এ সময় রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিক হলেও গর্ভাবস্থার ২৪ থেকে ২৮ সপ্তাহের মধ্যে আবারও ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা জরুরি। সাধারণত গর্ভের প্রথম ১২ সপ্তাহে ডায়াবেটিস ধরা পড়লে, তার আগেই ডায়াবেটিস ছিল হিসাবে ধরা হয়, আর গর্ভের ২৪ থেকে ২৮ সপ্তাহের মধ্যে যদি ডায়াবেটিস ধরা পড়ে, তাকেই গর্ভকালীন ডায়াবেটিস বলা হয়।

** কারা ঝুঁকিতে থাকেন

যে কেউ গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে পারেন, তবে কারও কারও ক্ষেত্রে ঝুঁকিটা অন্যদের তুলনায় বেশি। এ ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো-

* অতিরিক্ত শারীরিক ওজন এবং কায়িক শ্রম বা ব্যায়াম না করা।
* বয়স ৩০ বছরের অধিক।
* অতীতে কোনো সন্তান যদি বেশি ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে (চার কেজি বা বেশি)।
* আগে যদি গর্ভকালীন ডায়াবেটিস হয়ে থাকে।
* পরিবারে কারও ডায়াবেটিস থাকলে।
* বারবার অ্যাবরশন বা সন্তান নষ্ট হওয়ার ইতিহাস থাকলে।
* অজ্ঞাত কারণে পেটে অথবা জন্মের পরপরই সন্তান মারা যাওয়ার ইতিহাস থাকলে।
* গর্ভথলিতে পানির (অ্যামনিয়টিক ফ্লুইড) পরিমাণ বেশি বা কম থাকলে।
* গর্ভাবস্থায় ঘন ঘন ইনফেকশন হলে, তলপেটে ব্যথা, মাসিকের রাস্তায় চুলকানি, চর্মরোগ ইত্যাদি দেখা দিলে।
* কারও পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম

এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

বাইকারদের কোমর ব্যথা ও প্রতিকার

ডা. মোহাম্মদ আলী

দেশের অর্ধেকেরও বেশি মোটরবাইকার কোমর ব্যথায় ভুগছেন। এদের মধ্যে তামাক সেবনকারীদের মধ্যে এ প্রবণতা অনেক বেশি। এছাড়া যারা নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম থেকে বিরত থাকেন তাদের মধ্যে অনেকেই এ সমস্যায় ভুগছেন। উচ্চরক্তচাপে ভোগা এবং ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের মধ্যে অনেকে কোমরের ব্যথায় ভুগছেন। যারা দীর্ঘদিন বাইক ব্যবহার করেন তাদের ক্ষেত্রেও এ সমস্যা মারাত্মক হারে বেশি। এছাড়াও যারা সপ্তাহে ৭ দিন মোটরবাইক সার্ভিস দিচ্ছেন এবং দিনের অধিকাংশ সময়ে এ কাজে নিয়োজিত তাদের মধ্যে শতকরা ৭১ ভাগ কোমরে ব্যথায় ভুগছেন। যারা মোটরসাইকেল চালানোর সময় সেইফ গার্ড ব্যবহার করছে না তাদের শতকরা ৬৫.৩ শতাংশ এ সমস্যায় ভুগছেন, যা অন্য বাইকারদের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। এ ছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয় গবেষণায় ওঠে এসেছে; যেমন, যে বাইকাররা ১৫০ সিসির নিচে বা পুরোনো বাইক ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে অনেকেই তুলনামূলক বেশি কোমর ব্যথায় ভোগেন।

* সমাধান কী

বাইকারদের কোমর ব্যথা সমস্যার সমাধানে কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। তামাক জাতীয় দ্রব্যের অপব্যবহার অনেক রোগের কারণ। তামাক জাতীয় দ্রব্য কোমর ব্যথার জন্যও দায়ী। তাই সর্বপ্রথম কোমর ব্যথায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের অবশ্যই সব ধরনের তামাক জাতীয় দ্রব্য পরিহার করতে হবে। সেই সঙ্গে বাইকারসহ সবার উচিত প্রতিদিন কিছু শারীরিক ব্যায়াম করা, শারীরিক সচলতা কোমর ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। তাছাড়াও একজন বাইকারের উচিত সপ্তাহে অন্তত এক দিন বিশ্রাম নেওয়া এবং দিনে মাত্রাতিরিক্ত বাইক চালানো থেকে বিরত থাকা। কোমর ব্যথা দুই সপ্তাহের বেশি হলে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

লেখক : কোমর ব্যথা বিষয়ক গবেষক, লা ট্রোব ইউনিভার্সিটি, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া এবং বিভাগীয় প্রধান, ফিজিওথেরাপি ও রিহ্যাব বিভাগ, উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।

মাঙ্কিপক্স কী, কীভাবে ছড়ায়?

আজকাল স্বাস্থ্য ডেস্ক

করোনা মহামারির সমাপ্তি ঘটলেও এখনো তার ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি অনেক দেশ। দরিদ্র অর্থনীতির দেশগুলো এ ক্ষেত্রে এখনো আগের জায়গায় ফিরতে লড়াই করছে। এরমধ্যে নতুন ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে। এই ভাইরাস মাঙ্কিপক্স (এমপক্স) নামে পরিচিতি।

আফ্রিকান অঞ্চলে মাঙ্কিপক্স পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে। গত ১৪ আগস্ট এই ভাইরাসের সতর্কতায় জরুরি অবস্থা জারি করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিওএইচও)। জানা গেছে, ইউরোপের দেশ সুইডেনেও এমপক্স ভাইরাসের রোগী শনাক্ত হয়েছে।

দ্য আফ্রিকা সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশনের তথ্যমতে, চলতি বছরের শুরু থেকে জুলাই পর্যন্ত ১৪ হাজার ৫০০ মানুষ ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়েছে। এ সময় অন্তত ৪৫০ জনের মৃত্যু হয়। বুরুন্ডি, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকান, কেনিয়া এবং রুয়াণ্ডাতেও এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে, গতবছরের একই সময়ের তুলনায় এমপক্স ভাইরাসে আক্রান্তের হার বেড়েছে ১৬০ শতাংশ। আর মৃত্যুর হার বেড়েছে ১৯ শতাংশ। ফলে ভাইরাসটির উচ্চ মৃত্যুহার নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হচ্ছে।

মাঙ্কিপক্স কী?

বাংলাদেশ সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) মাঙ্কিপক্স নিয়ে গত বছর এক নির্দেশনা লিপিবদ্ধ করেছে তাদের ওয়েবসাইটে। সংস্থাটির উপদেষ্টা ডা. মুশতাক হোসেনের মাঙ্কিপক্স ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকতে বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন।

মাঙ্কিপক্স ভাইরাসের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে অর্থোপক্স ভাইরাস এ জাতির ভাইরাসের মধ্যে রয়েছে গুটিবসন্ত ও কাউপক্স। এ জন্য মাঙ্কিপক্সের সাথে গুটিবসন্ত বা স্মলপক্সের মিল দেখা যায়। আবার মাঙ্কিপক্স ভাইরাসের রয়েছে দু'টো ক্লেড বা উপজাতি। একটি হচ্ছে মধ্য আফ্রিকা ক্লেড-এ উপজাতির মাঙ্কিপক্সে মৃত্যুহার ১০% পর্যন্ত হতে পারে। আরেকটি হচ্ছে পশ্চিম আফ্রিকা ক্লেড-এ উপজাতির মাঙ্কিপক্সে মৃত্যু তেমন হয়নি।

মাঙ্কিপক্স একটি ভাইরাসজনিত প্রাণীজাত (জুনোটিক) রোগ। ১৯৫৮ সালে ডেনমার্কের একটি বিজ্ঞানাগারে এক বানরের দেহে সর্বপ্রথম এ রোগ শনাক্ত হয় বলে একে মাঙ্কিপক্স বলা হয়। এ নামটি বদল করে নতুন বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়ার জন্য বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা উদ্যোগ নিয়েছে। কারণ এ নাম থেকে মনে হতে পারে বানরই এ রোগের জন্য দায়ী, যা সঠিক নয়। এ রোগটির প্রাদুর্ভাব ১৯৭০ সাল থেকে প্রধানত মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার ১১টি

এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

NY INSURANCE
BROKEAGE INC.
NY I
NY INSURANCE BROKERAGE
TLC INSURANCE SPECIALIST
718 476-2025

NY CAR & LIMO
SERVICES INC
NY
CAR & LIMO
SERVICES INC
BO2902
BLACK & GREEN CAR BASE
718 727 4444

BEGINNER'S
DRIVING ACADEMY
YOUR DRIVER LICENSE IS OUR RESPONSIBILITY
929 244-7730

DMV EXPRESS
NEW YORK
ABC-1234
PLATES
NEW, SURRENDER & TRANSFER
TITLE
NEW & DUPLICATE TITLE REQUEST
REGISTRATION
NEW, REPLACE, RENEWAL & TRANSFER
929-244-7730
EXCELSIOR

ELECTION COMMISSION 2024

BANGLADESH SOCIETY INC.

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547
info@electioncommissionbds.com • www.bangladeshsocietyinc.com

A Not-For-Profit, Tax Exempt 501(c)(3) Socio-Cultural Organization. Established: 1976 * Tax ID: 80-0508683

নির্বাচনী ইশতেহার

এতদ্বারা বাংলাদেশ সোসাইটির সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাহী কমিটির ২০২৫-২৬ মেয়াদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নিম্নে বর্ণিত সময়সূচী অনুযায়ী নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এতে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

THE ELECTION SCHEDULE IS AS FOLLOWS:

ACTIVITIES	DAY	DATE	TIME
Distribution of Nomination Form/Package	Sunday	Aug 25, 2024	5:00 pm to 9:00 pm
Submission of Nomination	Monday	Sep 02, 2024	5.00 pm to 9.00 pm
Scrutiny	Tuesday	Sep 03, 2024	4:00 pm to 8:00 pm
Primary List	Wednesday	Sep 04, 2024	5:00 pm to 7:00 pm
Appeal	Thursday	Sep 05, 2024	5:00 pm to 8:00 pm
Withdrawal of Nomination	Saturday	Sep 07, 2024	5:00 pm to 8:00 pm
Diclaration final list of the Candidates	Sunday	Sept 08, 2024	5:00 pm to 8:00 pm
Election	Sunday	Oct 27, 2024	9:00 am to 9:00 pm

1. The Election for the Executive Committee of Bangladesh Society, Inc. will be held according to the rules and regulations set forth in the election by-laws and in the constitution of the society.
2. The Election Commission may terminate candidacy of the candidate(s) any time for violation of any rule/regulation set forth in the election by-laws and in the constitution.
3. The Election Commission will not be responsible legally or by any other means for any irregularities in the voter list, or any discrepancies in the constitution or its by-laws.
4. Members with any questions regarding the voter list should contact the Executive Committee of the Bangladesh Society, Inc.
5. Any discrepancies found in the voter list will have to be corrected by the Executive Committee of Bangladesh Society, Inc. on the basis of appropriate documentation. The executive committee must notify the Election Commission in writing about any correction by August 31, 2024; after that date no correction will be accepted by the Commission.
6. There are 19 posts for the Executive Committee of Bangladesh Society, Inc.

POSTS	NUMBER OF POSTS
President	1
Senior Vice-President	1
Vice- President	1
General Secretary	1
Assistant General Secretary	1

POSTS	NUMBER OF POSTS
Treasurer	1
Organizing Secretary	1
Departmental Secretary	6
Executive Member	6

7. **Nomination form must bear the original signature of the Election Commission** (Photo copies not acceptable). **Each nomination form must be submitted with the designated fee (non-refundable) and the candidates photo ID.** The following forms of identification will be accepted. Photocopy of drivers license, State ID, Green Card, Work Authorization Card or Passport. If the nomination form is submitted by an agent, the agent must submit an affidavit on proof of authenticity of the documents along a notarized copy of the document.
8. Each candidate must notary the affidavit section of the nomination form. Without notary, nomination form will stand void.
9. **Any incomplete form will stand as void and there will be no refund of fee for any void form.**
10. Non-refundable nomination fee payable to Election Commission BS must be paid by postal money order (preferable) or cash (in case of any emergency) only.
11. Mailing, notifications, declarations, dissemination & add in different media will be executed by the Commission.
12. **ELIGIBILITY by-laws of the Constitution.**
    a) To be eligible for election as an office bearer of the Executive Committee (EC), the candidate shall be a member in good standing for **two consecutive calendar years and at least 22 years of age.**
    b) To be eligible for election as President and General Secretary of the EC, the candidate shall be a member in good standing for a minimum of last three consecutive calendar years up to the election year. Notarized proof for membership in good standing for a minimum of last three consecutive calendar years up to the election year from any two current Officials, president, General Secretary or Treasurer of the Society must be submitted with the nomination papers.
    c) **President and General Secretary** shall be limited to **two consecutive terms** only.
    d) **President, General Secretary** and **Treasurer** shall not hold **same position** in any other organization for the period they shall serve in the Executive Committee of the Society. Notarized affidavit must be submitted with the nomination form.
    e) To be eligible to contest in the election for the post of **President, General Secretary** and **Treasurer**, the member shall be at least **legal resident** (Green Card Holder) of the United States of America. **Original document of residency status** and a **copy** must be produced to the Commission if nomination is submitted in person but if submitted by an agent, the agent must submit **affidavit** on proof of authenticity of the document and a notarized copy of this document with the nomination papers.
    f) To be eligible for election as an office bearer of the EC, the candidate must not have any criminal judgement, under the Criminal Court within last 7 years.
13. The Election commission shall decide any matter that is undefined, unclear and contradict in either part of the election by-laws or the constitution. Commission reserves all rights to make any necessary modifications to these clauses and add additional clauses if necessary.

Interested candidates are advised to obtain the package containing election materials by paying $500.00 (non refundable) fee in cash from the office of the Election Commission on the schedule date and time.

নির্বাচনের তারিখ: ২৭শে অক্টোবর, ২০২৪ রবিবার (সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা) স্থান: পরে জানানো হবে

নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের জন্য নির্বাচন কমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে

Election Commission 2024 / নির্বাচন কমিশন ২০২৪

S.M. Jamal U. Ahamed (Jony)	Mohammed A. Hakim Miah	Mohammed Anwar Hussain	Mohammed A. Mannan	Mohammed Helal Uddin	Mehboobur Rahman (Badal)	Ahbab Chowdhury
Chief Election Commissioner	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*
718-288-3838	347-332-3653	347-429-5932	646-752-5385	917-660-4668	347-993-6461	917-969-1991

নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

মাহমুদ আহমদ

ইসলাম শান্তিপ্রিয় ধর্ম এবং এর শিক্ষা অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। ইসলামের শিক্ষাগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো সর্বাবস্থায় সমাজ ও দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। পবিত্র কুরআনে সূরা হিজরের ৮৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, 'আর তুমি সেসব জিনিসের প্রতি কখনো লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাবে না যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে জীবনোপকরণ হিসাবে দান করেছি আর তাদের জন্য দুঃখ করো না। আর তুমি বিশ্বাসী মুমিনদের জন্য নিজের অনুগ্রহের বাহু প্রসারিত কর।' অন্যদের আল্লাহতায়ালা যেসব স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ দান করেছেন সেগুলোর দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকানো ইসলামে নিষেধ। এ নীতিগত শিক্ষা অবলম্বন করে মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে। পরের ধনসম্পদ অন্যায় রূপে করায়ত্ত করার মানসিকতাকে একাধারে অনেক অশান্তির জন্ম দেয়।

আল্লাহতায়ালা কুরআনে করিমে বিশ্বনবি ও শ্রেষ্ঠনবি হজরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সা.)কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন 'ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আজিম' অর্থাৎ-নিশ্চয় তুমি অতীব মহান চরিত্রের ওপরে অধিষ্ঠিত (সূরা কলম, আয়াত : ৪)। মহানবি (সা.) বিশ্ববাসীর নেতা ছিলেন, তথাপি তিনি নিজ স্বার্থে কোনো প্রতিশোধ নিতেন না বরং শত্রুদের সঙ্গে এবং বিধর্মীদের সঙ্গেও উত্তম ব্যবহার করেছেন। মহানবি (সা.) তার উম্মতকেও এ নির্দেশই দিয়েছেন তারাও যেন ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবার সঙ্গে উত্তম আচরণ করে। মহানবি (সা.)-এর অতুলনীয় জীবনাদর্শ থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরার চেষ্টা করব যাতে আমরা সহজেই বুঝতে পারি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে তার ব্যবহার কেমন ছিল।

হজরত আবুবকর (রা.)-এর কন্যা আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মহানবি (সা.)-এর যুগে আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এলেন। আমি মহানবি (সা.) কে জিজ্ঞেস করলাম-আমি কি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব? তিনি (সা.) বললেন, হ্যাঁ' (সহিহ বুখারি)। হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, 'একদা এক বেদুইন মসজিদে প্রস্রাব করল। লোকেরা উঠে (তাকে মারার জন্য) তার দিকে গেল। মহানবি (সা.) বললেন, তার প্রস্রাব বন্ধ করো না। তারপর তিনি (সা.) এক বালতি পানি আনলেন এবং পানি প্রস্রাবের ওপর ঢেলে দেওয়া হলো' (সহি বুখারি, কিতাবুল আদব)।

মহানবি (সা.)-এর আদর্শ এতটাই অতুলনীয় ছিল যে, তিনি ইহুদির লাশকেও সম্মান দেখিয়েছেন। হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, একবার এক ইহুদির লাশ বিশ্বনবি (সা.)-এর সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আর এতে মহানবি (সা.) সেই লাশের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে ছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না লাশটি তার সামনে থেকে চলে যায়। পাশ থেকে হজরত জাবের (রা.) বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটি তো ইহুদির লাশ। এতে আল্লাহর রাসূল উত্তর দিয়েছিলেন, সে কি মানুষ ছিল না? (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৩১১)। যে নবি এক ইহুদির লাশকে সম্মান জানানোর জন্য তার সাথিদের নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সেই নবির উম্মতের পক্ষে কীভাবে সম্ভব অন্যায়-অত্যাচার করা?

হজরত সুফিয়ান ইবনে সালিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবি (সা.) বলেছেন, 'মনে রেখ এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

লোভের কারণে দ্বীন ও ইমান ধ্বংস হয়

মাসুম আলভী

আমাদের ভেতরে অসীম এক গুহা আছে, সর্বগ্রাসী লোভ। যা প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা ট্রেঞ্চের চেয়েও সুবিশাল। সব কিছু গোগ্রাসে গিলতে থাকে। লোভ মানুষের অন্তরের মারাত্মক ব্যাধি। অর্থবৃত্ত, যশ-খ্যাতি আর পদের লোভ মানুষের অন্তরের ইমানের রংকে ধূসর করে দেয়। দ্বীনের প্রদীপকে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবের মতো ছিন্নভিন্ন করে, অন্ধকারে ছেড়ে দেয় উদ্বাস্তুর মতো। রাসূল (সা.) বলেছেন, দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগলপালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া অত বেশি ধ্বংসকর নয়, যত না বেশি মাল ও মর্যাদার লোভ মানুষের দ্বীনের জন্য ধ্বংসকর।' (তিরমিজি : ২৩৭৬)। কবি বলেন, 'সচ্ছলতা হারানোকে দরিদ্রতা ভেব না। বরং দ্বীন হারানোই হলো সবচেয়ে বড় দরিদ্রতা'।

সীমাহীন অর্থের লোভ মানুষের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায় এবং দুর্নীতি ও পাপের পথে পরিচালিত করে। প্রাচুর্যের লোভ মানুষকে বিপদের মধ্যে ফেলে। কথায় আছে, লোভে পাপ আর পাপে মৃত্যু। লোভের কারণে মানুষ ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে অপমানের মুখোমুখি হতে হয়। তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সৈয়দ আবেদ আলী, মতিউর রহমান, জাহাঙ্গীর আলম, ডা. সাবরীনা। কবি হুসাইন বিন আব্দুর রহমান বলেন, 'মাল তোমার কাছে জমা থাকে তার ওয়ারিশদের এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

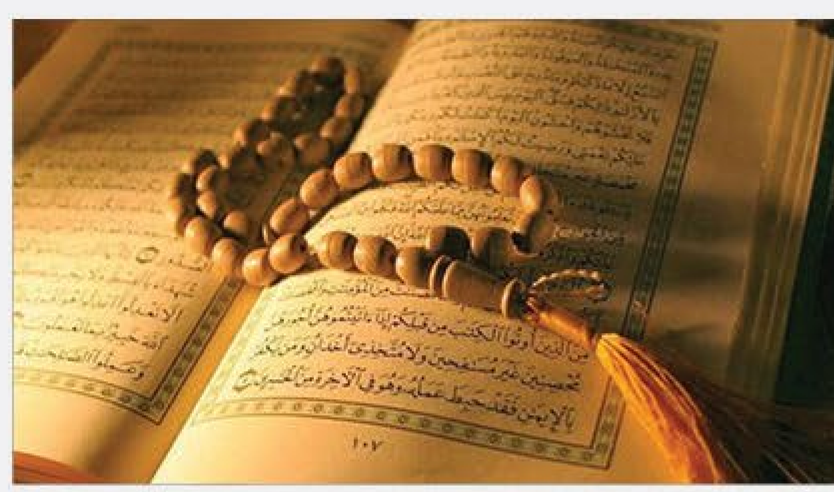

অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কুরআনের নির্দেশনা

ইবরাহীম আল খলীল

বর্তমানে আমাদের সমাজ ও জাতীয় জীবনে অপরাধ, সুদ-ঘুস ও দুর্নীতির অবস্থান কোথায় তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আমরা যদি আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগের দিকে তাকাই তাহলে দেখব, মানুষ গড়ার কারিগর বিশ্বনবি হজরত মুহাম্মাদ (সা.) অপরাধ ও দুর্নীতিতে নিমজ্জিত একটি সমাজকে কীভাবে উদ্ধার করেছিলেন। অন্ধকার সমাজকে আলোয় রূপান্তর করেছিলেন।

তিনি এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিলেন, যা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সে শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাস ছিল আল-কুরআন ও আল-হাদিস। এ শিক্ষা গ্রহণ করে গড়ে উঠেছিলেন আবুবকর, উমর, এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

তরুণদের প্রতি নবিজির আহ্বান

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাসুম

তারুণ্য একটি অদম্য শক্তি। তারুণ্য কারও বাধা মানতে চায় না। আপন গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। নদীর দুপাড়ে উঁচু বাঁধ না দিলে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে যেমন নদীর পানি দুকূল প্লাবিত করে ফসলের খেতসহ বসতবাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি তারুণ্যের চাঞ্চল্য সুপথে নিয়ন্ত্রণ না করলে যে কোনো মুহূর্তে বিপথগামী হতে বাধ্য। যখন যুবসমাজ চরিত্রবান ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হবে তখন তারাই উম্মতের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করবে, আল্লাহর দেওয়া দ্বীনের প্রচার-প্রসারে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং তারাই মানুষকে দ্বীনের প্রতি আহ্বান করবে। কারণ আল্লাহতায়ালা যুবকদের দৈহিক শক্তি, উদ্ভাবনী মেধা, চিন্তা ও গবেষণা করার যোগ্যতা বয়স্কদের তুলনায় অনেক বেশি দিয়েছেন। যদিও বয়স্কদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞানের গভীরতা ও বুদ্ধিমত্তা যুবকদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রগামী, কিন্তু দৈহিকভাবে দুর্বল হওয়ায় এবং সাহসের অভাব এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

নামাজের সময় সূচি

Prayer Times For New York City — আগষ্ট-২০২৪

তারিখ	ফজর	সূর্য	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
২৪	৪:৫৫	৬:১৬	১২:৫৮	৪:৪৩	৭:৪০	০৯:০১
২৫	৪:৫৬	৬:১৭	১২:৫৮	৪:৪২	৭:৩৮	০৮:৫৯
২৬	৪:৫৭	৬:১৮	১২:৫৮	৪:৪১	৭:৩৭	০৮:৫৭
২৭	৪:৫৯	৬:১৯	১২:৫৭	৪:৪১	৭:৩৫	০৮:৫৫
২৮	৫:০০	৬:২০	১২:৫৭	৪:৪০	৭:৩৪	০৮:৫৩
২৯	৫:০১	৬:২১	১২:৫৭	৪:৩৯	৭:৩২	০৮:৫২
৩০	৫:০২	৬:২২	১২:৫৬	৪:৩৮	৭:৩১	০৮:৫০

source: salahtimes.com

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

গল্প

আরেক শরৎশশী

মনিজা রহমান

মানুষ হানিমুন করতে পাহাড় কিংবা সমুদ্র দর্শনে যায়, আমরা গিয়েছিলাম কলকাতায়। এই হানিমুন দিয়ে আমার আক্ষরিক অর্থে বিদেশ সফর শুরু। কলকাতাকে অবশ্য সেই অর্থে বিদেশ বলা চলে না। আজন্ম কুয়োর ব্যাঙ আমি সেই কলকাতা দেখে যারপরনাই অভিভূত। এত বছর প্রিয় লেখকদের উপন্যাসে যে যব জায়গা আর রাস্তার নাম দেখেছি, সেই সব জায়গায় আমি হাঁটছি, ঘুরছি, কেনাকাটা করছি, মনে হচ্ছিল কোন উপন্যাসের পৃষ্ঠার মধ্যে বাস করছি। ধর্মতলা, পার্ক স্ট্রিট, পার্ক সার্কাস, শিয়ালদহ, গড়িয়া, গড়ের মাঠ সব যেন কত দিনের চেনা!

আমার স্বামী সাঈদের বন্ধুরা হানিমুনে আমাদের কলকাতা ভ্রমণ নিয়ে অনেক মজা নিয়েছিল। আজকাল ঢাকা থেকে থাইল্যান্ড-মালয়েশিয়া যাওয়া রীতিমতো ডালভাত। ভিসাও করতে হয় না। এয়ারপোর্টে ট্রানজিট ভিসা পাওয়া যায়। সেখানে আমরা কেন কলকাতা যাচ্ছি, সেটাই ছিল তাদের তির্যক জিজ্ঞাসা। আমার নতুন বিয়ে করা স্বামী মুখ ফুটে বলতে পারেনি যে, আমার কারণেই তার এই সিদ্ধান্ত। মনে মনে সে যে কিছুটা বিরক্ত সেটা বুঝতে পেরেছি। তবে কলকাতায় এসে আমার আনন্দে দিশেহারা আচরণ তাকে কিছুটা প্রভাবিত করেছে। হয়তো ভাবছে, এত অল্পতেই যে খুশি থাকে, তাকে আর এত টাকা খরচ করে থাইল্যান্ড-মালয়েশিয়া নেওয়ার কি দরকার! এমনিতে কদিন আগে বিয়ে উপলক্ষে তো কম টাকা যায়নি।

আসার আগে বন্ধু কাজল বলে দিয়েছিল, নন্দনে নাটক না দেখে আসবি না। কলকাতা যাওয়ার দুই দিনের মধ্যে নাটক দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। নির্ধারিত দিনে নাটক শুরুর ঘণ্টা দু-এক আগেই আমরা নন্দনে চলে গেলাম। সারা দিন ঘোরাঘুরি করে কিছু খাওয়া হয়নি। আমি নুডলস অর্ডার দিই। ওরা বলে চাওমিন। অসাধারণ স্বাদ। আমার গোগ্রাসে খাওয়া দেখে অনেকে ফিরে তাকায়। আমার স্বামী কিছুটা বিরক্ত স্ত্রীর আদিখ্যেতা দেখে। তবে নতুন তো, তাই কিছু বলছে না। নাটকও তার দেখার ইচ্ছা ছিল না। আমার তো শুনে আক্কেলগুড়ুম! সে নাকি জীবনে কখনো মঞ্চনাটক দেখেনি। এই প্রথম আমার কারণে দেখতে বাধ্য হচ্ছে।

নাটকের নাম দর্পণে শরৎশশী। সাঈদ খুব অনাগ্রহের সঙ্গে নাটকটা দেখা শুরু করল। সম্ভবত আজ সকালে 'বিবাহিত জীবনে সুখী হইবার উপায়' টাইপের কোন লেখা পড়েছে ও। তাই আমার কোন চাওয়াই অপূর্ণ রাখছে না। বেশিক্ষণ স্বামীকে নিয়ে মাথা ঘামাতে পারলাম না।

নাটকে ডুব দিলাম। নাটকের কাহিনিতে দেখা গেল, একটা যাত্রা দল গ্রামে এসেছে শো করতে। স্থানীয় জমিদার তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ওই দলের এক মেয়ের নাম শরৎশশী। তখনকার সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী যাত্রা দলের নারী সদস্যরা আবার দেহোপজীবিনিও। গৃহস্থ ঘরের মেয়ে শরৎশশী যাত্রা দলে আসার পেছনে নীলকরদের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে।

নাটকের এক অংশে এসে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা মেহেরপুরের আমঝুপির নীলকুঠির কথা বলে মেয়েটি। নাটকের নায়িকার মুখে আমঝুপি গ্রামের নাম শুনে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হয় আমার স্বামীর। সে তো পারলে রীতিমতো সিট থেকে দাঁড়িয়ে যায়। তারপর নাটক দেখতে প্রচণ্ড অনিচ্ছুক আমার স্বামীকে দেখি আমার চেয়েও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে নাটকটা দেখছে। এতটাই মুগ্ধ যে, নন্দন থেকে বের হওয়ার পরেও আমার স্বামী কিছু বলে না। বুঝি, সে এখন নাটকের ঘোরের মধ্যে আছে।

রুমে ঢুকে কাপড় না পাল্টেই আমি তাকে ধরি, কি ব্যাপার নাটক দেখে একদম স্তব্ধ হয়ে গেছ! মুখে কোন ভাষা নেই!

বিয়ের মাত্র এক সপ্তাহের মাথায় আমি বেশ স্বাভাবিক কথাবার্তায়, কিন্তু আমার স্বামী কিছুটা আড়ষ্ট এখনো। তার আড়ষ্টতা আরও বেড়ে গেল নাটকটি দেখার পরে। নাটক প্রসঙ্গে কোন কথা বলল না। পরের দিনের ঘোরার পরিকল্পনা করে ঘুমিয়ে পড়ল বেশি কিছু না বলে! হানিমুনে এসে স্বামীর এভাবে ঘুমিয়ে পড়ার বিষয়টা আমার জন্য অত্যন্ত অপমানজনক হলেও কিছু বললাম না!

বুঝতে চেষ্টা করতে লাগলাম, তার কি হতে পারে? মেহেরপুরের আমঝুপিতে তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। পরে কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে কুষ্টিয়া চলে আসে। তারপর ঢাকায়। বাবা-মা গ্রামের বাড়িতে থাকায় শিকড়ের সঙ্গে এখনো সাঈদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

পরদিন সকালে নিউমার্কেট এলাকায় খালেক নামে একটি রেস্টুরেন্টে খাওয়ার জন্য বের হই আমরা। বেলা তখন দশটা বেজে গেছে। চারদিকে গাড়ির হর্ণের শব্দ। টানা রিকশাওয়ালারা ব্যস্ত। কারও দিকে তাকানোর সময় নেই। ঢাকার মতো ফুটপাতে ফেরিওয়ালাদের ভিড়। তবে কলকাতা বলে অত খারাপ লাগছিল না। আমি দেখতে দেখতে এগোচ্ছি। কিছু বুটিক হাউসও আছে আশপাশে। একটার দরজায় দাঁড়িয়ে কাশ্মীরি শাল দেখছিলাম। এর মধ্যে আমার স্বামীকে হারিয়ে ফেললাম। তবে সেটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। খালেক রেস্টুরেন্টে গেলে তাকে পাব। সেখানে না পেলে ফোন তো আছেই।

'তোমার কি সমস্যা বলত, যেখানে যা চোখে পড়ে, সেটাই দেখতে থাকো?' হঠাৎ কানের কাছে শুনি একজন

এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

এ সপ্তাহের কবিতা

কবি'র স্মরণে

বেনজির শিকদার

শ্রদ্ধেয় শহীদ কাদরী,
বাংলা কবিতা থেকে, বাংলার নির্মল সোঁদামাটির গন্ধ; এমনকি এই পৃথিবী থেকে
যখন আপনি অনেক অনেক দূরে; ঠিক তখনই লিখছি আপনাকে!

মাঝে মাঝে নিজেকে বড়ো দুর্ভাগা মনে হয়।

মনে হয়-
এইতো, মাত্র কয়েক বছর আগেও
আপনি ছিলেন এই নিউইয়র্ক শহরে।
আমিও ছিলাম।
কিন্তু একটিবারও আপনার কাছাকাছি হতে পারিনি।
দেখা হয়নি আমাদের।
এই ব্যর্থতাপীড়ন আমায় আমৃত্যু জ্বালাবে!

উজ্জ্বল বিশ্ব নাগরিকতাবোধ,
নিবিড় স্বদেশিকতা, শব্দ-উপমা প্রয়োগে অভিনবত্ব
আপনার দিকে অসংখ্য মানুষকে টেনে নিয়ে যায়!
যার ফলপ্রসূ রূপ হচ্ছে,
সাহিত্য-সংস্কৃতি-সংশ্লিষ্ট কারও সাথে কখনও কথা হলে,
তাদের বলা দশটা কথার মধ্যে নয়টা জুড়েই থাকেন আপনি।

কেউ কেউ বলেন-
শহীদ কাদরী ছিলেন সমুদ্রের মতো!
বলেন, আপনি নাকি কাউকে দু'মিনিট দেখলেই
বুঝে যেতেন তার প্রকৃত মাপকাঠি!
অতঃপর নিজেকে তার জায়গায় বসিয়ে নিয়ে
কথা বলতেন তার সাথে।

ভাবুন তো... কী অসাধারণ ক্ষমতা হলে
তবেই না কেউ পারে এমনভাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে!

বিশ্বাস করুন-
শুনে শুনে আমি হিংসেয় মরে যাই!

আপনি কি জানেন?
আমার একটা ভীষণ অসুখ আছে!
সুন্দরের প্রেমে পড়ার অসুখ!
আপনি নাকি ভীষণ সুন্দর করে কথা বলতেন!

আচ্ছা, ধরুন যদি আপনার প্রেমে পড়ে যেতাম!
প্রেমিকা হতাম!
তবে কি নীরা আপা ভীষণ রাগ করতেন?

না না
নীরা-রা-তো এমন হয় না!
নীরারা আর যাইহোক; ভালোবাসাকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করতে পারে না!
সুনীলের নীরাও পারেনি,
তবে শহীদ কাদরীর নীরা কী করে তা পারতো?

হয়তো হেসে বলতো-
'নে মেয়ে, আয়! বোস এখানটায়!
আমার কাদরী তো এমনই!
তাকে সব্বাই ভালোবাসতে পারে!
সবার ভালোবাসা পাবার জন্যই যে তার জন্ম হয়েছে!'

কথাগুলো শুনে আমি পৃথিবীর পথ হাঁটতে বের হতাম। বুঝতে চাইতাম
গিলগামেশ কত বড়ো রাজা ছিলেন এবং কবি!
বুঝতে চাইতাম, রবীন্দ্রসৃষ্টি!
যাকে আপনি পড়তেন ধর্মগ্রন্থ বিবেচনায়!

চোখের পাতায় খেলে যেত শব্দপাতারা!
তা থেকে তৈরি করতাম অমিয় পাণ্ডুলিপি!

তেত্রিশে আছি!
কুড়ি কুড়ি বছর পর চুয়াশি কিংবা তারও কিছু আগে, দেখবেন
বকুলের সুবাস হয়ে ঠিক চলে আসবো আপনার ওখানে।

সবার থেকে ধার করে লিখে ফেলা কথাগুলো
পড়ে শোনাবো সেদিন।
ভয় নেই-
ক্লান্তি দূর করতে
গুনে গুনে কয়েক কার্টুন সিগারেটও নিয়ে আসবো সাথে!

হলফ করেই বলতে পারি,
সে-সময় ভালোবাসা বয়ে যাবে নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে!
বিস্ময়ে বলে উঠবেন-
'এই মেয়ে...
তোমার বুকের ভেতর এতটা নদী বইলে কী করে?
কী করেই বা সুবিশাল জলমহালকে সামলালে অবলীলায়!'

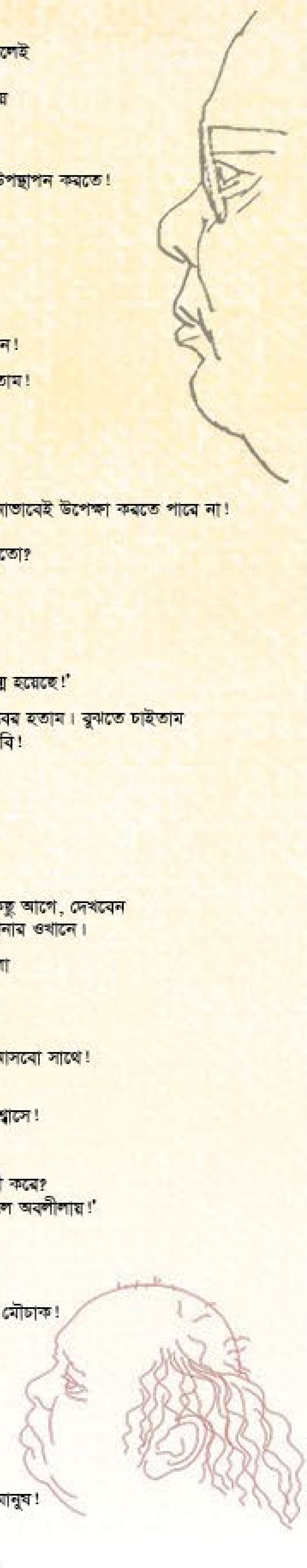

রোমান্টিক বোহেমিয়ানের কথা শুনে-
বিস্ময়ে মগজের পরতে পরতে নাড়া দিয়ে
সুখগুলো সব বুকের কাছে জমা হবে।
কেননা, মানুষের দৃষ্টি আর মনই যে আসল মৌচাক!

অতঃপর আবারও জমবে আড্ডা!
ভীষণ আড্ডা!
আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ঝড় ওঠা আড্ডা!

সে আড্ডায় থাকবে-
বাংলাদেশ!
বাংলাভাষা!
বাংলাসাহিত্যকে বুকে আগলে রাখা অজস্র মানুষ!

থাকবে-
'একটি কবিতা সন্ধ্যা'সহ
আপনার প্রিয় 'সাহিত্য একাডেমি নিউইয়র্ক'-এর বন্ধুরাও।

আপনার ভালোলাগার কোনো জায়গায় সমবেত হবো সবাই।
কন্ঠের সবটুকু মাধুর্য ঢেলে সমস্বরে গেয়ে উঠবো-
'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি!
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি'।

সে-পর্যন্ত আপনি ভালো থাকুন- ভালো থাকুন!

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

Biden tells America 'I gave my best to you'

Ajkal Desk

Awash in his party's love, President Joe Biden finally did become that bridge to a new generation of leaders. He movingly performed the most profound act a politician in a democracy can undertake — willingly handing over power — as he ceded the leadership of the party to Kamala Harris Monday at the Democratic National Convention. He capped a half-century long career, as a senator, a vice president and finally president, by citing a verse of a song called "American Anthem" that he said was important to his family.

"What shall our legacy be, what will our children say, let me know in my heart when my days are through, America, America, I gave my best to you," he said. In a valedictory speech in Chicago that stretched past midnight on the east coast, Biden, 81, also placed that legacy — and

what he sees as the fate of American democracy — in the hands of the woman he referred to as "vice president soon-to-be-president Kamala Harris."

"She's tough, she's experienced and she has enormous integrity," he said. "Her story represents the best American story," Biden said. "She'll be a president our children can look up to. She'll be a president respected by world leaders. ... She will be a president we can all be proud of. She will be a historic president who puts her stamp on America's future." Biden's gesture was especially poignant as he became the first sitting president to shelve a reelection race in more than five-and-a-half decades. He wanted deeply to win the second term that all presidents crave, but ultimately, under fierce pressure from colleagues he once considered loyalists, decided that his party and the country would be better off with someone younger. His self-sacrifice highlighted the exact opposite choice made by his predecessor, Donald Trump, who did everything he could to cling to power in defiance of voters' will in 2020 and is now running again for a term he's promised to dedicate to "retribution."

Hours earlier, Trump had echoed the language that drove America into its worst constitutional crisis of the modern era four years ago. He implied he'd only accept this year's result if he thinks it's free and fair. There was no evidence that was not the case last time, and there is no sign it will be different this year.

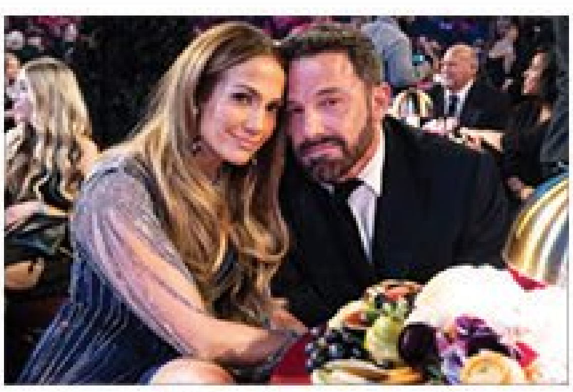

Jennifer Lopez has filed for divorce from Ben Affleck

Ajkal Desk

Jennifer Lopez and husband Ben Affleck are officially parting ways, according to an entry on the Los Angeles Superior Court docket. Lopez filed for dissolution of their two-year marriage in Los Angeles on Tuesday, which coincides with the anniversary of their Riceboro, Georgia-set wedding ceremony in 2022 after they first eloped in Las Vegas a month prior. The breakup comes after reports the two had been living separately, Lopez canceled her summer tour to spend time with her family, and they sold their Beverly Hills home. CNN has reached out to representatives for Lopez and Affleck for comment. Their divorce marks yet another turn in a love story between two superstars that has played out in the spotlight over decades. Lopez and Affleck's marriage came more than 20 years after they first met on the set of the comedy "Gigli," where they played criminals stuck on a job together and struck up a real-life friendship which eventually turned into a relationship. Over the years, they both married others and had families. But Team "Bennifer" rejoiced in Bennifer 2.0 when they reconciled in 2021. Even the pair seemed overjoyed. Related articleJennifer Lopez and Ben Affleck's relationship clues are all there, you just need to know where to look "You know, one of the things I really value across all facets of my life now is that it was handled in a way that reflected that," Affleck told The Wall Street Journal in December 2021. "My life now reflects not just the person that I want to be, but the person that I really feel like I am – which is not perfect, but somebody who tries very hard and cares very much about being honest and authentic and accountable. It's hard to say who benefits more, without going into gossipy detail." The couple initially got engaged in November 2002 after Affleck popped the question with a custom 6.1-carat pink diamond ring from Harry Winston.

Ramps up persecution, smear campaign by the government of Bangladesh against activists while attacks on the opposition persist

Ajkal Desk

In the eyes of human and civil rights defenders, Bangladesh is a repressed nation. Among ongoing concerns are judicial harassment, threats, and attacks on human rights defenders and journalists. Furthermore, the draconian Digital Security Act (DSA) has been used against individuals who criticize people in power on social media, showing that repressive governments fear transparency. But the harassment is not confined to social media: the police have also disrupted and used excessive force against protesters, and there have been allegations of physical and mental torture, ill-treatment, and enforced disappearances by the security forces.

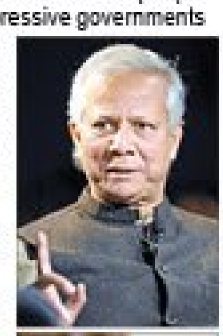

Ahead of elections - scheduled for January 2024 - there has been an escalating crackdown on the opposition. In July 2023, dozens of members of the U.S. Congress wrote to the U.S. ambassador to the United Nations, expressing their concerns over reports of a violent crackdown by the Bangladesh government on opposition parties and other dissidents ahead of the elections. They also sought the immediate suspension of Bangladesh's membership in the U.N. Human Rights Council until an "impartial and transparent" investigation into the government's alleged crimes against political opponents and others, including journalists, was completed. Human rights activists in the U.S. have also called for increased pressure, including additional sanctions, to ensure free and fair elections in Bangladesh. The concern about Bangladesh is not confined to the US: in June 2023, six members of the European Parliament wrote a letter to Josep Borrell, the European Union's foreign policy chief, requesting that he ensure free, fair, and neutral elections in Bangladesh. On August 4th, 2023, the U.N. High Commissioner for Human Rights spokesperson urged all political parties, their supporters, and the security forces to "ensure a peaceful, inclusive and safe environment enabling a free and fair ballot." He called on the authorities to ensure "all those canvassing ahead of next year's ballot are assured a safe and peaceful environment that respects and promotes political plurality and the expression of diverse views, in full respect for fundamental rights and freedoms." In recent months, human rights defenders have continued to be targeted, including through the judicial harassment of human rights organizations like Odhikar and We Are The People, the killing of a labor activist, and a smear campaign against a human rights defender in exile like Jacob Milton, Adilur Rahman Khan and Director ASM Nasiruddin Elan as well as harassment against an academic. Human rights groups have continued to raise concerns about disappearances. Efforts to silence journalists have persisted, while the opposition has been targeted with arrests and criminalization as well as excessive force around their protests. Right before the election on January 7th, 2024, the Government of Bangladesh hired online activists and journalists through a crime syndicate called BASUNDHARA GRUP led by Anvir Sobhan, (son of an organized crime boss, Shahalam, well known as LAND ROBBER in the capital city of Bangladesh) to create a smear campaign against activists in Europe and the USA. Basundhara, under Anvir Sobhan, runs multiple business entities in collaboration with the country's autocratic ruler. Shah Alam took properties both by submitting forged documents and gaining possession of land by force, as he successfully bribed government officials and especially corrupt members of law enforcement. In the absence of an effective judiciary, people do not dare to challenge Shahalam, as he has proven himself capable of kidnapping or killing virtually anyone and getting away with it. His youngest son killed an engineer who formerly worked for Basundhara, and Shahalam's eldest son, Anvir, killed his girlfriend. Both sons evaded responsibility by bribing the Prime Minister and her family. Once Basundhara was tasked to help by the autocratic ruler Sheikh Hasina, Anvir Sobhan, CEO of Basundhara, successfully bribed some online journalists like Elias Hossain, Kanak Sarwar, Monir Haider, Musfique Fazal Ansari, and Saifur Sagar. All of them were well-paid; besides hefty payments, Elias Hossain's wife and Kanak Sarwar's sister traveled to the USA with Prime Minister Sheikh Hasina with the help of Anvir Sobhan. Around that time, Jacob Milton, the Principal of We Are The People, became a headache for the Bangladeshi government. In response, a government-paid online activist started making videos against Jacob Milton in the USA, as he became a frequent visitor to the halls of the Department of State, Washington D.C., where he began asking serious questions about Sheikh Hasina, Prime Minister of Bangladesh, and the role India is playing in Bangladesh. These co-opted journalists also made videos and wrote articles about Adilur Rahman Khan and Director ASM Nasiruddin Elan, of Odhikar, an NGO in Bangladesh. These smear campaigns were brutal and full of lies, and spared no one's reputation. In that campaign, they stooped so low as to slander and libel not just Jacob Milton and Adilur Rahman Khan and Director ASM Nasiruddin Elan, but even Jacob Milton's cousin, niece, and an eleven-year-old grandchild.

13 International Organizations Asks UN to step up on Bangladesh

Shah Nawaz

In a letteter they said. recent events have placed Bangladesh at a critical juncture. Given the current precarity of the situation, the UN Human Rights Council should urgently support the establishment of an independent international justice and accountability mechanism to investigate recent rights violations during protests, and additionally ensure ongoing independent UN monitoring of the situation and reporting to the Council. Hundreds are presumed to have been killed, and thousands injured, during the unprecedented crackdown on the 'Bangla-Blockade' quota-reform protests, with excessive use of force, between July 15 and August 5, 2024. These protests ultimately led to Prime Minister Sheikh Hasina's resignation on August 5, 2024. The UN human rights chief, Volker Türk, has pledged a UN-led investigation into the killing of protesters. Soon after Sheikh Hasina resigned and left the country, tens of thousands of Bangladeshis celebrated the end of her rule. In some places, however, celebrations turned violent, with hundreds killed or injured as demonstrators engaged in reprisals against those perceived to have supported Hasina's government. Thousands of Hindu minorities gathered at the border, seeking to enter India, fearing further attacks. An interim government led by Nobel Peace Prize laureate Muhammad Yunus has been sworn in to office but with communities divided, there are severe risks of further grave human rights abuses. Police have been targeted as reprisals for past abuses, leading to the death of several policemen and vandalising of police stations. This has resulted in severe gaps in law enforcement and protection for minority groups and others facing violent attacks. We therefore urge you to take immediate steps to ensure an independent investigation and accountability and to prevent further human rights violations by ensuring that the UN Human Rights Council: Establishes an independent mechanism with a comprehensive mandate to investigate, collect, store, and analyse evidence and cooperate with credible and independent national and international bodies towards accountability in relation to the violent incidents of July and August 2024 and its root causes. The material scope of an investigation should encompass acts by all relevant actors, including security force abuses and violence against peaceful protesters by ruling party supporters during protests between July 15 and August 5, 2024, as well as attacks on minorities and perceived Awami League supporters in the aftermath of Sheikh Hasina's resignation on and after August 5. Mandates a comprehensive monitoring and reporting process on the situation in Bangladesh by the newly-established independent mechanism and/or the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, throughout the interim government's transition period, with regular updates to the Council. Through these entities, monitors whether the Bangladeshi authorities comply with their obligation under international human rights law to impartially, independently, and effectively investigate any person reasonably suspected of criminal responsibility for crimes under international law and other serious human rights abuses, and to ensure that alleged perpetrators are brought to justice through fair trials without recourse to the death penalty. Supports the establishment of a national independent accountability mechanism, that operates in accordance with international standards, accounting for violations prior to July 2024, including but not limited to enforced disappearances, extrajudicial killings, and torture with capacity for truth telling and reparations. Supports the interim government to urgently strengthen its legal and judicial capacity to undertake investigations into crimes under international law and gross human rights violations and ensure the full independence of legal and judicial bodies, including an effective national human rights commission in line with the Paris Principles.

The deadliest crackdown in Bangladesh's history : At least 440 people were killed, and thousands were injured in three weeks in July and August, as Bangladeshi security forces and supporters of Sheikh Hasina's Awami League party quashed student-led protests.[6] The protests were sparked in early July 2024 when courts reinstated a quota reserving 30 percent of government jobs for the relatives of veterans of the country's independence war, which protesters argued favoured supporters of the then-ruling party. These protests were peaceful until July 15, when members of the Bangladesh Chatra League (BCL) and Jubo League, youth groups of the Awami League party, backed by security forces, violently dispersed the protesters, killing six people. Solidarity protests spread across the country, and in some places turned violent.[8] In addition to the police, the government deployed the Border Guards Bangladesh (BGB), the Rapid Action Battalion (RAB), and the army to quell the protests. The government additionally ordered a curfew and shut down the internet. Following these measures, on August 4, over 114 people were killed as protesters clashed with security forces and ruling party activists. The next day, August 5, 2024, tens of thousands defied the curfew and started marching towards the capital, Dhaka. Sheikh Hasina fled the country on the same day. A petition convened by Amnesty International, demanding a thorough, effective, independent, and impartial investigation into the deaths and other human rights violations, has been signed by over 15,000 people from 96 countries and territories. Human rights organizations monitored and documented the grave human rights violations committed by Bangladeshi security forces and authorities during the policing of the protests. United Nations officials and experts repeatedly warned against the unnecessary and excessive use of force. Evidence collected and verified by Amnesty International demonstrates that Bangladeshi security forces repeatedly used unlawful force against unarmed student protesters, including the use of tear gas in enclosed spaces and indiscriminately firing rubber bullets, shotguns loaded with pellets, and assault rifles loaded with lethal ammunition.[13] Members

Mpox is not the new COVID: WHO official

Mostofa Anik Raj

A World Health Organization official stressed on Tuesday that mpox, regardless of whether it is the new or old strain, is not the new COVID, as authorities know how to control its spread.

"We can and must tackle mpox together," said Hans Kluge, WHO regional director for Europe, in a UN media briefing.

"So will we choose to put the systems in place to control and eliminate mpox globally? Or we will enter another cycle of panic and neglect? How we respond now and in the years to come will prove a critical test for Europe and the world," he added.

Mpox, a viral infection that causes pus-filled lesions and flu-like symptoms, is usually mild but can kill.

The clade 1b variety has caused global concern because it seems to spread more easily though routine close contact.

A case of the variant was confirmed last week in Sweden and linked to a growing outbreak in Africa, the first sign of its spread outside the continent. The WHO declared the recent outbreak of the disease a public health emergency of international concern after the new variant was identified.

Kluge said that the focus on the new clade 1 strain will also help in the fight against the less severe clade 2 variety that has spreading globally since 2022, allowing Europe to improve its response through better health advice and surveillance.

About 100 new cases of the clade 2 mpox strain are now being reported in the European region every month, added Kluge.

Mpox transmits through close physical contact, including sexual contact, but unlike previous global pandemics such as COVID-19 there is no evidence it spreads easily through the air.

Health authorities need to be on alert and flexible in case there are new, more transmissible clades or ones that change their transmission route, but there are no recommendations for people to wear masks, said WHO spokesperson Tarik Jasarevic.

ICC moves Women's T20 World Cup from Bangladesh to UAE

Ajkal Sports Desk

The International Cricket Council, or ICC, has announced that the Women's T20 World Cup 2024, originally set to be hosted by Bangladesh, will now be held in the United Arab Emirates.

The tournament is scheduled to take place from Oct 3 to 20 in Dubai and Sharjah.

ICC Chief Executive Geoff Allardice said: "It is a shame not to be hosting the Women's T20 World Cup in Bangladesh as we know the Bangladesh Cricket Board would have staged a memorable event. He acknowledged the efforts of the BCB to make the event possible in Bangladesh but noted that travel advisories from several participating teams' governments made it unfeasible. Despite the venue change, Bangladesh will retain the hosting rights for a future ICC global event.

"We look forward to taking an ICC global event to Bangladesh in the near future," Allardice said.

গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে সচেতনতা

১৮ পৃষ্ঠার পর

থাকলে।

** গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের লক্ষণ

গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের সাধারণত কোনো বিশেষ লক্ষণ থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গর্ভকালীন চেকআপের সময় এটি ধরা পড়ে। তবে কারও কারও ক্ষেত্রে রক্তে সুগারের মাত্রা অনেকখানি বেড়ে গেলে কিছু লক্ষণ দেখা দিতে পারে, যেমন-ঘন ঘন পিপাসা লাগা, আগের তুলনায় প্রস্রাবের বেগ ঘনঘন আসা, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, ক্লান্ত বোধ করা, বার বার ছোটখাটো অসুখ হওয়া, যেমন-ঘনঘন শরীরে ফোঁড়া হচ্ছে, বার বার প্রস্রাবে ইনফেকশন হচ্ছে, জিহ্বায় সাদা ক্যানডিডা বা ছত্রাকের আক্রমণ, মহিলাদের যৌনাঙ্গে ঘনঘন ছত্রাক জাতীয় রোগের সংক্রমণ, হাতে-পায়ের আঙুলের মাঝে ছত্রাকের আক্রমণ ইত্যাদি। কোথাও সামান্য কাটা-ছেঁড়া বা ঘা হওয়ার পর তা দ্রুত শুকাচ্ছে না।

** কী কী জটিলতা হতে পারে

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গর্ভকালীন ডায়াবেটিস থাকার পরেও গর্ভকাল অনেকটাই স্বাভাবিক থাকে এবং গর্ভের সন্তানও সুস্থভাবেই জন্মগ্রহণ করে। তবে কিছু ক্ষেত্রে মা ও গর্ভের শিশুর কিছু সমস্যা হতে পারে এবং প্রসবকালীন নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে।

** মায়ের জটিলতা

* গর্ভবতী অবস্থায় ব্লাড প্রেসার বেড়ে যেতে পারে। চিকিৎসা না করলে এটি গর্ভকালীন বিভিন্ন মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন প্রি-এক্লাম্পসিয়া বা একলাম্পসিয়া হয়ে খিঁচুনি হতে পারে।
* গর্ভাবস্থা পূর্ণ হওয়ার আগেই সন্তান প্রসব হয়ে যাওয়া, একে বলা হয় প্রিম্যাচিউর লেবার।
* গর্ভথলিতে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি বা কম হতে পারে।
* ঘনঘন ইনফেকশন হওয়া ও ইনফেকশনের কারণে সময়ের আগেই পানি ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।
* মৃত সন্তান প্রসব করা।
* প্রসব-পরবর্তী সময়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হতে পারে।

** গর্ভের শিশুর জটিলতা

* শিশু বা সন্তান আকারে স্বাভাবিকের চেয়ে বড় হওয়া যাকে বলে ম্যাক্রোসোমিয়া। এর ফলে জন্মের সময় শিশুর আঘাত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
* শিশুর জন্মগত ত্রুটি, সময়ের আগে জন্ম ও গর্ভেই মৃত্যু হতে পারে।
* নবজাতক হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা জন্মের পর শিশুর শরীরে সুগারের মাত্রা কমে খিঁচুনি, শ্বাসকষ্ট এবং দেহের তাপমাত্রা বজায় রাখার যে ক্ষমতা তা হারিয়ে ফেলতে পারে।
* ভবিষ্যতে শিশুর ওজন আধিক্য বা ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

গর্ভকালীন ডায়াবেটিস গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের পরে মা ও সন্তানের জন্য বিভিন্ন সমস্যার কারণ হতে পারে। তবে যদি এটি প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়ে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া হয় তবে সমস্যাগুলোর ঝুঁকি অনেকটাই কমে আসে।

** গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের চিকিৎসা

গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য জটিলতা এড়ানোর জন্য রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। রোগীদের মনে রাখতে হবে, বারডেমের প্রতিষ্ঠাতা এবং এ দেশে ডায়াবেটিস চিকিৎসার পথিকৃৎ প্রফেসর মোহাম্মদ ইব্রাহিম স্যারের মূল তিনটি উপদেশই ডায়াবেটিসের চিকিৎসার মূলমন্ত্র। তা হলো ইংরেজিতে তিনটি 'ডি'-

প্রথম 'ডি' : ডায়েট বা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ৬০ থেকে ৮০ ভাগ রোগী এতেই ভাল থাকেন।

দ্বিতীয় 'ডি' : ডিসিপ্লিন বা শৃঙ্খলা, সুশৃঙ্খল জীবনযাপনই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের মূল চাবিকাঠি।

তৃতীয় 'ডি' : ড্রাগ বা ওষুধ, খুব অল্প সংখ্যক রোগীরই এর প্রয়োজন পড়বে।

প্রথমত খাবারের দিকে নজর দিতে হবে। এ সময় সুষম খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হতে হবে। খাবারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন হালকা ব্যায়াম ও হাঁটার অভ্যাস করতে হবে। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন ও নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। লক্ষ রাখতে হবে, খাবার অতিরিক্ত কন্ট্রোল করা উচিত নয়, এতে গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি হতে পারে।

যদি এসবের পরেও রক্তে সুগারের মাত্রা না কমে, সেক্ষেত্রে চিকিৎসার জন্য ওষুধের প্রয়োজন পড়বে, যেমন-মুখে খাবার ট্যাবলেট বা ইনসুলিন ইনজেকশন। তবে গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় মুখে খাওয়ার ওষুধের পরিবর্তে ইনসুলিনের ব্যবহার নিরাপদ ও অধিক কার্যকর। গর্ভধারণের আগে থেকে ডায়াবেটিস থাকলে আগেই ওষুধ পরিবর্তন করে চিকিৎসকের পরামর্শে ইনসুলিন শুরু করতে হবে। সম্ভাব্য সমস্যাগুলো এড়ানোর জন্য গর্ভাবস্থা ও প্রসবকালীন সময়ে নিয়মিত ডাক্তারের পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে।

* গর্ভকালীন ডায়াবেটিস সন্তান প্রসবের পর কি ভালো হয়ে যায়

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মায়েদের বেশিরভাগেরই সন্তান প্রসবের পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে ডায়াবেটিস আর থাকে না। গর্ভকালীন ডায়াবেটিস থাকলে সন্তান প্রসবের পর যখন প্লাসেন্টা বের হয়, তখনই ব্লাড সুগার কমে যায়। প্লাসেন্টা থেকে যে হরমোনগুলো তৈরি হয়, সেগুলো ইনসুলিনকে কাজ করতে দেয় না। সুতরাং সেটি যখন শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়, তখন ইনসুলিন তার কার্যক্ষমতা ফেরত পায়, ব্লাড সুগার নরমাল হয়।

তবে যাদের গর্ভকালীন ডায়াবেটিস একবার হয়, তাদের ভবিষ্যত গর্ভধারণের ক্ষেত্রে আবারও গর্ভকালীন ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। সে সঙ্গে মায়ের টাইপ-২ ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকিও বাড়ে। তাই তাকে অবশ্যই একটা সুনিয়ন্ত্রিত খাদ্য ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে হবে। কোনোভাবেই ওজন বাড়তে দেওয়া যাবে না। সন্তান জন্মদানের ৬ থেকে ১৩ সপ্তাহ পরে রক্ত পরীক্ষা করতে হবে, ডায়াবেটিস আছে কি না জানার জন্য। যদি ডায়াবেটিস না থাকে, তাহলেও বছরে অন্তত একবার ডায়াবেটিস পরীক্ষা করতে হবে।

* ভবিষ্যৎ গর্ভধারণের পরিকল্পনা

গর্ভধারণের পরিকল্পনা করলে আগে থেকে অবশ্যই ডায়াবেটিস পরীক্ষা করতে হবে। যদি ডায়াবেটিস থাকে, তবে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সন্তান ধারণের পূর্বপ্রস্তুতি নিতে হবে। পরিকল্পিতভাবে গর্ভধারণের মাধ্যমে মা ও সন্তান সুস্থ থাকতে পারে।

মাঙ্কিপক্স কী, কীভাবে ছড়ায়?

১৮ পৃষ্ঠার পর

দেশে দেখা যায়।

এ রোগ থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ রাখার উপায় : আক্রান্ত ব্যক্তির সরাসরি সংস্পর্শে আসা থেকে বিরত থাকা। আক্রান্ত ব্যক্তি এবং সেবা প্রদানকারী উভয়ে মাস্ক ব্যবহার করা। সাবান পানি দিয়ে নিয়মিত হাত ধোয়া (৩০ সেকেন্ড ধরে। আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সাবান/ জীবাণুনাশক/ ডিটারজেন্ট দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা। আক্রান্ত জীবিত/মৃত বন্যপ্রাণী অথবা প্রাকৃতিক পোষক (যেমন ইঁদুর, কাঠবিড়ালি, খরগোশ) থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা।

তবে সাধারণত গৃহপালিত প্রাণী (যেমনঃ গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী, মহিষ) থেকে এ রোগ ছড়ায় না।

নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

২১ পৃষ্ঠার পর

যদি কোনো মুসলমান অমুসলিম নাগরিকের ওপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার কোনো বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকদের পক্ষাবলম্বন করব' (আবু দাউদ)। হজরত আবু বাকারা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন' (মুসনাদে আহমদ)। এছাড়া মহানবি (সা.) এটিও বলেছেন, 'তোমরা মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থেক, যদিও সে কাফির হয়। তার মাঝখানে আর আল্লাহর মাঝখানে কোনো পর্দা নেই (অর্থাৎ তার বদদোয়া দ্রুত কবুল হয়ে যায়)' (মুসনাদে আহমদ)।

এছাড়া আমরা লক্ষ করি মানবসেবায় আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তির প্রতিও মহানবি (সা.) শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন ও তাদের খেয়াল রাখতেন। একবার তাই গোত্রের লোকেরা মহানবি (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। এতে তাদের কিছুসংখ্যক লোক বন্দি হয়ে এসেছিল। তাদের মধ্যে আরবের প্রসিদ্ধ দাতা হাতেমের এক মেয়েও ছিল। যখন সে মহানবি (সা.)-এর কাছে বলল, সে হাতেম-তাঈর মেয়ে, এ কথা শুনে মহানবি (সা.) তার সঙ্গে অত্যন্ত সুন্দর ব্যবহার করলেন এবং তার সুপারিশক্রমে তার গোত্রের শাস্তি ক্ষমা করে দিলেন' (সিরাত হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ-২২৭)।

আমরা যদি সেই সময়ের ঘটনা লক্ষ করি যখন মক্কার লোকেরা মহানবি (সা.)-এর কোনো কথাই যখন শুনতে চাচ্ছিল না, তখন তিনি (সা.) তায়েফের দিকে দৃষ্টি দিলেন। যখন তিনি (সা.) তায়েফ পৌঁছলেন, তখন সেখানকার নেতারা তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আসতে লাগল। কিন্তু কেউই সত্য গ্রহণ করতে রাজি হলো না। সাধারণ লোকরাও তাদের নেতাদেরই অনুসরণ করল এবং খোদার বাণীর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করতে লাগল। এখানে ঘটনা সংক্ষেপ করছি, কেননা-আপনাদের সবারই এ ঘটনা জানা আছে। পরিশেষে তারা সব অভদ্র ছেলে ছোকরাদের একত্রিত করল। তারা প্রত্যেকেই ঝোলাভর্তি পাথরের টুকরা নিল। তারা নির্মমভাবে মহানবি (সা.)-এর ওপর পাথর মারতে থাকে। অবিশ্রান্তভাবে পাথর মারতে মারতে মহানবি (সা.)কে শহর থেকে বাহিরে নিয়ে গেল। শ্রেষ্ঠ রাসুলের দুটি পা রক্তাক্ত হয়ে উঠল। তারপরও তারা ঠান্ডা হলো না, যতক্ষণ না তিনি (সা.) শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি পাহাড়ে এসে পৌঁছলেন। এ লোকগুলো যখন তার পিছু পিছু ধাওয়া করছিল, তখন তিনি এই ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন, আল্লাহর গজব না আবার তাদের ওপর পড়ে। তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখছিলেন এবং কাতর প্রাণে প্রার্থনা করছিলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে ক্ষমা করে দাও! কেননা এরা জানে না, এরা কী করছে।' একটু ভেবে দেখুন, আঘাতে জর্জরিত ও লোকদের তাড়া খেয়ে তার শরীরে চলার মতো আর শক্তি ছিল না। এত কিছুর পরও তিনি (সা.) তাদের অভিশাপ দেননি বরং তাদের জন্য দোয়াই করেছেন।

হাদিসে আছে, মুসলিম দেশে বসবাসকারী বিধর্মীদের সম্বন্ধে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, যদি কোনো মুসলমান এদের হত্যা করে, তাহলে সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ হাদিস দ্বারা হজরত রাসুলে করিম (সা.) মুসলিম ও অমুসলিমের জান ও মালের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করেননি। আরেক জায়গায় তিনি (সা.) বলেন, 'বিধর্মীদের ধন-সম্পদ আমাদেরই ধন-সম্পদের মতো এবং তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতোই মূল্যবান।' এখানেও আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, অমুসলিমদের সব ধরনের স্বাধীনতা আছে। তাদের জান, মাল ও ধর্মীয়-উপাসনালয়ের সব কিছুই মুসলমানদের জান, মাল ও ধর্মীয়-উপাসনালয়ের মতো গ্রহণযোগ্য।

হজরত মুহাম্মদ (সা.) তার জীবন দ্বারা একথা প্রমাণ করে গিয়েছেন, ধর্মের নামে কোনো অন্যায়-অবিচার নেই। সব ধর্মের সম্মানিত ব্যক্তিরা ও তাদের ধর্মীয় উপাসনালয়গুলো শ্রদ্ধার বস্তু। মহানবি (সা.)-এর শিক্ষাগুলোকে আজ আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সমাজের সর্বক্ষেত্রে এবং সব জাতির মাঝে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। আমরা যদি মহানবি (সা.)-এর জীবনাদর্শ পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাই, তিনি কতটা উত্তম আচরণ করেছেন অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে আর একই শিক্ষা আমাদের দিয়ে গেছেন। তিনি (সা.) যে দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তাই এরূপ আজিমুশ্বান নবির (সা.) ওপর লাখ লাখ দরুদ ও সালাম। ইয়া রাব্বি সাল্লি আলা নাবিয়্যেকা দায়েমান ফি হাযিহিদ্দুনিয়া ওয়া বা'সিন সানী। আল্লাহতায়ালা আমাদের সবাইকে বিশ্বনবি (সা.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

লেখক : ইসলামি গবেষক ও কলামিস্ট।

বিপ্লবী প্রজন্ম ও একটি অভ্যুত্থান

১২ পৃষ্ঠার পর

দেখেছে। গণতন্ত্রের ধ্রুবতারা হয়ে তারা বড় হয়, কিন্তু কখনো কাঠামো ভেঙে নতুন কিছু গড়ার সাহস দেখায় না। নিরাপত্তার খোলসে মুড়ে রেখে তারা তাদের জীবনকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে চেয়েছে, কিন্তু সমাজ বা রাজনীতিতে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তনের ঝড় তোলেনি। ফলে এ প্রজন্মটি তেমন কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। এ প্রজন্ম বাস্তবতার বুননে দক্ষ, নিজের জীবনের উন্নতি সাধনে সফল হলেও সমাজের বুকে নতুন গল্প লেখার তাগিদ অনুভব করেনি। তাদের পথচলা ছিল নীরব, কিন্তু সেই নীরবতার মধ্যেও ছিল এক ধরনের সফলতার সূক্ষ্মতা-বাস্তবিক হওয়ায় বিদ্যমান কাঠামোর মধ্যে থেকেও নিজের জীবনে উন্নতি সাধনে তারা বেশ সফল।

জেনারেশন জেড, যার জন্ম ১৯৯৬ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে, বর্তমানে তাদের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ সদস্যের বয়স ২৮ বছর। এ প্রজন্মকে সংক্ষেপে 'এবং জ' বলা হয়। বর্তমানে তারাই সামাজিক মাধ্যম এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে ব্যাপক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। এদের 'ঘন্ত এবং' ও 'অভ্রনবং' নামেও পরিচিত করা হয়। জেনারেশন জেড বেড়ে উঠেছে অটোমেশন, স্মার্ট প্রযুক্তি এবং সামাজিক মাধ্যমের গভীর প্রভাবের মধ্যে, যা তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এ প্রজন্মের সদস্যরা ইন্টারনেট ছাড়া একমুহূর্তও কাটাতে প্রস্তুত নয় এবং এটি তাদের জীবনের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে।

জেনারেশন জেড হলো প্রথম সামাজিক প্রজন্ম, যারা শৈশব থেকেই ইন্টারনেট এবং পোর্টেবল ডিজিটাল প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত। তাদের 'ডিজিটাল নেটিভস' বলা হয়, কারণ তারা এ প্রযুক্তির সঙ্গে এতটাই মিশে গেছে যে এটি তাদের জন্য একটি দ্বিতীয় প্রাকৃতিক ভাষার মতো। এ প্রজন্ম তাদের পুরো জীবনদশায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রত্যক্ষ করছে। তাদের মানসিকতা অনেকটাই প্রয়োগমুখী ও উদার, যা ভবিষ্যতের সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাদের হৃদয়ে মুক্তির শিখা জ্বলে, তাদের সান্ত্বনা দেয় ন্যায়তার আলো।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৩৬ শতাংশকে জেন জেড হিসাবে গণ্য করা হয়, যার একটি বড় অংশ ছাত্রছাত্রী এবং সামান্য কিছু অংশ সম্প্রতি শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করেছে। এ প্রজন্মের সদস্যরা ইন্টারনেট ও সামাজিক মাধ্যমে অত্যন্ত সক্রিয় এবং তারা পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত ও মুক্তমনা। তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে সক্ষম এবং প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনে আগ্রহী। ফলে মিথ্যার বেড়াজালে তাদের বন্দি রাখা যায় না, কারণ তারা সত্যের আলোয় সবসময় উদ্ভাসিত। জেনারেশন জেড তাদের দৈনন্দিন জীবনে ডিজিটাল ডিভাইসে উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, এ প্রজন্ম দৈনিক গড়ে ৬ থেকে ১০ ঘণ্টা ডিজিটাল ডিভাইসে, বিশেষ করে স্মার্টফোন, ট্যাবলেট ও কম্পিউটারে সময় কাটায়। তাদের মধ্যে সামাজিক মাধ্যম এবং ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফরমগুলোর প্রতি বিশেষ আসক্তি রয়েছে, যা তাদের ব্যাপক তথ্যপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত রাখে। এ তথ্যপ্রবাহের কারণে এই প্রজন্মের কাছ থেকে কোনো ঘটনা বা বিষয় লুকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। ২০০৯ সালে যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে, তখন জেন জেড প্রজন্মের সবচেয়ে সিনিয়র সদস্যদের বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর। ফলে এ প্রজন্ম তাদের কৈশোর থেকে যৌবন পর্যন্ত একটি একক দলের শাসনকালে বেড়ে উঠেছে। ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়কালে সরকারের দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারী আচরণ জেন জেডের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোট দেওয়ার সুযোগের অভাব এবং স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের সীমাবদ্ধতা তাদের মধ্যে একটি চাপা ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে, যা দীর্ঘ সময় ধরে পুঞ্জীভূত হয়েছে।

ইতিহাস থেকে দেখা যায়, এ ধরনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রায়ই বিস্ফোরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যা নতুন পৃথিবী ও নতুন সমাজব্যবস্থার সূচনার পথ তৈরি করে। জেনারেশন জেডের অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা যায়, তারা হয়তো সেই পরিবর্তনের অগ্রদূত হতে চলেছে, যা বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

আমরা আজ জেনারেশন জেডের হাত ধরে এক নতুন ভোরের আহ্বান দেখছি, যেখানে সমাজ ও রাজনীতির ধারা পরিবর্তনের বিপ্লবী সুর বাজছে। ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টের ঘটনাগুলো এদেশের মানুষের হৃদয়ে অঙ্কিত হয়েছে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় হিসাবে। রাজপথে নেমে, বুক পেতে, নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে যে তরুণ প্রজন্ম দাবি আদায়ে সংগ্রাম করছে, তাদের প্রত্যেক সদস্য যেন একেকজন আবু সাঈদ, একেকজন মুগ্ধ-সাহসী, অদম্য, বিপ্লবী। ২০১৮ সাল থেকে আমি জেনারেশন জেডকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছি। বিশেষ করে নুরুল হকের নেতৃত্বে শুরু হওয়া কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় তাদের সঙ্গে কাজ করার এবং মতবিনিময়ের অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে। সে সময়ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাধীনতার প্রতি গভীর আকাঙ্ক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের তীব্র ইচ্ছা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল।

তবে লক্ষণীয়, ২০১৮ সালের আন্দোলনে ওয়াই প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল এবং মূলত তারাই নেতৃত্ব দিয়েছিল। সেসময় সরকার আন্দোলন নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। যদিও আন্দোলন চলাকালে সরকারের পক্ষ থেকে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল, তবে কোনো প্রাণহানি না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের সহজেই শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে, ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সম্পূর্ণভাবে জেন জেড নেতৃত্ব দেয়। এ আন্দোলনটি পূর্ববর্তী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠলেও এটি জেনারেশন জেডের প্রজ্ঞা, নেতৃত্বের দক্ষতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির একটি স্পষ্ট উদাহরণ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

জেনারেশন জেডের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তাদের নমনীয়তা ও প্রজ্ঞা। ২০১৮ সালের আন্দোলন থেকে ২০২৪ সালের সাম্প্রতিক বিপ্লব পর্যন্ত আমরা দেখেছি এ প্রজন্ম কীভাবে শান্তিপূর্ণ ও অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে একটি অভ্যুত্থানের রূপ দিতে সক্ষম। সরকারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা, যারা বুমার বা এক্স প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত, তারা জেন জেডের মনস্তত্ত্ব ও ভাবনা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। বরং, তারা এ প্রজন্মকে 'টিকটক প্রজন্ম' বলে অবজ্ঞা করেছেন, যা সরকারের বিচক্ষণতার অভাবের প্রতিফলন।

জুলাই-আগস্টের আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ প্রজন্ম কেবল প্রজ্ঞাবান নয়, বরং তারা অত্যন্ত সুসংগঠিত ও সংযুক্ত। জেনারেশন জেড তাদের আন্দোলনকে জাতির সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে যে, তা বিভিন্ন প্রজন্মের সদস্যদের অকুণ্ঠ সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছে। তাদের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো দেশকে নতুন করে গড়ে তোলা।

গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ থেকে প্রতীয়মান হয়, একটি নতুন পৃথিবী এবং নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারা বিশেষ ভূমিকা পালন করবে এবং আমরা আশাবাদী, জেন জেড আমাদের এক নতুন বাংলাদেশের দিকে নিয়ে যাবে। এ প্রজন্মের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন দেশের নতুন ইতিহাস রচনার ইঙ্গিত দেয়। তারা শুধু পরিবর্তনের স্বপ্নই দেখে না, বরং তা বাস্তবায়নের ক্ষমতাও রাখে। বাংলাদেশের জেন জেড প্রজন্মের হাত ধরে একটি নতুন সূচনা আসন্ন, যা আমাদের একটি প্রগতিশীল, সমতাভিত্তিক সমাজের দিকে এগিয়ে নেবে। তাদের নেতৃত্বে আমরা দেখতে পাব একটি নতুন বাংলাদেশ, যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত থাকবে।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

সবার আগের দরকার গণমাধ্যমের সংস্কার

১২ পৃষ্ঠার পর

পৃথিবীর ইতিহাসে এটা বিরল। শুধু বিরল না গত একশ বছরেও এমনটা ঘটেনি। এমন আর ঘটবে বলেও মনে হয় না। এমনটা হয়েছে স্খলিত দলীয়করণের জন্য। এমনটা হয়েছে অবাধ দুর্নীতির জন্য, কোনো জবাবদিহিতা না থাকার কারণে। সরকারের সব প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতিবাজরা জাঁকিয়ে বসেছিল। রাষ্ট্রও সর্বোচ্চ পদ থেকে সর্বনিম্ন পদ পর্যন্ত দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল।

গত পনেরো বছর রিহ্যাবেরও একই পরিস্থিতি ছিল। আমরা তার ভুক্তভোগী। আমাদেও মতো অনেকেই। ঢাকার নিকুঞ্জতে আমার স্ত্রী পৈত্রিক সূত্রে একটি প্লট পেয়েছিল। ২০১৪ সালে রানা ডেভলপমেন্ট নামে একটি মাঝারি গোছের বিল্ডার প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছিল প্লটটি। চুক্তি ছিল ৩৬ মাসের মধ্যে ফ্ল্যাট বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু ১৩২ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও কাজ শেষ করেনি। আজও লিফট লাগায়নি, সাইনিং মানির পুরো টাকা দেয়নি এবংসময় মতো কাজ শেষ না হলে মাসে মাসে ৫০ হাজার টাকা বাড়িভাড়া বাবদ দেওয়ার যে চুক্তি ছিল তাও বরখেলাপ করেছে এবংঅত্যন্ত নিম্নমানের রড, সিমেন্ট, টাইলসএবংঅন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করেছে। এ নিয়ে রিহ্যাবে অসংখ্যবার অভিযোগ করার পরও কোনো প্রতিকার পাইনি। উল্টো হুমকি-ধমকি দেয়া হয়েছে। এসবের কারণ বিল্ডার আওয়ামী লীগ করেন, রিহ্যাবের পরিচালক ছিলেনএবং সর্বশেষ সংসদেও সংরক্ষিত কোটায় এমপি হয়েছিলেন।

কিছু স্বপ্ন, কিছুআশা : আজ একটা স্বপ্নের কথা বলি। অনেকদিন থেকেই স্বপ্নটা লালন করছি। কিন্তু কখনও প্রকাশ করার সুযোগ হয়নি। প্রথম স্বপ্ন ছিল দেশে একটা লাইব্রেরি করার। মুক্তিযুদ্ধের উপর বিশেষায়িত লাইব্রেরি। মুক্তিযুদ্ধের উপর লেখা কবিতা, গল্প, উপন্যাস এবংঅন্যান্য বই থাকবে সেখানে। যেন আমাদের নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বের কথা, আত্মত্যাগের কথা জানতে পারে। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের যেন চিনতে পারে নতুন প্রজন্ম। সেই লাইব্রেরি আজও স্বপ্নই রয়ে গেছে। অনেকদূও কাজ এগোনোর পরও শেষ করতে পারিনি। এর কারণ হচ্ছে বিদেশে থাকি, জীবনযুদ্ধ, রুটি-রুজির ব্যবস্থা করতে করতেই অনেকখানি সময় চলে গেছে। আবার অনেকে নিরুৎসাহিতও করেছে। কেউ নাকি আজকাল লাইব্রেরিতে যায়না, বই পড়েনা। সবাই ফোন নিয়ে বসে থাকে। কিন্তু এই ধারণাটা আমার ভেঙে গেছে। আমাদের তরুণরা যেটা করেছে এ রকম ঘটনা আগামী একশ বছরেও আর ঘটবে না। সুতরাং আমি খুবই আশাবাদী তরুনরা বই পড়বে। আমাদের ইতিহাসঐতিহ্য জানবে। তারাই ভবিষ্যত স্বপ্নদ্রষ্টা।

এবার নতুন স্বপ্নের কথাটি বলি। আমি দেড় দুই বছরের মধ্যেই রিটায়ারমেন্টে চলে যাব। প্রফেসর ইউনুস বলেছেন বয়স কোনো ব্যাপার না। নিজেকে তিনি একজন বয়স্ক তরুণ বলেছেন এবং দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন, যেটা খুবই উৎসাহব্যাঞ্জক। তাই আমি দেশে ফিরতে চাই। দেশে ফেরার স্বপ্নটা অনেকদিন থেকেই লালন করছি। দেশে ফিরেও আমি লাইব্রেরিটা শেষ করার পাশাপাশি বৃদ্ধাশ্রম করার উদ্যোগ নিতে চাই। এটিএকটা আন্দোলনের মতো। বাংলাদেশের বৃদ্ধরা খুবই অসহায়। আমার অনেক আত্মীয় স্বজনদের দেখেছি, পরিচিতজনের দেখেছি, আমার মাকেও দেখেছি। আবার অনেকেরই কেউ নাই, ছেলে মেয়েরা দায়িত্ব নিতে পারেন না, নিতে চান না। আর্থিক অসচ্ছলতা আছে। অসুখে চিকিৎসা পান না, কথা বলার মানুষ থাকে না, নিঃসঙ্গ জীবন। এজন্য দরকার বৃদ্ধাশ্রম। যেখানে সব সুযোগ-সুবিধা থাকবে। একটা কমিউনিটি গড়ে উঠবে।

ব্যক্তি পর্যায়ে বেশ কিছু বৃদ্ধাশ্রম গড়ে উঠলেও তা পর্যাপ্ত নয়। এজন্য বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করব। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে আদর্শ মসজিদ তৈরী করতে পারলে বৃদ্ধাশ্রমও গড়ে তোলা সম্ভব। উন্নত দেশগুলোয় বয়স্কদের জন্য অনেক প্রোগ্রাম থাকে, তারা যেন শেষ জীবনটা সুখে-শান্তিতে থাকতে পারেন সেই চেষ্টা করে এসব দেশ। কানাডায় সিনিয়র স্ট্যান্ডার্ড বৃদ্ধাশ্রম আছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াএটা সম্ভব না। এজন্য দেশের সম্পদশালীরাও এগিয়ে আসতে পারেন। আমাদের দেশের ধনাঢ্য শ্রেণী একদমই চ্যারিটি করতে জানেন না। এই কালচারই গড়ে ওঠেনি। বরং গরীবের সম্পদ লুন্ঠন করেন। বিল গেটস বা ওয়ারেন বাফেটরা তাদের সম্পদেও অনেকটাই চ্যারিটি করেন। আমাদের দেশের সম্পদশালীরা এদের থেকে অনুপ্রাণিত হতে পারেন। সরকার বা ধনী ব্যক্তিদের মানবিক হতে হবে। তাহলেই দেশজুড়ে একরকমএকটি বৃদ্ধাশ্রমের কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব। জানি কাজটা এত সহজ হবে না, কিন্তু আমি আবেদন রেখে গেলাম। একদিন আমরা সবাই বৃদ্ধ হবো। ভবিষ্যতের কথা ভেবেইএমনটি করা উচিত।

লেখক : কথাসাহিত্যিক, টরন্টো।

EAT
EXPERT AUTOMATION TEAM

Learn and Start a Career in Tech.

Earn $90k to $115k Annually.
Job Placement Assistance Available

646-321-7507 | 646-262-0268
info@expertautomationteam.com
www.ExpertAutomationTeam.com

- **QA Automation with Java Selenium**
- **QA Automation with Python Selenium**
- **QA Automation with Cypress JavaScript**
- **QA Automation with API Testing**
- **QA Automation with Performance Testing**

DevTangle

Fullstack IT Solutions and Digital Marketing Agency

Do you have an online presence? Would having additional business revenue help?

Contact Us Today.

646-321-7507
ask@devtangle.com
www.DevTangle.com

- **Custom Web Development**
- **Custom Software Development**
- **Mobile App Development**
- **UI/UX Design**
- **Tech Consulting and Strategy**
- **Digital Marketing**

হাঁটুব্যথায় ২০ সমাধান

১৮ পৃষ্ঠার পর

করে ব্যথা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

শকওয়েভ থেরাপি : শকওয়েভ থেরাপি ব্যথা কমাতে কার্যকর।

সমর্থক প্যা/ অরথোসিস : হাঁটুর জন্য বিশেষ সমর্থক প্যা/অরথোসিস ব্যবহার করলে সাপোর্ট পাওয়া যায়।

ওয়াটার/ পানি থেরাপি : গরম পানির মধ্যে ব্যায়াম করলে হাঁটুর ব্যথা কমে।

যোগ ব্যায়াম : যোগ ব্যায়াম করলে হাঁটু এবং শরীরের অন্যান্য অংশ শক্তিশালী হয়।

পুষ্টিকর খাদ্য : পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করলে জয়েন্টের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

ভিটামিন ও খনিজ : গ্লুকোজ অ্যামাইন, ভিটামিন ডি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খনিজ গ্রহণ করলে জয়েন্ট শক্তিশালী থাকে।

বায়োফিডব্যাক থেরাপি : বায়োফিডব্যাক থেরাপি প্রয়োগ করে ব্যথা কমানো যায়।

PRP ইঞ্জেকশন : PRP ইঞ্জেকশন (Platelet-Rich Plasma) হলো একটি আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি যেখানে রোগীর নিজস্ব রক্ত থেকে প্রাপ্ত প্লাজমা ইনজেক্ট করা হয়। এটি হাঁটুর কার্টিলেজ পুনর্গঠন এবং প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে। চক্ষু ইঞ্জেকশন গ্রহণ করার আগে অবশ্যই একজন ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কারণ, এটি সবার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য অবস্থার ওপর নির্ভর করে।

লেখক : ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিশেষজ্ঞ।

তরুণদের প্রতি নবিজির আহ্বান

২১ পৃষ্ঠার পর

থাকার কারণে শক্তিশালী যুবকরা যেসব কাজ আঞ্জাম দিতে পারে তা আঞ্জাম দেওয়া বয়স্কদের দ্বারা সম্ভব নয়। ইসলামের সুমহান বাণী ও আদর্শ যারা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে পৌঁছে দিয়েছেন তাদের অগ্রযাত্রায় রয়েছেন একঝাঁক তরুণ সাহাবি। তন্মধ্যে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস, মুয়াজ ইবনে জাবাল, যায়েদ ইবনে সাবেত, খালেদ ইবনে ওয়ালিদ ও যুবায়ের ইবনে যায়েদ (রা.) প্রমুখ যুবক সাহাবিদের ভূমিকা অপরিসীম। তারা সবাই ছিলেন তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইসলামের বার্তা পৌঁছানোর গুরু দায়িত্ব পালন ছাড়াও দেশ, জাতি ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তারা। তারুণ্যের সময়টাকে পবিত্র কুরআনে 'শক্তি' হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। তারুণ্য সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনের সূরা রুমের ৫৪ নং আয়াতে বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের দুর্বল (শিশু) অবস্থায় সৃষ্টি করেন অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তি দান (যৌবন) করেন; শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য'। এ কারণে ইসলাম তরুণদের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং কল্যাণে বিশেষ পরিচর্যার কথা বলেছে। আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা.) যে কোনো ক্ষেত্রে সব সময় তরুণদের গুরুত্ব দিতেন, তিনি তরুণদের খুব ভালোবাসতেন। রাসূল (সা.) যৌবনকালকে গনিমত তথা 'মূল্যবান সম্পদ' হিসাবে অভিহিত করে তা মূল্যায়ন করার তাগিদ দিয়েছেন। কেননা জীবনের শ্রেষ্ঠ এ সময় সম্পর্কে পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মুসতাদরাকে হাকেমে বর্ণিত হাদিসে আমর ইবনে মায়মুন আল আওদি (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশস্বরূপ বলেন, পাঁচটি বস্তুর আগে পাঁচটি বস্তুকে গনিমত মনে কর। যথা-১. তোমার বার্ধক্য আসার আগে যৌবনকে ২. অসুস্থ হওয়ার আগে সুস্থতাকে ৩. দরিদ্রতার আগে সচ্ছলতাকে ৪. ব্যস্ততার আগে অবসরকে এবং ৫. মৃত্যুর আগে জীবনকে। তরুণদের সম্পর্কে রাসূল (সা.) জামে তিরমিজিতে বর্ণিত হাদিসে আরও বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন মানুষকে ৫টি প্রশ্ন করা হবে। তার মধ্যে একটি হলো তার তারুণ্যকে সে কীভাবে অতিক্রম করেছে, যৌবনকে কীভাবে ব্যয় করেছে'। আল্লাহ প্রদত্ত জীবনের এ মূল্যবান সময়টাকে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর নির্দেশিত পথে পরিচালনা না করলে হাশরের ময়দানে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। একজন মানুষের সফল বা ব্যর্থ হওয়া তার ক্ষমতার ওপর যতটা না নির্ভর করে, তার চেয়ে বেশি তার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে। যারা সফল হয়, তারা সফল হওয়ার আগে থেকেই সফল মানুষের মতো আচরণ করে। এ বিশ্বাসই একদিন সত্যে পরিণত হয়। আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে, আপনি অবশ্যই সফল হবেন, তবে আপনার ব্যবহারেও তা প্রকাশ পাবে। বস্তুত দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করলে নিজেকে সংশোধন করা সম্ভব-১. আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করা, যার ফলে তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সহজ হয় ২. সময়ের অপচয় রোধ করা। কেননা মন যেমন চায় তেমন না চলে সত্য পথের অনুসরণ করলে অন্তর প্রশান্ত হয়ে ওঠে। সূরা নাজিয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, 'যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় জাহান্নামই হবে তার আবাস। পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস।' রাসূলুল্লাহ (সা.) সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হাদিসে বলেন, 'তরুণ বয়সের ইবাদতকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। একজন বৃদ্ধের ইবাদতের চেয়ে আল্লাহ বেশি খুশি হন ওই যুবকের ইবাদতে, যে যৌবন বয়সে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকে'।

লোভের কারণে দ্বীন ও ঈমান ধ্বংস হয়

২১ পৃষ্ঠার পর

জন্য। আর ওই মাল তোমার নয়, যতক্ষণ না তুমি তা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করবে'। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আর তুমি কখনো প্রসারিত কর না তোমার দুচোখ সে সবের প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে দুনিয়ার জীবনের জাঁকজমক স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়েছি। যাতে আমি সে বিষয়ে তাদের পরীক্ষা করে নিতে পারি। আর তোমার রবের প্রদত্ত রিজিক সর্বোৎকৃষ্ট ও অধিকতর স্থায়ী। (সূরা ত্বহা আয়াত : ১৩১)। সম্পদের লোভের চেয়ে ভয়াবহ হলো নেতৃত্ব ও মর্যাদার লোভ। নেতৃত্ব ও মর্যাদার লোভে মানুষ দুহাতে মুষলধারে বৃষ্টির মতো অর্থ ব্যয় করে। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা সত্বর নেতৃত্বের লোভী হয়ে পড়বে। অথচ সেটি কিয়ামতের দিন লজ্জার কারণ হবে। অতএব, কতই না সুন্দর দুগ্ধ দায়িনী ও কতই না মন্দ দুগ্ধ বিচ্ছিন্নকারিণী'। (বুখারি : ৭১৪৮)। পদপ্রার্থী হয়ে অর্থের বিনিময়ে নির্বাচকদের প্রভাবিত করার ঘটনা নতুন কিছু নয়। পদ পেয়ে অহংকারবোধ এবং মানুষের কাছে প্রশংসা কামনা করে। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'যারা তাদের কৃতকর্মের প্রতি খুশি হয় এবং যা তারা করেনি তা নিয়ে প্রশংসিত হতে পছন্দ করে, তুমি তাদের আজাব থেকে মুক্ত মনে কর না। আর তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।' (সূরা আল ইমরান আয়াত : ১৮৮)। ভোগবাদী সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে, একদিন তো মরেই যাব, খাও-দাও ফুর্তি কর। জ্ঞান ও আমলের মাধ্যমে মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব কামনা। লোভ-লালসাই মানুষকে পরকালের কথা ভুলিয়ে রাখে। আসলেই রং-রসে পূর্ণ পৃথিবীর সকল শেষ হবে মুনাফিকের। তবে আল্লাহভীতি ও পরকালে জবাবদিহিতার ভয় মানুষকে অল্পে তুষ্টি হতে শিখায়। রাসূল (সা.) বলেন, 'কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক কদমও নিজের জায়গা থেকে সামনে নড়তে দেওয়া হবে না। তা হলো-তার জীবনকাল কীভাবে অতিবাহিত করেছে, যৌবনের সময়টা কীভাবে ব্যয় করেছে, ধন-সম্পদ কীভাবে উপার্জন করেছে এবং তা কীভাবে ব্যয় করেছে, সে দ্বীনের (ইসলাম) যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে সেই অনুযায়ী আমল করেছে কিনা বা কতটুকু করেছে। (তিরমিজি : ২৪১৬)। রাসূল (সা.) দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদের দুনিয়াতে মঙ্গল দাও ও আখেরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদের জাহান্নামের আজাব থেকে বাঁচাও'। (বুখারি : ৪৫২২)। আমাদের লক্ষ্য হোক, পার্থিব লোভমুক্ত জীবন এবং পরকালীন মুক্তি কামনা।

অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কুরআনের নির্দেশনা

২১ পৃষ্ঠার পর

উসমান ও আলী (রা.)-এর মতো মানবেতিহাসখ্যাত শাসক ও মনীষী। এ ব্যবস্থা আত্মস্থ করে এমন একদল মানুষ তৈরি হয়েছিলেন, যারা অপরাধের পর বিবেকের কশাঘাতে টিকতে না পেরে নিজেদের অপরাধের বিচার প্রার্থনার জন্য নবিজির বিচারালয়ে হাজির হতেন। নিজে ক্ষুধার্ত থেকে অভুক্তকে নিজের খাদ্য বিলিয়ে দেওয়ার মানসিকতা গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে। তাদের পরিচালিত রাষ্ট্রে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে রাতে-দিনে সুন্দরী-রূপবতী মহিলারা মূল্যবান সব অলংকার পরে একাকী পথ চলেছে, কিন্তু কেউ তাকে জিজ্ঞেসও করেনি। কেউ তার দিকে চোখ তুলে দৃষ্টিপাতও করেনি। প্রত্যেকটি মানুষ পরস্পরের জানমাল, ইজ্জত-আবরুর বিশ্বস্ত আমানতদার বনে গিয়েছিল। এ ধরনের তাকওয়াভিত্তিক রাষ্ট্রের উন্নয়নকল্পে আল্লাহ আসমান ও জমিনের দুয়ারগুলো খুলে দেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, যদি সে সময় জনপদের মানুষগুলো ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি তাদের ওপর আসমান ও জমিনের যাবতীয় বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে, অতঃপর তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য আমি তাদের পাকড়াও করেছি। (সূরা আরাফ, আয়াত : ৯৬)। হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মাখজুম গোত্রের এক নারীর চুরির ঘটনা কুরাইশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুলল। এ অবস্থায় তারা বলাবলি করতে লাগল এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে কে আলাপ করতে পারে? তারা বলল, একমাত্র রাসূল (সা.)-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ উসামা বিন জায়েদ (রা.) এ ব্যাপারে আলোচনা করার সাহস করতে পারেন। উসামা (রা.) নবিজির সঙ্গে কথা বলেন। নবিজি বললেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘনকারিণীর সাজা মওকুফের সুপারিশ করছ? অতঃপর নবিজি দাঁড়িয়ে খুতবায় বললেন, তোমাদের আগের জাতিগুলোকে এ কাজই ধ্বংস করেছে, যে যখন তাদের মধ্যে কোনো বিশিষ্ট লোক চুরি করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অন্যদিকে কোনো অসহায় গরিব সাধারণ লোক যদি চুরি করত, তখন তার ওপর হদ জারি করত। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মদ-এর কন্যা ফাতেমা চুরি করত, তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৪৭৫)। এ হাদিস থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় জাতি, গোত্র, বর্ণ নির্বিশেষে সর্বকালে সব সমাজে ইসলামি আইন সমতার বিধান করে। এখানে জাতি, গোত্র, আর বর্ণের কোনো বিভেদ থাকে না। আমাদের দেশে দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপগুলো সাময়িকভাবে দুর্নীতির বিস্তার রোধ করেছে, কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের চরিত্র পরিবর্তনে এসব পদক্ষেপের সাফল্য খুব কমই পাওয়া গেছে। একমাত্র ইসলামি শিক্ষাই একজন দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির মনে প্রয়োজনীয় নৈতিক মনোবল তৈরি করতে পারে, যাতে সে দুর্নীতিতে লিপ্ত না হওয়ার জন্য আহ্বান অনুভব করবে। একইভাবে অধিকাংশ সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপ কাঙ্ক্ষিত ফল আনতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর মূল কারণ আমরা সমস্যার মূলে আঘাত হানতে ব্যর্থ হয়েছি। যেটা একমাত্র ইসলাম ও ইসলামি আইনি কাঠামোর মাধ্যমেই করা যায়। ইসলাম বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ ও বহিরাবরণের দিক থেকে কোনো সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে না, বরং সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে তার প্রকৃতি ও কারণ বোঝার চেষ্টা করে। একেবারে গোড়া থেকে সমস্যার মূলোৎপাটন করে।

রাসূল (সা.)-এর সময় ইসলামি আইনের বিভিন্ন কাঠামোর সূচনা ও বিকাশ শুরু হয়। পরে বিভিন্ন খেলাফতের সময় তা পরিপক্বতা লাভ করে। তখন সমাজে অপরাধপ্রবণতা ছিল কম এবং মানুষ সুখ-শান্তিতে বসবাস করত। যে দেশে ইসলাম আইন থাকবে সে দেশে মানুষের মাঝে দুর্নীতি প্রবণতা একেবারে শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। তাই ইসলামি আইন ও বিচারব্যবস্থার ওপর গবেষণা ও অধ্যয়ন আরও বৃদ্ধি করতে হবে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ইসলামি আইনের কার্যকারিতা মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে।

দুর্নীতিমুক্ত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ধর্মীয় আদর্শ ও মূল্যবোধ এবং তাকওয়ার (আল্লাহভীতি) ব্যাপক অনুশীলন হওয়া প্রয়োজন। সব পিতা-মাতার উচিত নিজের প্রাণপ্রিয় সন্তানটিকে সৎ, আল্লাহভীরু ও ইসলামি অনুশাসনের পূর্ণ অনুসারী হিসাবে গড়ে তোলা। নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অনুশীলন করানো। সমাজপতি এবং সচেতন নাগরিকদের উচিত ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে দুর্নীতির ভয়াবহ পরিণতি ও কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা।

সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার মানদণ্ড রক্ষা করা। রাজনৈতিক পক্ষপাত ও স্বজনপ্রীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলা প্রয়োজন। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পদমর্যাদা ও দ্রব্যমূল্য সামনে রেখে সম্মানজনক জীবন-জীবিকার উপযোগী বেতনভাতা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এভাবেই সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব। কারণ, দুর্নীতির সব ব্যবস্থা উন্মুক্ত রেখে দুর্নীতি দমন অসম্ভব। এজন্য রাসূল (সা.) পবিত্র আলোকিত মানুষ তৈরির জন্য আমাদের সেই কুরআন, যা আজো অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে, সেটিকে আঁকড়ে ধরতে হবে। ইসলামি আইনকে আমাদের সব কাজে মূলনীতি রূপে গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের সেই সোনালি যুগের ন্যায়নীতি বর্তমানেও বাস্তবায়ন করা হলে সমাজব্যবস্থায় দুর্নীতি থাকবে না।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

নিউইয়র্কের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
কনকর্ড ট্রাভেল
২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ

Emirates
SAUDIA
ETIHAD
KUWAIT AIRWAYS
TURKISH AIRLINES
QATAR AIRWAYS

সৌদিয়াতে ওমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
ঢাকা থেকে নিউইয়র্কে আসার টিকেট সেল করা হয়
37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

GRAND SPONSOR
NURUL AZIM
516-451-3748
GOLDEN AGE
HOME CARE
PRESENTS
40
YEARS OF
KUMAR BISHWAJIT
MUSICAL
GALAXY NIGHT
POWERED BY:
rivertel
FREE SIM
$30/MONTH
TALK
UNLIMITED IN
BANGLADESH
YOU CAN ENJOY
THIS OFFER ONLY BY
BUYING TICKETS
18 AUGUST 2024 | 8.00-11.00 PM
MADISON THEATRE
Molloy University, 1000 Hempstead Ave, Rockville Centre, NY 11570
SCAN FOR
ONLINE
TICKET
TICKET PRICE:
SILVER:$25 GOLD:$45 VIP:$75 VVIP:$145
FOR MORE INFORMATION:
929-538-7903
MASWALA
516-927-0407
ellexo
Fauma
Flixza
ORGANIZED BY:
Galaxy media
IN ASSOCIATED WITH:
Deshi Music & Entertainment NY Inc
MEDIA PARTNER:
আজকাল
ঠিকানা
Print Partner:
ihope print.com

zamzamtravelus
ZAM ZAM TRAVEL US
November Special Luxurious Five Star
UMRAH PACKAGE 2024
Double $2099
Tripple $1999
Quad $1899
Departure: Nov 23rd, 2024 JFK - JED | Return: Nov 30th, 2024 MED - JFK
★Visa ★Ticket ★Hotel ★Transportation ★Ziarat ★Guidance Services
September Special Luxurious 5 Star & 3 Star
Umrah Package 2024
Start from $1599
★Visa ★Ticket ★Hotel ★Transportation ★Ziarat ★Guidance Services
Departure: Sep 3rd, 2024 JFK - JED | Return: Sep 11th, 2024 MED - JFK
Departure: Sep 4th, 2024 JFK - JED | Return: Sep 14th, 2024 MED - JFK
Departure: Sep 23rd, 2024 JFK - JED | Return: Sep 30th, 2024 MED - JFK
October Special Luxurious Five Star
UMRAH PACKAGE 2024
1 Jummah - 8 Days Quad $1899
1 Jummah - 8 Days Tripple $1999
1 Jummah - 8 Days Double $2099
2 Jummah - 10 Days Quad $2099
2 Jummah - 10 Days Tripple $2199
2 Jummah - 10 Days Double $2299
Special Gifts for Every Haji
zamzamtravelus
Departure: Oct 2nd, 2024 JFK - JED | Return: Oct 10th, 2024 MED - JFK
Departure: Oct 2nd, 2024 JFK - JED | Return: Oct 12th, 2024 MED - JFK
Departure: Oct 16th, 2024 JFK - JED | Return: Oct 26th, 2024 MED - JFK
ZAM ZAM TRAVEL US
জম জম ট্রাভেল ইউএস
WORLDWIDE VISA SERVICES
• Expert Team • Premium Support
• Verified Visa Checklist • Perfect Visa Application Service
SAUDI ARABIA 10 YEARS MULTIPLE ENTRY VISA
▪ Stay Up to 180 Days Per Entry
▪ Perform Unlimited Umrah
▪ Business Travel & Exploration
▪ Explore Educational Opportunities
▪ Visit Family and Friends
▪ Travel To Any City
INDIA VISA PROCESSING
SCHENGEN VISA PROCESSING
SAUDI ARABIA VISA PROCESSING
UAE | VISA PROCESSING
• 30 DAYS VISA • 2 YEARS VISA • 5 YEARS VISA • 10 YEARS VISA
UAE-DUBAI | FULL PACKAGE TOUR PROVIDER
• VISA • TICKET • HOTEL • TRANSPORTATION • SIGHTSEEING • GUIDANCE SERVICES
3 STAR & 5 STAR
UMRA | FULL PACKAGE PROVIDER
• VISA • TICKET • HOTEL • TRANSPORTATION • ZIARAT • GUIDANCE SERVICES
ইন্ডিয়ান ভিসাসহ যে কোনো দেশের ভিসা পেতে সহযোগিতা করি
আমাদের রয়েছে ওমরা'র স্পেশাল প্যাকেজ
Bangladesh Plaza
37-15, 73 Street, Suite # 207
Jackson Heights, NY 11372
(718) 395-9697
zamzamtravelus@gmail.com
www.zamzamtravelus.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর
Govt License No: 10401380352
SSRR Properties
• অকশনের বাড়ি
• ব্যাংকের বাড়ি
• শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
• We Buy House All Cash
• Around 10 Days Closing
• Residential Investment
• Commercial Investment
646-591-8396
GET IN TOUCH
SSRR PROPERTIES INC
71-18 35th Avenue, Jackson Heights
New York-11372, Tel: 646-591-8396
Email: ssrrproperties@gmail.com
www.ssrrproperties.com
A CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
Shah Nawaz MBA
President & CEO

www.careeracademyny.com
CAREER ACADEMY
OF NEW YORK
BECOME A CERTIFIED
HOME HEALTH AIDE
TODAY!
HHA, PCA & PCA TO HHA
CERTIFICATION COURSE
347-425-3878
CALL NOW
A CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
347-425-3878 careeracademyofny@gmail.com
975 Liberty Avenue, Brooklyn, New York-11208

Shahjalal®

Size: 800 GM

$15 Each

Hilsha

Shahjalal®

Size: 1 KG & UP

$20 Each

Hilsha

Shahjalal®

Size: 1 KG & UP

$10 Each

Koral

1000 GM $20 Each

1200 GM $30 Each

Hilsha

71-08 35th Ave, Jackson Heights, NY 1

Shahjalal®

Size: 3 KG

$2/25

$15.00 Each

Rohu

Shahjalal®

Size: 4 KG

$20 Each

Rohu

Shahjalal®

Size: 4 KG

$28 Each

Mrigel

2/$6

$3.49 Each

Family Pack

600 GM

Kachur Loti

EBT And All Major Credit Cards Are Accepted

Free Parking

Always Open (24hrs)

Free Delivery Within NYC

over $200 Purchase

Mach Bazar

মাছ বাজার

www.PremiumSupermarket.com | www.Radhuni.com | www.MachBazarNY.com

1372 | Tel: (718) 205-6550

MachBazarNY

Price Subject to Change without any Prior Notice

সিলেট এমসি অ্যান্ড গভ: কলেজ এলামনাইয়ের অভিষেক

আজকাল রিপোর্ট

গত ১৮ আগস্ট সিলেট এমসি অ্যান্ড গভ: কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র নতুন কমিটির অভিষেক ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। উডসাইডের গুলশান টেরেসে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এসোসিয়েশনের সভাপতি সফিক উদ্দিন চৌধুরী। প্রথম পর্বটি সঞ্চালনা করেন আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের আহবায়ক মো. শাহনওয়াজ চৌধুরী। দ্বিতীয় পর্বে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রেজাউল করিম রেজুর সঙ্গে সঞ্চালনায় ছিলেন উপস্থাপিকা অনিমা দত্ত কর।

অভিষিক্তরা হলেন : সভাপতি সফিক উদ্দীন চৌধুরী, সহ-সভাপতি আজিজুর রহমান, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী ও সাখাওয়াত আলী, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রেজাউল করিম রেজু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশীদ শিপু ও ইফতেখার আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ আফজল খান, প্রচার সম্পাদক আমিনুল হক চুনু, সাংস্কৃতিক সম্পাদক খায়রুল ইসলাম, কার্যকরী সদস্য কাজী ওদুদ আহমেদ, মাহফুজুল বারী চৌধুরী, জুলফিকার নাঈম হায়দার, মোঃ সামাদ মিয়া, অধ্যাপক সৈয়দ নজরুল ইসলাম, দিদার শাহীন, এবং মোঃ গোলাম কিবরীয়া চৌধুরী। আরো উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য কেয়াম উদ্দিন, আবুল কালাম, আজাদ উদ্দিন, আলতাফ হোসেন চৌধুরী ইমরা এবং সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুক্তিত চৌধুরী, সুফিয়ান খান, ইয়ামিন রশীদ ও নিজাম উদ্দিন। নতুন কমিটির সদস্যদেরকে মঞ্চে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় এবং সবাইকে গোলাপফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে 'স্মৃতিতে-শ্রুতিতে' নামে একটি স্মারক সংকলনের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। সাংস্কৃতিক পর্বে ছিল প্রবাসের শিল্পী শাহ মাহবুব, মিঠুন, সুস্মিতা সহ অন্যান্য শিল্পীরা। অনুষ্ঠানটি সন্ধ্যা ৬টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলে। এ অভিষেক অনুষ্ঠানে কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, তাদের পরিবারবর্গ এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে অনুষ্ঠিত হয় আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র। আয়োজকরা তাদের বক্তব্যে সংগঠনকে আরও এগিয়ে নেয়ার জন্য সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

বাংলাদেশ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পথমেলা

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পথমেলা গত ১৮ আগস্ট বাংলাদেশি অধ্যুষিত ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ড অ্যাভিনিউয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি লুৎফুল করিমের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসাইনের পরিচালনায় ও আশরাফুল হাসান বুলবুলের পরিচালনায় বেলুন উড়িয়ে পথমেলার উদ্বোধন করেন সন্দ্বীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, মেম্বার সেক্রেটারি আহসান হাবিব, কো-চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শেখ ফরহাদ, অ্যাডভোকেট আরিফ চৌধুরী, নাসির উদ্দিন,প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, যুগ্ম-আহ্বায়ক মঞ্জুর কাদের, গোলাম মাহফুজ, আব্দুল ইসলাম, জামাল উদ্দিন রিপন, মোহাম্মদ ইসলাম শিমুল, সমন্বয়কারী এ এইচ খন্দকার জুলু, আবু হায়াত নজরুল, মোশাররফ হোসেন, এস এম ফেরদৌস, হারুণ চেয়ারম্যান, ইয়াহিন আরফাত, আলী ইমাম শিকদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন-অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, ফিরোজ আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে সভাপতি প্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মোহাম্মদ আলী, চট্টগ্রাম সমিতির নির্বাচনে সভাপতি প্রার্থী আবু তাহের, মাকসুদুল হক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মামুন সিরাজি প্রমুখ। কমিউনিটিতে অবদানের জন্য বেশ কয়েকজনকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সংগঠনের সভাপতি লুৎফুল করিম এবং সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসাইন তাদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন। বিশেষ আকর্ষণ ছিল মেলায় র‍্যাফেল ড্রতে গাড়িসহ নানা ধরনের পুরস্কার। ছিল অতিথিদের আলোচনা। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী রিজিয়ার পারভীন, কৃষ্ণতিথি চন্দ্র রায় এবং প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা।

বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে হিউম্যান রাইট ফোরাম'র স্মারকলিপি প্রদান

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতিতে হিউম্যান রাইট ফোরাম -ইউএসএ রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টাকে স্মারকলিপি প্রদান করেছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ফোরামের-ইউএসএ নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ কনস্যুলার জেনারেল অফ বাংলাদেশ, নিউইয়র্ক এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান উপদেষ্টার নিকট একটি স্মারক লিপি পেশ করেন।
স্মারকলিপি প্রদানে নেতৃত্ব দেন শাহ শহীদুল হক ও ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল সোবহান। স্মারকলিপি প্রদানের এসময় হিউম্যান রাইট ফোরাম -ইউএসএ প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। শাহ শহীদুল হক বলেন বর্তমান, পরিস্থিতিতে প্রধান উপদেষ্টার আগমন আমাদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আশান্বিত করেছে। বৈষম্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী ছাত্র-অভিভাবক, জনসাধারণ ও তাদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ সহ সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি। প্রেস রিলিজ

গত ১৮ আগস্ট ব্রুকলিনে বাংলাদেশ মার্চেন্ট এসোসিয়েশন আয়োজিত পথমেলায় বক্তব্য রাখেন অ্যাটর্নী এট ল ও ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী। মেলায় অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

নরসিংদী জেলা সমিতির বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

আনন্দ-উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো প্রবাসের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন নরসিংদী জেলা সমিতির ইউএস এ'র বনভোজন-২০২৪। গত ১১ আগস্ট রবিবার বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করে সংগঠনটি। সমিতির সদস্য, তাদের পরিবারবর্গ এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অংশ গ্রহণে দিনব্যাপি খেলাধুলা, আড্ডা-গল্প আর আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠে প্রবাসী নরসিংদীবাসি। বনভোজনে প্রধান অতিথি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুর রহমান। উদ্বোধন করেন চেয়ারম্যান বোর্ড অব ট্রাস্টি নুরুল আজিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রেসিডেন্ট কুইন্স সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ারের আবুল কালাম খান, নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট রকি আলিয়ান ও ট্রেজারার শাহন ফেরদৌস রকি, সঙ্গীত শিল্পী রিজিয়া পারভীন,নব টাইম মিউজিকের সি ই ও আলমগীর খান আলম, সিলেট জেলার উপজিলা চেয়ারম্যান ফারুক আহমেদ ,বিশিষ্ট কমিউনিটি এক্টিভিস্ট আব্দুর রাশিদ বাবু, বাংলাদেশ সোসাইটির

সাধারণ বোর্ড অফ ট্রাস্টির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী প্রমুখ। দিনব্যাপী এই বনভোজনের নানা আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন আমন্ত্রিত অতিথি, গেস্ট অব অনার ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আবুল কালাম, সভাপতি মো. হারুন অর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, বনভোজন কমিটির আহবায়ক আহসান হাবীব, সদস্য সচিব মো. আসাদুজ্জামান বাবু, প্রধান সমন্বয়কারী আলহাজ্ব সজল ভূঁইয়া ,সমন্বয়কারী বেলাল হোসেন, যুগ্ম আহবায়ক তারিকুল ইসলাম তুহিন ও মো. গোলাম কিবরিয়া,যুগ্ম সদস্য সচিব লুৎফর রহমান খান ও আশরাফুল আজিজ মুরাদ, সদস্য মো. জহিরুল হক খান অরুন, মো. মাহফুজুর রহমান মুকুল, মো. নাজমুল হোসেন, কোষাধক্ষ মো. ওবায়দুর রহমান ইমন,বাবু সত্যেন সাহা, মো. আব্দুল ইসলাম কামাল, পাপড়ি খান ও সিলুকার ইয়াসমিন, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য মো. আসাদুজ্জামান, মোল্লা মনিরুজ্জামান, মো. চৌধুরী, মো. সাইফুল্লাহ ,সাবেক ট্রাস্টি বোর্ডে চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেন খান ও সদস্য মো. সামসুল হক।
আয়োজনে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ জাদু প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। দুপুরের খাবারের পর সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন শিল্পী সাজু আখন্দ ,মেহেরুন আহমেদ, আহমেদ শরীফ ও মামুন। খেলা পরিচালনা করেন মো. জহিরুল হক খান (অরুন), আসাদুজ্জামান বাবু ও মো. মাহফুজুর রহমান মুকুল। বনভোজন এর অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন তারিকুল ইসলাম তুহিন, সদস্য সচিব মো. আসাদুজ্জামান বাবু। বনভোজন উপলক্ষে একটি স্মরণিকা 'মেঘনা -১৩' প্রকাশ করা হয়। এই স্মরণিকাটির সম্পাদক ছিলেন মো. আসাদুজ্জামান বাবু ।

BANQUET HALL!

The Royal Palm
BANQUET & CATERERS

The Royal Palm
2143 Boundary Ave
Farmingdale
NY 11735

Info@royalpalmny.com
www.royalpalmny.com

লং আইল্যান্ডের মনোরম পরিবেশে
মনোমুগ্ধকর সাজসজ্জা
সুস্বাদু খাবার ও আন্তরিক পরিবেশনায়
বাঙালী মালিকানাধীন একমাত্র ব্যাঙ্কুইট হল
The Royal Palm

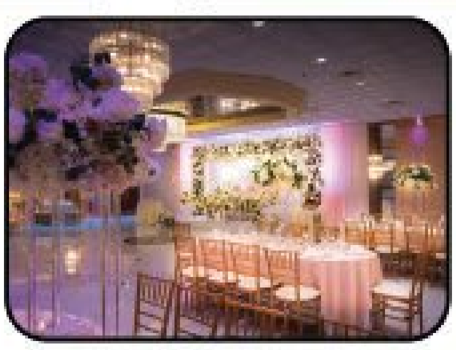
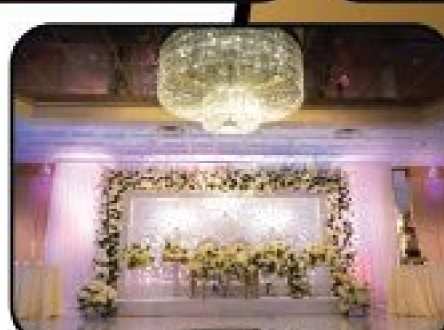

- Outdoor Ceremony & Cocktail Area
- Deshi DJ Entertainment
- Private Bridal Suite
- Stage Decoration
- Photography
- Free Parking

حلال
Halal

Full Package এ
এখন চলছে
30% discount
নির্দিষ্ট ও সীমিত সময়ের জন্য

আপনার পরবর্তী অনুষ্ঠান বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন
(516) 845 1151

তারকাদের সহযোগিতার উদ্যোগ

বন্যার খবরে হাহাকার ও প্রার্থনা

আজকাল বিনোদন

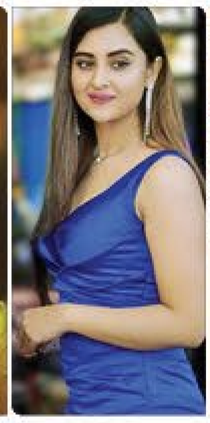
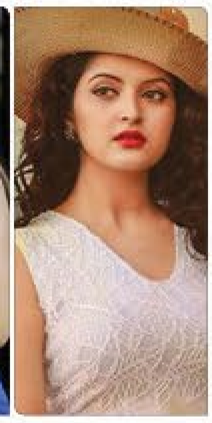

দেশের আট জেলা বন্যাকবলিত। ডুবছে ঘর, ভাসছে মানুষ। উৎকণ্ঠায় গোটা দেশের মানুষ। ব্যতিক্রম নন তারকা শিল্পীরাও। জানাচ্ছেন প্রতিক্রিয়া, উদ্যোগ নিচ্ছেন সহযোগিতার।

গত বুধবার সন্ধ্যায় ফেসবুকে বন্যার কয়েকটি ছবি প্রকাশ করেন চিত্রনায়িকা বুবলী। এসব ছবিতে দেখা যায়, প্রবল গতিতে বন্যার পানি প্রবেশ করছে, কেউ জীবন রক্ষায় গামলায় ভাসিয়েছেন শিশু। আবার কাউকে দেখা যায় গৃহপালিত প্রাণীকে নিরাপদে সরিয়ে নিতে নৌকায় আশ্রয় নিয়েছেন। সব মিলে দুর্বিষহ চিত্র ফুটে উঠেছে।

বুবলী লিখেছেন, 'নোয়াখালী, ফেনী, কুমিল্লা, লক্ষীপুর, চাঁদপুরসহ বিভিন্ন জেলায় বন্যার পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। লাখো মানুষ এবং অবলা প্রাণীরা বিপদগ্রস্ত। যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন।' এর মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে সূত্রহীন পানিতে নিমজ্জিত একটি শিশুর ছবি। অনেকের দাবি ছবিটি বাস্তবের নয়, বানানো।

ওই ছবিতে দেখা যাচ্ছে চারদিকে অথৈ জলরাশি, তার মাঝে আটকে আছে একটি শিশু। বড় বড় দুটি চোখে অবাক বিস্ময়! মধ্যরাতে ছড়িয়ে পড়া নিষ্পাপ শিশুটির ছবি ঘুম কেড়ে নিয়েছে সাধারণ মানুষ থেকে শোবিজ অঙ্গনের তারকাদেরও। সামাজিক মাধ্যমে নিজেদের কষ্টের অনুভূতি শেয়ার করেছেন তারকারা।

ছবিটি প্রকাশ করে ফেসবুকে পরীমণি লিখেছেন, 'আল্লাহ! কী করবো আমি! বুকের ভেতর দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে। এই চোখের দিকে তাকিয়ে কি করে ঘুমাবো!'

বন্যাকবলিতদের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে নায়িকা লিখেছেন, 'আল্লাহ তুমি সহায় হও। কেউ নাই আর এখন। আমি যাবো। আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে যা করার করবো ইনশাআল্লাহ।'

অস্ট্রেলিয়ায় বসে স্থির নেই শাবনূর। একই ছবি প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন, 'আল্লাহ, দেশের মানুষগুলোকে রক্ষা করো!' পূজা চেরী সরাসরি স্রষ্টার উদ্দেশে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি লিখেছেন, 'এই অবুঝ চাহনি। হে ঈশ্বর

এরপর ৪৫ পৃষ্ঠায়

বন্যায় সাহায্যের হাত বাড়াতে বলে তোপের মুখে শুভ

আজকাল বিনোদন

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নীরব ছিলেন 'শেখ মুজিব' চরিত্রে অভিনয় করা আরিফিন শুভ। এ সময় স্ত্রী অর্পিতা সমাদ্দারের সঙ্গে সাড়ে ৯ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টানার খবর জানান তিনি। তারপর থেকে আবারও নীরব শুভ। এতে দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে খলনায়কে পরিণত হয়েছেন তিনি। দেশে বন্যার ঘটনায় নীরবতা ভেঙেও মানুষের তোপের মুখে আরিফিন শুভ।

গত বৃহস্পতিবার দুপুরে ফেসবুকে শুভ লিখেছেন, 'ভয়াবহ বন্যার কবলে দেশের বেশ কয়েকটি জেলা। দেশের

এরপর ৪৯ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের নাটকের শুটিং দক্ষিণ কোরিয়ায়!

আজকাল বিনোদন

বিশ্বের নানান প্রান্তেই বাংলাদেশের নাটকের শুটিং হয়। সেটা আমেরিকা-কানাডা থেকে থাইল্যান্ড-নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে সচরাচর দক্ষিণ কোরিয়ার কথা শোনা যায় না। এবার সেটিই শোনা গেলো নির্মাতা হাসান রেজাউলের সুবাদে। এই নির্মাতা একসঙ্গে তিনটি নাটক নির্মাণ করছেন দেশটিতে। যার প্রতিটিতে জোটবদ্ধ ইয়াশ রোহান ও তানিয়া বৃষ্টি। সঙ্গে রয়েছেন কোরিয়া প্রবাসী বেশ ক'জন থিয়েটারকর্মী। দেশটি থেকে তথ্যগুলো জানালেন হাসান রেজাউল। নাটক তিনটি হলো আহমেদ তাওকীরের গল্প ও চিত্রনাট্যে 'লাভ লক' ও 'মনে পড়ে তোমাকে' এবং তানিম রহমানের গল্পে 'রিফ্লেকশন অব লাভ'। জানা গেছে, ১৩ আগস্ট নির্মাতা ও শিল্পীরা দক্ষিণ কোরিয়ায় গেছেন। ১৬ আগস্ট 'লাভ লক' নাটক দিয়ে শুরু হয়েছে শুটিং। চলবে মাসের বাকি অংশের প্রায় পুরোটা। দেশে ফিরবেন মাসের শেষ প্রান্তে। কিন্তু প্রশ্ন উঠলো, পৃথিবীর এত দেশ থাকতে কেন এই তিনটি নাটক নিয়ে তারা গিয়েছেন কে-পপের দেশে। জবাবে কোরিয়া থেকে নির্মাতার সরল স্বীকারোক্তি। বললেন, 'নির্মাতা পরিচয়ের বাইরে আমি একজন মূকাভিনয় শিল্পী। মূলত মূকাভিনয়ের নিমন্ত্রণেই দেশটিতে এসেছি। একটি উৎসবে যোগ দিয়েছি। এখানে আসার আগে ঢাকায় বসে ভাবলাম, যেহেতু সুন্দর দেশটিতে দুই সপ্তাহের জন্য যাচ্ছি, সময়টা কাজে লাগাই। সেই পরিকল্পনা থেকে দ্রুত সময়ের মধ্যে তিনটি চিত্রনাট্য ও শিল্পী চূড়ান্ত করে চলে আসি। গল্পগুলোও বিদেশ প্রেক্ষাপটের।' তিনটি নাটকের শুটিং হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ার সিওল, জিওং সিওং ও ডিএমজি অঞ্চলে। শিল্পীদ্বয় জানান, একেবারে পাহাড়ঘেরা প্রত্যন্ত লোকেশনে শুটিং করছেন তারা। সামনে দুই কোরিয়ার বর্ডারেও যাওয়ার কথা রয়েছে।

এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

যৌন হয়রানির শিকার তনুশ্রী দত্ত

'আমাকে ছোট স্কার্ট পরিয়ে বসিয়ে রাখতেন'

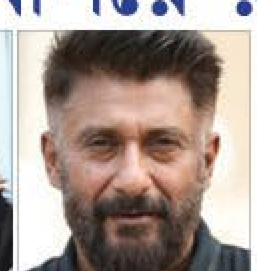

আজকাল বিনোদন

বলিউডে পা ফেলে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন তনুশ্রী দত্ত। সে বিষয়ে আগেও মুখ খুলেছেন অভিনেত্রী। তখন তার অভিযোগের আঙুল উঠেছিলো অভিনেতা নানা পাটেকরের দিকে! সেটা নিয়ে বলিউডে জলঘোলা কম হয়নি। এবার পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনেন তনু। তার দাবি, 'চকোলেট' ছবির সেটে সকলের সামনে খোলামেলা পোশাক পরে থ াকতে বাধ্য করেছিলেন বিবেক।

২০০৫ সালে শুটিং হওয়া সেই ছবির একটি দৃশ্যে ছোট স্কার্ট পরতে হয়েছিল তনুশ্রীকে। শুটিং-এর ফাঁকে মেকআপ ভ্যানে সেই খোলামেলা পোশাকের ওপরে একটি বড় কোট পরে বসেছিলেন তনুশ্রী। এতেই নাকি আপত্তি জানিয়েছিলেন বিবেক। দাবি করেছিলেন, শুটিং সেটে ক্যামেরার বাইরেও তাকে একই পোশাকেই থাকতে হবে!

ঘটনার রেশ টেনে সংবাদমাধ্যমে তনুশ্রী বলেছিলেন, "শুটিং এর ফাঁকে শিল্পীরা ভ্যানে বিশ্রাম নেন।

এরপর ৪৯ পৃষ্ঠায়

কাদের নেওয়া হবে পর্দার আয়নাঘরে

আজকাল বিনোদন

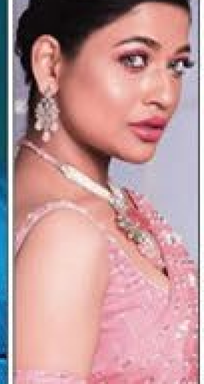

খবরটি ছড়িয়ে পড়েছে। 'আয়নাঘর' নামটি নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেছে। এই নামে ঢালিউডে বানানো হবে সিনেমা। পরিচালক সমিতির খাতায় এরই মধ্যে নাম লিখিয়েছেন তিন তিনজন নির্মাতা। আগ্রহ প্রকাশ করেছেন আরও অনেকে। কিন্তু পর্দার ওই আয়নাঘরে নির্যাতিত হবেন কারা?

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা প্রথম ফাঁস করে বাংলাদেশের গোপন বন্দীশালা আয়নাঘরের কথ া। দীর্ঘদিন সেখানে রেখে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়েছে বহু বন্দীকে। আল জাজিরার তথ্যচিত্র 'অল দ্য প্রাইম মিনিস্টারস মেন' থেকে সেই নির্মমতার কাহিনি আজ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বে। এবারে সেই ঘটনা নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হচ্ছেন ঢাকার তিন নির্মাতা। তিন নির্মাতার মধ্যে বদিউল আলম খোকন বানাবেন 'ভয়ংকর আয়নাঘর', জয় সরকারের ছবির নাম 'আয়নাঘর' এবং জাঁ-নেসার ওসমানের ছবির নাম 'অন্ধকারের আয়নাঘর'। নিবন্ধিত নামগুলোয় 'আয়নাঘর' শব্দটি থাকলেও কথা বলে জানা গেছে, তিন নির্মাতার গল্পে রয়েছে ভিন্নতা। এমনকি শেষ পর্যন্ত বদলে যেতে পারে কোনো কোনো সিনেমার নামও। পর্দার আয়নাঘরে কাদের নেওয়া হবে? অর্থাৎ নির্যাতনের শিকার হওয়ার অভিনয় করবেন কারা, নির্মাতাদের কাছে জানতে চেয়েছিল জাগো নিউজ। জবাবে চমৎকার সব গল্পের ধারণা নিয়ে কথা বলেছেন তিন নির্মাতা। তাদের কারও গল্পের সঙ্গে কারও গল্পের মিল পাওয়া যায়নি। তবে প্রত্যেকের লক্ষ্য এক, মানুষের চোখের সামনে গোপন ওই নির্যাতনশালাকে জীবন্ত করে তোলা।

কতটা ভয়ংকর বদিউল আলম খোকনের আয়নাঘর: শাকিব খানকে নিয়ে 'প্রিয়া আমার প্রিয়া', 'নাম্বার ওয়ান শাকিব খান', 'মাই নেম ইজ খান' ছবিগুলো বানিয়েছেন খোকন। ঢালিউডে বাণিজ্যিক ধারার সিনেমার সফল এই নির্মাতা এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে, বিজ্ঞাপনে তার নাম থাকলে মানুষ গিয়ে ভিড় করতেন প্রেক্ষাগৃহে। সেই নির্মাতা কি এই আয়নাঘরে নেবেন শাকিবকে? জানতে চাইলে জাগো নিউজকে খোকন বলেন, 'এই মুহূর্তে সেটা বলা মুশকিল। শাকিবকেও আয়নাঘরে নিতে পারি। গল্পের প্রয়োজনে যে কোনো অভিনেতাকে নির্বাচন করতে পারি। আপাতত গল্প লেখা চলছে। সেখানে রাখা হয়েছে অনেকগুলো চরিত্র। গল্পটা লেখা শেষ হলে নিশ্চিত করব যে কাকে কাকে ছবিতে রাখা হবে, বা আপনার কথা মতো, কাকে কাকে আয়নাঘরে নেওয়া হবে (হাসতে হাসতে)।'

এই নির্মাতা জানান, আপাতত দুটি চরিত্রের জন্য মিশা সওদাগর ও শিবা শানুকে তিনি মাথায় রেখেছেন। এ দুই অভিনেতাকে দিয়ে চরিত্র দুটি করানো হবে। তিনি বলেন, 'কিন্তু এরা কোন ভূমিকায় অভিনয় করবেন, সেটা এখন বলা যাবে না। সেটা দর্শক সরাসরি পর্দায় দেখবেন।'

এরপর ৪৯ পৃষ্ঠায়

ZAMZAM TRAVEL US

September Special Luxurious 5 Star & 3 Star
Umrah Package 2024
Start From $1599

★Visa ★Ticket ★Hotel ★Transportation ★Ziarat ★Guidance Services

Departure: Sep 3rd, 2024 JFK - JED | Return: Sep 11th, 2024 MED - JFK
Departure: Sep 4th, 2024 JFK - JED | Return: Sep 14th, 2024 MED - JFK
Departure: Sep 23rd, 2024 JFK - JED | Return: Sep 30th, 2024 MED - JFK

+1 (718) 395-9697 zamzamtravelus@gmail.com
37-15 73 Street (Suite-207), Jackson Heights, NY-11372

মেরিল্যান্ডে ৩৮তম ফোবানার পর্দা উঠছে ৩০ আগস্ট

১ পৃষ্ঠার পর

আয়োজকরা এখানে ফ্রি এন্ট্রি, ফ্রি পার্কিং এর ব্যবস্থা করেছেন বলে জানা গেছে।

বিশাল এই আয়োজনে স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ। থাকবেন ফোবানার অন্যান্য কর্মকর্তারা, স্টিয়ারিং কমিটির এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি কাজী এস এইচ আজম, হোস্ট কমিটির কনভেনর জাহাঙ্গির কবীর বাপ্পু, হোস্ট কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি সারোয়ার মিয়া, হোস্ট কমিটির চিফ এক্সিকিউটিভ কবীরুল ইসলাম, হোস্ট কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ফারুক এবং হোস্ট কমিটির প্রেসিডেন্ট হাদী কাইয়ুম। মেরিল্যান্ড ফোবানার এই বিশাল আয়োজনে মিডিয়া পার্টনার হিসেবে থাকবে, চ্যানেল আই, সাপ্তাহিক আজকাল, বাংলা ভিশন, এশিয়ান টিভি, মিলেনিয়াম টিভি। সম্মেলন হোস্ট করছে বাংলাদেশি আমেরিকান ফাউন্ডেশন ইনক। এক্সিকিউটিভ ইভেন্ট পার্টনার হিসেবে রয়েছে স্বপন চৌধুরীর 'অভর শো বিজ'।

বাংলাদেশের জনগণ কী চায় তা দিল্লির বোঝা উচিত

১ পৃষ্ঠার পর

করা। একথা বলছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সাবেক কূটনীতিকরা। ৫ই আগস্ট শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেয়ার পর থেকে ভারত সরকারের ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযোগ উভয় দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে ভারত সম্পূর্ণভাবে আওয়ামী লীগ নেত্রী তথা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপর নির্ভরশীল ছিল। অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার যথেষ্ট পদক্ষেপ নেয়নি। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস, হাসিনার শাসনকে 'কর্তৃত্ববাদী' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, ভারত অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করবে।

বাংলাদেশের একটি শীর্ষস্থানীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্ক 'বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের' (বিইআই) সভাপতি হুমায়ুন কবীর হিন্দুস্তান টাইমসকে বলেছেন: আমি মনে করি আমাদের নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়, সব পক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখাই উত্তম কাজ হবে। বাংলাদেশ ও ভারত ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী এবং উভয়কেই শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি বসবাস করতে হবে। ভারতের উচিত সরকার যারই হোক, প্রতিবেশী হিসেবে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

হুমায়ুন কবীর একজন সাবেক কূটনীতিক। তিনি কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বলেন যে, 'বাংলাদেশের বিদ্রোহটি অভ্যন্তরীণ এবং তরুণদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। তাদের গলায় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনার প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। তারা গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার এবং স্বচ্ছতার মতো মূল্যবোধ নিয়ে রাস্তায় নেমেছিল। কিন্তু আমাদের কিছু ভারতীয় বন্ধু অস্বস্তি বোধ করছে। কারণ তারা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো একটি নির্দিষ্ট লেন্সে পর্যবেক্ষণ করছে। কোনো না কোনোভাবে তারা ভিন্ন মতামত বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে তরুণদের মতামত, যারা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং ভবিষ্যৎ গড়ার ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।' ড. ইউনূস যখন ১৬ই আগস্ট মোদির সঙ্গে তার প্রথম ফোনালাপ করেন তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী একটি গণতান্ত্রিক, স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ এবং প্রগতিশীল বাংলাদেশের প্রতি নয়াদিল্লির প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন এবং দেশের হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। ঢাকাভিত্তিক থিঙ্কট্যাঙ্ক সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশিষ্ট ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'এটা কোনো গোপন বিষয় নয় যে, নয়াদিল্লি হাসিনা ও তার সরকারকে নিঃশর্ত ও একচেটিয়াভাবে সমর্থন জুগিয়ে গেছে। এর জেরে বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রতি জনসাধারণের ক্ষোভ বেড়েছে।' ড. দেবপ্রিয় মনে করেন, 'প্রকৃতপক্ষে ভারতকে এখন পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে এবং দ্বিপক্ষীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করতে হবে। আশা করি ভারত ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সঙ্গে তার সম্পর্ককে কোনো রাজনৈতিক দলের কাছে জিম্মি করে রাখবে না। বাংলাদেশেরও ভারতের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে একটি জাতীয় ঐকমত্য তৈরি করতে হবে।'

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের প্রাথমিক লক্ষণগুলো মোদি এবং ড. ইউনূসের ফোনকলে প্রতিফলিত। ভারত আয়োজিত ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিটে ড. ইউনূসের অংশগ্রহণ ছিল একটি ইতিবাচক অগ্রগতি। তিনি মনে করেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার স্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অতীতকে পেছনে ফেলে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়নে আরও সুযোগ থাকবে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের সিনিয়র ফেলো শাফকাত মুনির বলেন, 'বাংলাদেশিদের মধ্যে একটি ধারণা রয়েছে যে, ভারত একক ব্যক্তি এবং একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ। তাই ভারতের জন্য জরুরিভিত্তিতে ঢাকাকে এবং বাংলাদেশি জনগণকে ইঙ্গিত দেয়া দরকার- তারা প্রতিবেশী দেশের জনগণের সঙ্গে আছে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আছে।' মুনির মনে করেন, ভারত ও বাংলাদেশের জন্য গঠনমূলক ও উৎপাদনশীল সম্পর্ক থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে তা ভারতকে মেনে নিতে হবে। মুনির বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আসবেন, আবার চলে যাবেন। কিন্তু ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক দুই দেশের জনগণের মধ্যে। সেই সম্পর্ক নতুন করে ঝালিয়ে নেয়ার সময় এসেছে।' তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে, ভারত সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায় শুরু করার জন্য শুভেচ্ছা বার্তা দিয়ে বাংলাদেশে একজন বিশেষ দূত পাঠাতে পারে। কারণ বাংলাদেশের বিপ্লবকে 'জনবিপ্লব' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া দরকার। হুমায়ুন কবীর ভারতে দুটি কূটনৈতিক পদে দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বলছেন- 'ঘটনার দ্রুততা ভারতীয় পক্ষকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের উচিত গণতন্ত্র এবং ন্যায়বিচারের জন্য বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করা এবং তাদের সহায়তা করার জন্য ইতিবাচক মন নিয়ে এগিয়ে আসা। ভারত যদি তা করে, তাহলে একটি বোঝাপড়ার পরিবেশ তৈরি হবে। যা পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে দু'দেশের সম্পর্ককে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।'

AMERICAN TRAVEL AGENT ASSOCIATION of Bangladesh Inc. (ATAAB)
আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইনক (আটাব)
ATAAB
আপনার বিশ্বস্ততার প্রতীক আটাব
এয়ার লাইন্সের টিকেটের জন্য ঝামেলা এড়াতে আটাব অনুমোদিত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে টিকেট সংগ্রহ করুন।

Rahmania Travel Mohammed K. Rahman Ph: 718-205-3270	Karnafully Travel Mohammad Salim (Haroon) Ph: 718-205-6050	Meghna Travel Mohammed M. Rahman Ph: 718-930-1494	World Tours and Travel Md. Shamsuddin (Bashir) Ph: 347-445-0443	Skyland Travel Masud Morshed Ph: 718-779-0011
Safwan Travel Mohammed Abdul Khaleque Ph: 718-300-7429	Bangladesh Travel Jafor Ferdous Ph: 718-930-0688	Nabila Air Travel Mohammed Azad Kalam Ph: 917-478-6131	Express Air Travel Mohammad K. Zaman (Ranju) Ph: 646-420-6472	Digital Travel Astoria Nazurl Islam Ph: 718-721-2012
Fly Hit Travel Tahmina Begum Ph: 917-753-7500	Universal Travel KM Rezwan Ph: 347-837-5996	Rashid Travels LLC Md. Harunur Rashid Ph: 718-314-3927	Asis Travel & Multi Services Mohammad G. Ripon Ph: 347-835-5383	Jumbo Travel Inc. Ali Ahmed Chowdhury Ph: 917-478-7131
Nazma Travel & Tours Inc. Rokeya Begum (Nazma) Ph: 917-574-0921	Belal Travel SVC Inc. Rupak Barua Ph: 347-365-8934	SS Travel Shamol Talukder Ph: 646-727-7772	Samia Travel Kazi Sohidul Islam Ph: 718-290-0265	Arafa Travel Mohammad M. Islam Ph: 917-446-5188
Global Tours & Travels Mohammd N. Uddin Ph: 718-406-9745	Hi Line Travel & Tours Inc. S.K. Sharma Ph: 917-285-4804	Macca Travel Mohd Taslim Uddin Ph: 347-749-9536	Blue Sky Travel Inc. Salahuddin Sharif Ph: 347-484-5029	Peace Travel & Tours Muhammad Mahbubur Rahman Ph: 347-288-7042
SA Travel Agency LLC. Ali Akbar (Bappi) Ph: 203-918-8005	Easy Way Travel Mohammad Riaz Morshed Ph: 347-507-1209	Tripway Travel Zakeer Hossain Bacchu Ph: 929-250-6780	Anchor Travels ASM Maiyen Uddin (Pintu) Ph: 929-570-6231	JAT Travel Corp. Mashud Rana Topan Ph: 347-345-8057
	Jannat Travels Md. Farhad Uddin Ph: 646-363-5921	Bangla Travel M B Hossain (Belal) Ph: 917-393-4140	Contra Link Express Travel KM Sabbir Hossain Ph: 929-435-8590	

বিদায়ী ভাষণে চোখে জল বাইডেনের 'আমেরিকাকে সেরাটা দিয়েছি'

৬২ পৃষ্ঠার পর

বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না আর। পকেট থেকে টিস্যু দিয়ে চোখের জল মুছতে দেখা গেল তাঁকে। মেয়ে অ্যাশলিকে জড়িয়ে ধরে টিস্যু দিয়ে চোখের পানি মুছতে দেখা যায় তাকে।

গত সোমবার থেকে শিকাগোয় শুরু হয়েছে ডেমোক্র্যাটদের জাতীয় কনভেনশন। চলবে ২২ আগস্ট পর্যন্ত। সেখানেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দলীয় নেতৃত্বের সামনে দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শেষ বারের মতো ভাষণ দিতে গিয়ে আবেগে ভাসলেন জো বাইডেন। দর্শকদের উদ্দেশে বললেন, 'আই লাভ ইউ'। প্রথা ভেঙে গত কালই মঞ্চে উপস্থিত থাকতে দেখা গেল ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে। কনভেনশনের শেষ দিন, অর্থাৎ আগামী ২২ তারিখ আনুষ্ঠানিক ভাবে ডেমোক্র্যাটদের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষিত হতে চলেছে তাঁর নাম। তবে তার আগেই বাইডেনকে ধন্যবাদ জানাতে কাল মঞ্চে উঠলেন ৫৯ বছরের কমলা। প্রেসিডেন্টকে আলিঙ্গন করে জানালেন, আমেরিকার মানুষ বরাবর তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার এই ভাষণে আসন্ন নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কমলা হ্যারিসেরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। দলের জাতীয় সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিদায়ী ভাষণ দিয়েছেন জো বাইডেন। আর তাতেই আবেগাপ্লুত হয়ে অশ্রুসিক্ত বক্তব্যে তিনি বলেছেন, আমেরিকাকে নিজের সেরাটাই তিনি দিয়েছেন। হৃদয় ও আত্মা দিয়ে জাতির সেবা করেছেন। বাইডেনকে যে এখনই শেষ ভাষণ দিতে হবে সেটি হয়ত তিনি নিজেও ভাবতে পারেননি। আর যে চোখের পলকেই বদলে যায় সেটি বাইডেনের চেয়ে ভাল আর কে জানে?

ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি আসন্ন নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কমলা হ্যারিসকে দলের ভবিষ্যৎ এবং আমেরিকার গণতন্ত্র রক্ষায় অনন্য যোগ্য বলে প্রশংসা করেন। একথা বলার পর বাইডেনকে তার দলের সমর্থকরা বলতে থাকেন, 'থ্যাংক ইউ বাইডেন'। তাদের হাতে ধরা ছিল পোস্টার। তাতে লেখা 'লাভ ইউ বাইডেন'।

মঞ্চে বাইডেনের মেয়ে অ্যাশলে ও স্ত্রী জিলও উপস্থিত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে বাইডেনের সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত কতটা কঠিন এবং মর্মান্তিক ছিল তা উল্লেখ করেন জিল।

সোমা সায়ীদ সুপ্রিম কোর্টের জজ পদে প্রার্থী হতে চান

৩ পৃষ্ঠার পর

স্টেটের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে শূন্যতার ভিত্তিতে বিচারক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। আমরা আশা করছি, ২০২৫ সালের জন্য সোমা সায়ীদ প্রার্থী হতে পারেন। যদিও এবারই পরিকল্পনা ছিল কিন্তু এবার যেহেতু তিনি সম্প্রতি কুইন্সের সিভিল কোর্টে ম্যানহাটান থেকে বদলি হয়ে জয়েন করেছেন, এ জন্য সময় হয়তো একটু কম হয়ে যেত। এ ছাড়া বিচারক পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য বেশ কিছু প্রাথমিক ধাপ আছে, এগুলো পার করতে হবে। বিচারক পদে প্রার্থী হওয়ার জন্য ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমর্থন লাগবে। পার্টি থেকে রিকমেন্ডেশন লাগবে। তিনি যদি পার্টির রিকমেন্ডেশন পান এবং সব ধরনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন, তাহলে নিউইয়র্ক স্টেটের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার জন্য নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন। পদ খালি থাকলে নিয়োগের জন্য নভেম্বরে নির্বাচন হয়। ২০২৫ সালে পদ খালি থাকলে তিনি প্রার্থী হতে চান। সোমা সায়ীদ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোট পেয়ে সিভিল কোর্টের জজ হিসেবে নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি প্রথমে কুইন্সে পরে ম্যানহাটনে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বেশ সফলতা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে কুইন্সে সিভিল কোর্টের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

গাঁজা-মাদকের গ্রাসে জ্যামাইকা

৩ পৃষ্ঠার পর

আর বের হয়ে যায় না। রক্তে মিশে গিয়ে তা বারবার মাদক গ্রহণে বাধ্য করে থাকে। এভাবে একজন যুবক মাদকের অন্ধকারে হারিয়ে যায়। এ ব্যাপারে কিছু রিয়াল সেন্টার কাজ করলেও মাদকের নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে এলাকার প্রবীণরা মনে করছেন।

এনওয়াইপিডির সাবেক কমিশনার ডারমোট শিয়া এক সময় জ্যামাইকার মাদক বিস্তার নিয়ে তার মন্তব্যে বলেছিলেন, আমরা অনেক অভিযুক্তকে ধরে ফৌজদারি আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। অভিযুক্তরা এসব এলাকায় মাদক ব্যবসায়ির নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করছিল। যারা বিভিন্ন সময়ে মাদক সরবরাহ করতো। মাদক ব্যবসায়িরা কখনও কোন মাদকের নাম ধরে কথা বলে না। তারা বিভিন্ন সাংকেতিক নাম ব্যবহার করে থাকে। মাদক এবং অবৈধ অস্ত্র এ দুটি অন্তর জিনিস পাশাপাশি থাকে। তাই সাধারণ মানুষ এসব অপরাধীদেও সম্পর্কে জেনেও কোন তথ্য দিতে চায় না। গোয়েন্দা পুলিশ ছদ্মবেশে এসব অপরাধীদের ধরে আইনের আওতায় আনার ব্যাপারে নিরলস চেষ্টা করছে বলে এনওয়াইপিডির সূত্র জানিয়েছে।

বাংলাদেশের নাটকের শুটিং দক্ষিণ কোরিয়ায়!

৩৬ পৃষ্ঠার পর

এদিকে ঢাকায় অবস্থান করা দুই নাটকের নাট্যকার আহমেদ তাওকীর বলেন, "লাভ লক' ও 'মনে পড়ে তোমাকে' নাটকের দুটি গল্পই রোমান্টিক। এর আগে আমার লেখা একাধিক নারীপ্রধান গল্প দর্শকনন্দিত হয়েছে। এবার রোমান্টিক গল্প সেইভ করে নাটক দুটির প্লট সাজিয়েছি। আশা করছি দর্শকরা ভিন্নতা পাবেন এবং পছন্দ করবেন।"

নির্মাতা জানালেন, নাটকগুলো শিগগিরই বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার হবে এবং উন্মুক্ত হবে ইউটিউব চ্যানেলেও।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ৩৩ মামলা

১ পৃষ্ঠার পর

বিরুদ্ধে। এখন পর্যন্ত শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ৩৫টি মামলা হয়েছে, যার মধ্যে ২৯টি হত্যাকাণ্ডের। বাকি চার মামলা মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং গণহত্যার জন্য করা হয়েছে। এ ছাড়া গুমের অপরাধেও করা হয়েছে একটি মামলা।

সর্বশেষ মামলা হয়েছে সিলেটে। শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগের ৮৬ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে বুধবার (২১ আগস্ট) মামলা দায়ের করা হয়। গত ৪ আগস্ট সিলেটে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা করায় এ মামলা দায়ের করা হয়। সিলেট মহানগর আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট সুমন ভূঁইয়ার কাছে এ মামলা দায়ের করেন সিলেট জেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জুনায়েদ আহমেদ। এতে শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানাকে আসামি করা হয়েছে।

জানা গেছে, গত ৪ আগস্ট সিলেট বন্দরবাজারে শান্তিপূর্ণ সমাবেশের আয়োজন করে বিএনপি। কিন্তু এতে হামলা ও গুলি চালায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। এ মামলায় আরও আসামি করা হয়েছে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সড়ক পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ, আনিসুর রহমান এবং সালমান এফ রহমানকে।

গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশত্যাগ করেন শেখ হাসিনা। বর্তমানে তিনি ভারতে রয়েছেন।

নিরাপত্তা ঝুঁকিতে হাজারো মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য

৬৪ পৃষ্ঠার পর

মহলগুলি আশঙ্কা করছে।

২০০৮ সালে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় 'ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স' (ডিজিএফআই) ভবনে প্রথম যাত্রা শুরু করে এনটিএমসি'র গোয়েন্দা কার্যক্রম। ন্যাশনাল ইনফরমেশন পোর্টাল (এনআইপি)তে ঢুকে অনুমোদিত শতশত প্রতিষ্ঠান সাধারণ মানুষের যে ডাটা নিয়ে কাজ করে থাকে তার ওপর নজরদারি করতো এনটিএমসি। এছাড়া তারা সরকারের বিপক্ষে যায় এমন মানুষদের নজরদারিতে রেখে তাদের ব্যক্তিগত ডাটা সংগ্রহ করে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাকে সরবরাহ করতো। বিগত সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের সকল গোয়েন্দা সংস্থাকে গোপন তথ্য সরবরাহ করে সহযোগিতা করতো এনটিএমসি। বিশেষ করে সরকার বিরোধিদের গতিবিধি নজরদারির মধ্যে রাখা হতো এনটিএমসির মাধ্যমে। তারা গোপনে টার্গেটকৃত ব্যক্তির ফোন কথোপকথন রেকর্ড করতো। এছাড়া টার্গেটকৃত ব্যক্তির নাম, পেশা, ন্যাশনাল আইডি নম্বর, সেল ফোন নম্বর, ব্যাংকের তথ্য, আর্থিক বিবরণ, রক্তের গ্রুপ, পিতা ও মাতার নাম, ফোন কলের দৈর্ঘ্য, গাড়ীর নিবন্ধন, পাসপোর্টের তথ্য, আঙুলের ছাপ এবং ওই ব্যক্তির একাধিক ছবি সংরক্ষণ করতো।

ক্লাউড ডিফেন্স নিরাপত্তা গবেষক ভিক্টর মার্কোপোলোস 'এনটিএমসি' সম্পর্কে বলেন, যে কোন গোয়েন্দা সংস্থার ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটতে পারে। ভুল কনফিগারেশনের কারণে 'এনটিএমসি'র ডাটাবেসের মধ্যে প্রকাশিত তথ্যের ১২০টিরও বেশি সূচক রয়েছে। যার প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন লগ সংরক্ষণ করা হয়। এসব সূচকে সেলফোন, এসএমএস, জন্ম নিবন্ধন, পিজন, বন্দি তালিকা, অনুসন্ধান, ড্রাইভিং লাইসেন্স, টেম্প এবং টুইটার'র তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ফাইলগুলিতে হাজার হাজার তথ্য এন্ট্রি রয়েছে।'

নিরাপত্তা পরামর্শদাতা এবং তথ্য লঙ্ঘন অনুসন্ধান সংস্থা সিকিউরিটি ডিসকভারির সহ প্রতিষ্ঠাতা জেরেমিয়া ফাউলার উন্মুক্ত ডাটাবেজ পর্যালোচনা করেছেন এবং 'এনটিএমসি'র সাথে এর লিঙ্কগুলি নিশ্চিত করেছেন। ফাউলার বলেন, 'আমি নিয়মিতভাবে অনলাইনে উন্মুক্ত সার্ভার এবং ডেটাবেসগুলি গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত তথ্যগুলো খুঁজে পেয়েছি।' প্রতিটি সেলফোনের দেওয়া আইডেন্টিফিকেশন কোডের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমি সবচেয়ে বড় যে জিনিসটি দেখেছি তা সত্যিই বিপজ্জনক ছিল। তা হলো অনেকগুলো 'আইএমইআই' নম্বর। এগুলির সাহায্যে তারা আসলে একজন ব্যক্তির ফোনকে ট্র্যাক করতে পারতো বা ফোন নম্বর ক্লোন করতে পারতো। যার দ্বারা ওই ব্যক্তিকে তারা সর্বক্ষণ নিজেদের কব্জায় রাখতে সক্ষম হতো।

গত জুন মাসে বাংলাদেশে হাজার হাজার মানুষের ব্যক্তিগত ডাটা ন্যাশনাল ইনফরমেশন পোর্টাল (এনআইপি) থেকে চুরি হয়ে একটি চক্রের মাধ্যমে বিক্রি হয়ে যায়। এনটিএমসি'র দাবি তারা তা শনাক্ত করতে পেরেছে। 'এনটিএমসি'র সদ্য বিদায়ি ডিজি মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান বাংলাদেশে হাজার হাজার মানুষের ব্যক্তিগত ডাটা চুরির বিষয়ে গত ৪ জুলাই 'সাপ্তাহিক আজকাল'কে এক প্রশ্নের উত্তরে ফোনে জানিয়েছিলেন, 'ন্যাশনাল ইনফরমেশন পোর্টাল (এনআইপি)তে ঢুকে কেউ ডাটা সরিয়ে নিয়ে বাইরে বিক্রির চেষ্টা করলে 'এনটিএমসি'র পক্ষে তা জানার মতো যথেষ্ট প্রযুক্তিগত সক্ষমতা আমাদের রয়েছে।'

সরকারের পটপরিবর্তনে 'এনটিএমসি'র ভবিষ্যৎ কার্যক্রম কি হবে তা নিয়ে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে আলোচনা চলছে বলে জানা গেছে। জনগণের নিরাপত্তার বিষয়টি সামনে রেখে নতুন কোন রূপরেখা আসতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে আভাস দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতা বাড়ছে কেন

১১ পৃষ্ঠার পর

হাসিনার পদত্যাগ ও পালিয়ে যাওয়ার পরবর্তী সময়ে ভারতের কিছু গণমাধ্যম বাংলাদেশে মন্দিরে আগুন দেওয়া ও হিন্দুদের ওপর হামলার ভুয়া ভিডিও দেখিয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের খবর অতিরঞ্জন করে পরিবেশন করে, যা পরে ফ্যাক্ট চেকিং প্রতিষ্ঠান ডিসমিসল্যাব অপতথ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

নিজ দেশে মুসলিমবিদ্বেষ ও দাঙ্গায় মদদ দেওয়ার অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে, সেই মোদি সরকার এ সময় অবিশ্বাস্য দ্রুততায় বাংলাদেশ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে একটি কমিটি গঠন করেছে। শেখ হাসিনার ২০০৯-২০২৪ শাসনামলে অনেক হিন্দু মন্দিরে হামলা ও সম্পত্তি দখলের ঘটনায় ভারত সরকারকে এত উদ্বিগ্ন মনে হয়নি। তাই তাদের উদ্বেগের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়।

অর্থনীতির আকার, জনশক্তি, সামরিক শক্তি ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের ওপর ভর করে ভারত নিজেকে বিশ্বশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের আধিপত্যবাদী আচরণ তাকে বন্ধুহীন করেছে।

শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদী কর্মকাণ্ডে অন্ধ সমর্থন ভারতের ব্যাপারে বাংলাদেশের মানুষকে আরও সন্দিহান ও ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় সমতার ভিত্তিতে বৈদেশিক সম্পর্ক কেনো অমূলক চাওয়া নয়। গণ-অভ্যুত্থানে বদলে যাওয়া বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে ভারতকে তার ভাবনা ও আচরণ বদলাতে হবে।

লেখক: যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক, হিউবার্ট এইচ হামফ্রে ফেলো, ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ড।

মেনোপজ নারীত্বের নতুন অধ্যায়

১৮ পৃষ্ঠার পর

* ত্বকের ব্যাঘাত বা ইনসমনিয়া।
* হঠাৎ ওজন বৃদ্ধি পাওয়া।
* প্রস্রাবের সংক্রমণ।
* মাসিকের রাস্তায় সংক্রমণ বা শুষ্কতা।
* অতিরিক্ত ক্লান্ত অনুভব করা।
* অবসাদগ্রস্ততা, হতাশা, অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা বা অযথা ভয় পাওয়া ইত্যাদি।

কারও কারও ক্ষেত্রে মাসিক বন্ধের ১-২ বছর আগ থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ মেনোপজের ১০-১২ বছর পর পর্যন্ত এ উপসর্গগুলো থাকতে পারে। তারপর লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে কমে আসে।

** কখন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে

মেনোপজ ও মেনোপজ পরবর্তীকালে যে কোনো ধরনের রোগ বা রোগের উপসর্গে অতিসত্বর ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। বছরে নিয়ম করে ও ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। যেমন-রক্তের কোলেস্টেরল, সুগার, ম্যামোগ্রাফি, প্রয়োজনে ইসিজি, প্যাপ স্মিয়ার, কোলোনোস্কোপি ইত্যাদির কারণে এ সময় নানা রকম স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। যেমন-

* হৃদরোগ ও রক্তনালির নানা সমস্যা।
* হাড়ক্ষয় ও অস্টিওপোরোসিস।
* মূত্র বা মূত্রথলির প্রদাহ।
* অনিয়ন্ত্রিত প্রস্রাব।
* সেক্সুয়াল ক্ষমতা হ্রাস বা অনাগ্রহ।
* ওজনাধিক্য বা স্থূলতা ইত্যাদি।

রোগের ঝুঁকি, রোগ লক্ষণ ও প্রকারভেদ অনুযায়ী চিকিৎসক পরবর্তী পরীক্ষা বা পরবর্তী চেকআপের দিন ধার্য করে দেবেন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বা চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মেনোপজ পরবর্তী বেশিরভাগ লক্ষণই অস্থায়ী। একজন মহিলা এ সময়ে স্বাস্থ্য সচেতন থেকে একটি সুস্থ, কর্মক্ষম ও সক্রিয় জীবনযাপন করতে পারেন। এ সময় সবচেয়ে প্রয়োজন পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের মানসিক সহযোগিতা। সুষম খাদ্য তালিকা, দৈনন্দিন ব্যায়াম, পরিমিত বিশ্রাম ও পর্যাপ্ত ঘুম এ সময়ের অনেক রোগ ও রোগের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। বর্তমানে মেনোপজের লক্ষণ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের নানা চিকিৎসা রয়েছে। রয়েছে নানা রকম হরমোন থেরাপিও। প্রয়োজনে চিকিৎসক রোগীর জন্য সবচেয়ে কার্যকর ও নিরাপদ চিকিৎসা পদ্ধতি প্রদান করবেন।

প্রত্যেক নারীই আলাদা আর সবাইকে নিজ প্রয়োজন বা সমস্যা অনুযায়ী সমাধানের পন্থা অবলম্বন করতে হবে। মনে রাখবেন, মেনোপজ একজন নারীর নারীত্বের অবসান নয়, বরং নারীত্বের এক নতুন অধ্যায়।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, হরমোন ও ডায়াবেটিস রোগ বিভাগ, মার্কস মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, মিরপুর, ঢাকা।

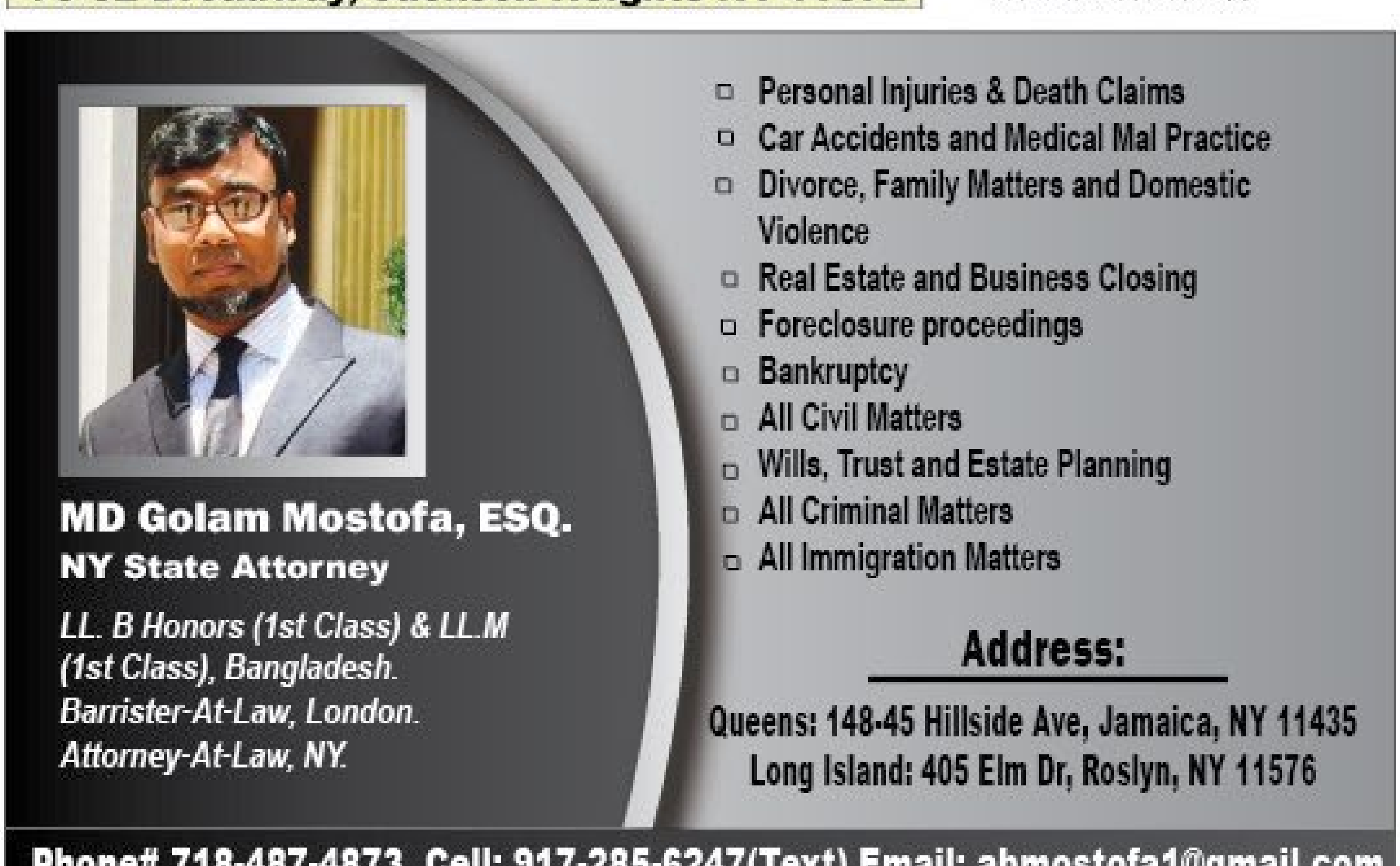

বাড়ি বেচাকেনায় নতুন নিয়ম চালু

৬৪ পৃষ্ঠার পর

ক্ষতিতে পড়বেন। কারণ বায়ারকে নতুন করে এজেন্ট ফি দিতে গেলে তাদের উপর অর্থের চাপ বেড়ে যাবে। অনেক বায়ারই কোন ধরনের চুক্তিতে যেতে চায় না। তাই আর্থিক নিশ্চয়তা না পেয়ে বায়ার এজেন্টরাও বাড়ি দেখাবে না। ফলে বিক্রি কমে যেতে পারে।

তবে এনএআর সভাপতি কেভিন সিয়ার্স বলেছেন, তিনি আত্মবিশ্বাসী যে এজেন্টরা পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেবে। এই পরিবর্তনগুলি বাড়ি কেনা এবং বিক্রি করার সময় গ্রাহকদের পছন্দ ও চাওয়াকে আরও শক্তিশালী করতে সহায়তা করবে। এদিকে শিল্প বিশ্লেষকরা আমেরিকার রিয়েল এস্টেট বাজারে এক শতাব্দীতে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন বলে অভিহিত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহত্তম রিয়েল এস্টেট ব্রোকারেজ, ইএক্সপি রিয়েলটির সিইও লিও পারেজা বলেছেন, এটি একটি শিল্পে একটি বিশাল সামাজিক পরীক্ষা, যা দেশ আগেও দেখেনি এবং কনফিউজিং। তবুও আমার এজেন্টদের প্রস্তুত করছি।

রিয়েলটর মোহাম্মদ রাজা আহ্নকলকে বলেন, নতুন নীতির দুটি দিক আছে। আগে সেলার এজেন্ট বা লিস্টিং এজেন্ট বাড়ির কমিশন দিত। এখন লিস্টিং এজেন্টরা চাইলে তা না দিতে। ফলে বায়ার এজেন্টরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তবে যেহেতু কমিশন খণ্ড এখন কমছে তাই সেলার তার এজেন্টকে কম কমিশন দিবে। বাড়ির দামও কম হবে। আবার উল্টো দিকে বায়ার যদি তার এজেন্টকে টাকা দেয় তাহলে এজেন্ট তার স্বার্থটাই দেখবে। কারণ সে তার ক্লায়েন্ট। তার কাছে এজেন্ট চুক্তিগত দায়বদ্ধ। আগে বায়ারকে দেখা হতো ক্রেতা হিসেবেই। এটা বায়ারের জন্য ভালো দিক। তবে নতুন এজেন্টদের বায়ার পাওয়া কষ্টকর হবে।

রিয়েলটর সোহাগ বলেন, যেহেতু এখন বায়ারকে কমিশন পে করতে হবে তাই বায়ারের উপর চাপ পড়বে। তাছাড়া বায়ারকে কোন একজনের সঙ্গে চুক্তি করতে হবে। ফলে তার জন্য অনেক বাড়ি দেখার সুযোগ কমে যাবে। ফলে যাচাই বাছাই করেই রিয়েলটর চুক্তি করতে হবে। এতে কিছুটা আতঙ্কে আছেন রিয়েলটর ব্যবসায়ীরা। কারণ সাধারণত মানুষ কোন বিষয়ে লিখিত চুক্তিতে যেতে আগ্রহী হয় না।

এনএআর বলছে, সুনির্দিষ্ট চুক্তির ফলে যাদের বাড়ি আশু প্রয়োজন তারাই এজেন্টের সঙ্গে চুক্তিতে যাবে। তাছাড়া, দরকষাকষির সুযোগ থাকায় রিয়েল এস্টেট কমিশন ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ কমতে পারে। এটি ডিসকাউন্ট ব্রোকারেজের মতো বিকল্প ব্যবসায়িক মডেলসহ রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলির উন্নতিও হতে পারে।

ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত বাংলাদেশ

১ পৃষ্ঠার পর

টেলিযোগাযোগ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় অনেক তথ্য জানা যাচ্ছে না। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা হচ্ছে ফেনী। দুর্গতদের জন্য প্রায় ২ কোটি টাকার নগদ সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

এদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের জানান, দেশের বন্যাকবলিত জেলা ১০টি। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শনে যাবেন।

এদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা। এ সময় সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মতো দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দিতে নতুন কোনো উচ্চতর কমিটি বা ব্যবস্থা নেয়ার প্রস্তাব দেন প্রধান উপদেষ্টা।

বৈঠক শেষে প্রেস সচিব শফিকুল আলম এক ব্রিফিংয়ে বলেন, ভারতে বন্যা হলে ভাটির দেশ বাংলাদেশে অবধারিতভাবে এর প্রভাব পড়ে। তাই বন্যা পরিস্থিতি সামাল দিতে বাংলাদেশ ও ভারতের একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে এই পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এছাড়া প্রধান উপদেষ্টা দুই দেশের মধ্যে পানিবণ্টনের বিষয়টি তুলেছেন। পানিবণ্টন নিয়ে যেসব বিষয় আছে, সেগুলো যৌথভাবে নিষ্পত্তি করা কথা বলেছেন।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানিয়েছে, গতকাল চট্টগ্রামের মিরসরাই, কুমিল্লার বুড়িচং, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া, হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ এবং মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় বন্যার্তদের উদ্ধার কার্যক্রমে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৭ পদাতিক ডিভিশন, ২৪ পদাতিক ডিভিশন এবং ৩৩ পদাতিক ডিভিশনের সেনাসদস্যরা পানিবন্দী মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে সহায়তা করছেন। এ ছাড়া ফেনী, চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জে সেনাবাহিনীর পাঁচটি চিকিৎসা দল সহায়তার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে। বন্যাদুর্গতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানোর পাশাপাশি বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ ও খাদ্য বিতরণ করছে সেনাবাহিনী।

সেনাবাহিনী ছাড়াও নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড ও স্বেচ্ছাসেবী বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমেও উদ্ধার কাজে অংশ নিয়েছে।

জানা গেছে, বন্যার পানিতে রেললাইন তলিয়ে যাওয়ায় গতকাল থেকে চট্টগ্রাম ও সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের অনেক স্থানে পানি উঠায় যান চলাচলে ধীরগতি দেখা যায়। বন্যাকবলিত অনেক এলাকায় বিদ্যুৎ নেই। দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যুৎ না থাকায় অনেক মোবাইল টাওয়ার অচল হয়ে পড়েছে। এতে কার্যত ওই সব এলাকার মানুষ যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। কোথাও হাঁটু, কোথাও কোমর, কোথাও বুকসমান পানি। কোথাও কোথাও ১০ ফুটের উপরেও উঠেছে পানি। তলিয়ে গেছে ফসলি জমি, পুকুর, রাস্তাঘাট, মাছের ঘের, আউশ ধান ও আমনের বীজতলা। এমন এলাকার আঞ্চলিক মহাসড়কগুলোও পানির নিচে তলিয়ে গেছে।

বন্যায় সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত সীমান্তবর্তী জেলা ফেনী। জেলার ফুলগাজী, পরশুরাম ও ছাগলনাইয়ার পর ফেনী সদর পুরোটাই পানিতে তলিয়ে গেছে। গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত। বেশির ভাগ একতলা ঘর তলিয়ে গেছে। এমনকি দোতলায়ও কয়েকফুট পানিতে তলিয়ে যাবার খবর পাওয়া গেছে। কেউ কলাগাছের ভেলা বানিয়ে, কেউ অথৈ পানিতে সাতরে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। আবার অনেকে বড় পাতিলে করেও সন্তানকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠানোর চেষ্টা করতে দেখা গেছে। নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার একলাশপুর উচ্চবিদ্যালয়ে আশ্রয় নেওয়া ৭০ বছর বয়সী ননী বেগম বলেন, আগেও অনেকবার এ রকম বৃষ্টি দেখেছি। দিনের পর দিন বৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু কোনোবার এত পানি দেখিনি।'

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম, নাঙ্গলকোট ও মনোহরগঞ্জে ১০ লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন। ঢলের সঙ্গে কুমিল্লায় এক দিনেই ২২০ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় বাঁধ ভেঙে ৩৬টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। বুধবার সকাল থেকে ইমিগ্রেশনের সব কার্যক্রম বন্ধ আছে। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি, রাউজান ও হাটহাজারীর বেশির ভাগ গ্রামীণ সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। বন্যায় পানিবন্দী হয়ে আছেন এই তিন উপজেলার প্রায় তিন লাখ মানুষ। বন্যার পানিতে তলিয়ে আছে হাটহাজারী, ফটিকছড়ি, নাজিরহাট, খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়ক। কক্সবাজারের রামুতে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন অন্তত ২৩ হাজার মানুষ। ডুবে আছে পাহাড়ি জেলা খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির বিস্তীর্ণ এলাকার বসতবাড়ি। শহরের সঙ্গে বিভিন্ন এলাকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। লক্ষ্মীপুরেও বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে।

বন্যার পানিতে ডুবে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আটজন মারা গেছেন। এর মধ্যে কুমিল্লায় চারজন, কক্সবাজারে দুজন, ফেনীতে একজন ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একজন মারা গেছেন। পানির স্রোতে ভেসে যাওয়া কক্সবাজারের দুজন নিখোঁজ আছেন।

চট্টগ্রামের সঙ্গে সারা দেশের ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়াও মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় সিলেটের সঙ্গেও সারা দেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ রাখা হয়েছে।

মোবাইল টাওয়ার অচল

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বন্যাকবলিত জেলাগুলোর মোবাইল ফোনের ২২ শতাংশ টাওয়ার অচল হয়ে গেছে। জেলা গুলোর ৬ হাজার ৯৮৬টি টাওয়ারের মধ্যে ৫ হাজার ৪৭৬টি সচল আছে। ফেনীর ৪২ দশমিক ৪ শতাংশ এবং খাগড়াছড়ির ৪১ দশমিক ৫ শতাংশ টাওয়ার এখন অচল আছে। এসব টাওয়ার সচল করতে কাজ করা হচ্ছে। বন্যা কবলিত এলাকায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর বা সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। অপর দিকে বন্যাদুর্গত এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থিতি করার নির্দেশ দিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম।

ভারতের সৃষ্ট বন্যায় তীব্র ক্ষোভ বাংলাদেশে

১ পৃষ্ঠার পর

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করলে তাকে ভারতে আশ্রয় দেয়া হয়। এ নিয়ে বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন অন্তর্বর্তী সরকারের সমর্থকরা আগে থেকেই নাখোশ ছিলেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন প্রকাশ্যেই বলেছেন, ভারতে বসে শেখ হাসিনার বিবৃতি দেয়া বাংলাদেশ সরকারের পছন্দ নয়। এই পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের বাঁধ ভাঙা ঢলে বাংলাদেশের বিরাট অংশ তলিয়ে যাওয়ায় ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলে দেবার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে শেখ হাসিনার আমলের বিশ্বস্ত প্রতিবেশী দেশটির বিরুদ্ধে আগামী দিনে ক্ষোভ-বিক্ষোভ আরও বাড়তে পারে। এ বিষয়ে সাম্প্রতিক ভারতীয় পণ্য বর্জনের নামে 'ইন্ডিয়া আউট' ক্যাম্পেইনের সঙ্গে এবার যুক্ত হতে পারে ভারতীয় কর্মী নিয়োগের বিরোধিতার স্লোগান।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনদানকারী দেশ ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে কেন এতটা ক্ষোভ এ বিষয়ে বেশ কৌতূহল দেখা দিয়েছে। ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ডের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর, যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান সম্প্রতি এক নিবন্ধে লিখেছেন, 'শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদী কর্মকাণ্ডে ভারতের অন্ধ সমর্থন তাদেরও সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষকে আরও সন্দিহান এবং ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় সমতার ভিত্তিতে বৈদেশিক সম্পর্ক কেনও অমূলক চাওয়া নয়। গণঅভ্যুত্থানে বদলে যাওয়া বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে ভারতকে তার ভাবনা ও আচরণ বদলাতে হবে'। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেছেন, সতর্কতা ও প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ না দিয়েই বাঁধ খুলে দিয়েছে ভারত।

বাংলাদেশে আকস্মিক ভয়াবহ বন্যায় সরকারী হিসাবে আক্রান্ত হয়েছে ৮ জেলার ২৯ লাখের বেশি মানুষ। বন্যা কবলিত এসব এলাকাগুলোর বাসিন্দাদের উদ্ধার, তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে নেওয়া, খাদ্য সরবরাহ ও চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি সর্বোচ্চ জোর দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।

এদিকে, ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমরা লক্ষ করেছি, বাংলাদেশে এই মর্মে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে যে, ত্রিপুরায় গোমতি নদীর উজানে ডুম্বুর বাঁধ খুলে দেওয়ায় বাংলাদেশে বন্যা দেখা দিয়েছে। এটা সঠিক তথ্য নয়। গোমতি নদী ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। গোমতি অববাহিকায় উজানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে। বন্যার মূল কারণ অতি বর্ষণ বলে মনে করা হয়। সীমান্তবর্তী এই বাঁধটি ভেঙে যায়। এতেই পানি বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এই বাঁধ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়ে থাকে'। তবে ভারতের এই ব্যাখ্যা বাংলাদেশ গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিচ্ছে না।

অন্যদিকে, ভারতে আশ্রয় নেয়া ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তার মন্ত্রিসভার সকল সদস্য এবং সংসদ সদস্যগণের কূটনৈতিক পাসপোর্ট (লাল পাসপোর্ট) বাতিল করে দিয়েছে সরকার। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সমঝোতা মোতাবেক, দুই দেশের কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীরা ভিসা ছাড়াই ৪৫ দিন পর্যন্ত একে অন্যের দেশে থাকতে পারেন। এখন লাল পাসপোর্ট বাতিল হয়ে যাওয়ায় সেই সুযোগ হারালেন শেখ হাসিনা। ভারত সরকারের নীতি নির্ধারকরা অবশ্য বলছেন, শেখ হাসিনা ভারত সরকারের অতিথি। তিনি যতদিন ইচ্ছা ভারতে থাকতে পারবেন। ১৯৭৫ সালে তার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারা দেশটিতে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত আশ্রয়ে ছিলেন। এবার শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে ভারত মানবিক কারণে আশ্রয় দিয়েছে। ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিলে পাসপোর্ট কিংবা ট্রাভেল ডকুমেন্ট ছাড়াই যে কাউকে আশ্রয় দিতে পারে। ভারত এভাবে শেখ হাসিনার পাশে দাঁড়ানোর কারণে বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন মহলে অস্বস্তি বিরাজ করছে।

কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট পদে দলীয় প্রার্থী

১ পৃষ্ঠার পর

গ্রহণ করেন। আইন প্রেসিডেন্ট পদে তার রানিং মেট হিসেবে বুধবার কনভেনশনের তৃতীয় দিনে মনোনয়ন ঘোষণা করা হয় মিনেসোটার গভর্নর টিম ওয়ালজের। শিকাগোর ইউনাইটেড সেন্টারে বিপুল সমর্থক সমাগমে অনুষ্ঠিত ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এই কর্নাল কনভেনশন ছিল বিভিন্ন দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যময়। এই কনভেনশনের সূচনাতেই বক্তব্য রাখেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। উপস্থিত হাজার হাজার মানুষের হাতে তখন শোভা 'উই লাভ জো' লেখা পেস্টুন। এবারের ডেমোক্র্যাটিক কনভেনশন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং তার স্ত্রী মিশেল ওবামার যাদুকরি বক্তৃতায়। বক্তৃতায় মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। কনভেনশনে দীর্ঘ বক্তা তালিকায় আরো ছিলেন, ন্যান্সী পেলোসি, চাক শুমার, হিলেন অপরাহ উইনফ্রে। শতদ্রুতে মনোনয়ন গ্রহণ করে কমলা হ্যারিসের সমাপনী বক্তৃতার আগে পর্যন্ত কনভেনশনের দুইদিনব্যাপী মঞ্চে দীর্ঘ সময় ধরে বক্তব্য রাখেন সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ। এদের মধ্যে বন্দুক সহিংসতার শিকার পরিবারগুলির সদস্যরা যখন একে একে বক্তব্য দিতে থাকেন তখন কনভেনশনে এক শোকবিধুর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বক্তব্য দিতে স্বামীর হাত ধরে মঞ্চে আসেন ২০১১ সালে গুলির শিকার হয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা অ্যারিজোনার কংগ্রেসওম্যান গ্যাবি গিফোর্ড। মঞ্চে আসেন যুদ্ধাহত প্রাক্তন সৈনিকেরা, আসেন কমলার পরিবারের নতুন প্রজন্মেও শিশুরা, কমলার বোন মায়া হ্যারিস। বিভিন্ন স্টেটের গভর্নও ও সিনেটররাও বক্তব্য রাখেন। কমলা যখন বক্তব্য দিতে ওঠেন রাত তখন সাড়ে দশটা। বিপুল করতালি ও উল্লাস ধ্বনির মধ্য দিয়ে তাকে মঞ্চে স্বাগত জানায় কনভেনশনে উপস্থিত হাজারো সমর্থক। বক্তৃতার শুরুতেই কমলা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রতি। তিনি তার এবং তার পরিবারের ওপর তার মায়ের প্রভাবের কথা তুলে ধরে মায়ের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাকে তার অনুপ্রেরণা বলে উল্লেখ করেন। তিনি প্রেসিডেন্ট পদে পার্টির মনোনয়ন গ্রহণ করে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বক্তৃতায় তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভিন্ন কীর্তিকলাপের তীব্র সমালোচনা করে প্রশ্ন রাখেন, তার মতো একজন ব্যক্তি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেমন করে হয়? রাত ১১টায় এই রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত কমলা হ্যারিসের বক্তৃতা চলছিল।

কমলা হ্যারিসই মার্কিন প্রেসিডেন্ট হবেন : বারাক ওবামা : যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্রাট কনভেনশনের দ্বিতীয় দিনে প্রধান আকর্ষণ ছিলেন বারাক ওবামা। তার ভাষণে ওবামা এবং তার স্ত্রী মিশেল হ্যারিসের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন এবং বলেছেন, কমলা হ্যারিসই আগামী মার্কিন প্রেসিডেন্ট হবেন। বারাক ওবামা তার ভাষণে বলেন, 'কমলা হ্যারিস নতুন কাজের জন্য প্রস্তুত। তিনি তার জীবনের বেশিরভাগ সময় সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করেছেন। অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে বড় ব্যাংক ও কলেজগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি কোটি কোটি ডলার সাধারণ মানুষের জন্য ফেরত আনতে সক্ষম হয়েছেন। যখন বাড়ি বন্ধক সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তখন তিনি আমার প্রশাসনকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশ দেন।' ওবামা আরও উল্লেখ করেন, 'যদি আমরা সবাই আগামী ৭৭ দিন কঠোর পরিশ্রম করি, তাহলে আমরা কমলা হ্যারিসকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে পারব।' সাবেক প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রশংসা করে ওবামা বলেন, 'আমাদের এমন নেতার প্রয়োজন, যিনি আমেরিকাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবেন। একসঙ্গে আমরা একটি নিরাপদ, ন্যায়ের ভিত্তিতে চলা, সমান অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাসী দেশ গঠন করতে পারব।' ওবামা মন্তব্য করেন, 'একজন ৭৮ বছর বয়সী ধনকুবের, যিনি প্রতিদিন অভিযোগ করেন এবং চক্রান্তের কথা বলেন, তা কমলা হ্যারিসের কাছে পরাজিত হওয়ার ভয়ে।' ওবামা অভিযোগ করেন, 'ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভাজনের রাজনীতি করেন এবং দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চান। তিনি মনে করেন, দেশটি 'আমরা' এবং 'ওরা'-তে বিভক্ত। এটি রাজনীতির একটি পুরোনো কৌশল, যা সফল হবে না। আমরা তাকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য আরও চার বছর সময় দিতে পারি না।' তিনি আরও বলেন, 'ডেমোক্র্যাটদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ হলো, কর্মীরা যেন পরিষ্কার বাতাসে শ্বাস নিতে পারে, পরিচ্ছন্ন পানি পান করতে পারে, তাদের সন্তানকে ভালো স্কুলে পাঠাতে পারে এবং তাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে থাকতে পারে। কমলা হ্যারিস এবং তার রানিংমেট টিম ওয়ালজও এই বিশ্বাসে অটল।'

হাসিনাকে ডুবিয়েছে গ্যাং অব ফোর

১ পৃষ্ঠার পর

না'। এগুলো ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনাসহ তাঁর দল আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা-কর্মী ও সাবেক সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সদস্যদের পাঠানো কিছু বার্তা; যা দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পেয়েছে। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস গত এক সপ্তাহে এই ব্যক্তিদের কারও কারও সঙ্গে অজ্ঞাত স্থানে দেখা করতে এবং বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রতিশোধের শিকার হওয়ার শঙ্কায় আত্মগোপনে থাকা কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম হয়েছে। এই ব্যক্তিদের অভিন্ন কথা, 'শেখ হাসিনা দল ও জনগণকে পরিত্যাগ করেছেন।' তাঁদের মধ্যে আওয়ামী লীগের এক নেতা বলেন, 'আপা (হাসিনা) আমাদের ছেড়ে গেছেন।' আওয়ামী লীগের এক নেতা বলেন, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, নির্যাতন, পুলিশের নিষ্ঠুরতায় জনগণের মধ্যে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, তা আমরা বুঝছিলাম। বিএনপিকে নির্বাচনী অঙ্গনে ওঠানো গেলে সেই ক্ষোভ হয়তো থামানো যেত। তাতে আমরাই আবার জিততে পারতাম এবং দল ক্ষমতায় থাকত। নেতা-কর্মীদের পরিত্যাগ করে শেখ হাসিনার চলে যাওয়ার একই অনুভূতি শোনার কথা বলছেন আরও অনেকেই। ৫ আগস্টের ঘটনাবলি তাঁরা আগে থেকে আঁচ করতে পারেননি। সেদিন শেখ হাসিনা তাঁর বোন শেখ রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যান। শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ ভারতে রয়েছেন। আওয়ামী লীগের একাধিক সূত্র জানায়, শেখ হাসিনার দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য, এমনকি ঘনিষ্ঠ সহযোগীদেরও 'পুরোপুরি বিস্মিত' করেছে। এক নেতা বলেন, 'আমরা টেলিভিশনের খবর থেকে এটা জানতে পারি।'

শেখ হাসিনার দেশত্যাগে বিপদে নেতা-কর্মীদের জীবন : এভাবে শেখ হাসিনার চলে যাওয়ার ঘটনা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের জীবন বিপদের মধ্যে ফেলেছে। 'বিক্ষোভকারী, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর কর্মী এবং সুযোগসন্ধানীরা' আওয়ামী লীগের নেতাদের বাড়িঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও দলীয় কার্যালয়গুলো নিশানা বানান। করা হয় অগ্নিসংযোগ, লুট; চালানো হয় ভাঙচুর। আওয়ামী লীগের এক নেতা বলেন, '(৫ আগস্ট শেখ হাসিনা চলে যাওয়ার পর) আমরা একটা সময়েই শুধু বাড়ি থেকে বের হওয়ার সুযোগ পাই। সেটি সেনাপ্রধান যখন বেলা তিনটার দিকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন ও মানুষ তা শুনতে টেলিভিশনের পর্দায় নজর রাখছিলেন।' চারজনের এই দল তাঁর (হাসিনা) পতনে নেতৃত্ব দিয়েছে। এই ব্যক্তিদের ওপর তাঁর ছিল অন্ধবিশ্বাস। তাঁর যে সহজাত রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল, তা তিনি তাঁদের কারণে হারিয়েছেন।

আত্মগোপনে থাকা একজন আওয়ামী লীগ নেতা : আরেক নেতা ও মন্ত্রী (সাবেক সরকারের) বলেন, 'আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা ধরা পড়লে লোকজন আমাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারবে।' আওয়ামী লীগের সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে শেখ হাসিনার সরকার বিরোধী দলের নেতাদের নিশানা করে, কারাগারে পাঠায়, মামলা করে, অস্বীকৃতি দেখায় ও হয়রানি করে। কিন্তু পরে হঠাৎই পরিস্থিতি উল্টে যায়। সাম্প্রতিকতম ঘটনার (শেখ হাসিনার পতন ও দেশত্যাগ) খানিকটা পেছনে তাকালে দেখা যাবে, ঘটনাপ্রবাহে কেউ কেউ (হাসিনা সরকারের) বিশেষ করে গত জুলাইয়ে শিক্ষার্থী ও বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানোর ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। পরে ৩-৪ আগস্ট ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে আসেন। ৫ আগস্ট বিক্ষোভকারীরা কারফিউ ভাঙেন। সেদিনই সরকারের পতন ঘটে।

'গ্যাং অব ফোর' : আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের জন্য আত্মগোপনে থাকা ওই নেতাদের একজন দলের অভ্যন্তরীণ একটি স্বার্থগোষ্ঠীকে দায়ী করে বলেছেন, 'তিনি (শেখ হাসিনা) আমাদের কথা শোনেননি।' এই গোষ্ঠীকে 'গ্যাং অব ফোর' বলে আখ্যায়িত করেন নেতাদের একজন। তিনি বলেন, গোষ্ঠীটি শেখ হাসিনাকে বাস্তব অবস্থা বুঝতে দেয়নি। এই চার নেতা হলেন শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ (জয়), বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। আওয়ামী লীগের ওই নেতা বলেন, 'চারজনের এই দল তাঁর (হাসিনা) পতনে নেতৃত্ব দিয়েছে। এই ব্যক্তিদের ওপর তাঁর ছিল অন্ধবিশ্বাস। তাঁর যে সহজাত রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল, তা তিনি তাঁদের কারণে হারিয়েছেন।' দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস গত এক সপ্তাহে এই ব্যক্তিদের কারও কারও সঙ্গে অজ্ঞাত স্থানে দেখা করতে এবং বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রতিশোধের শিকার হওয়ার শঙ্কায় আত্মগোপনে থাকা কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম হয়েছে। তাঁদের অভিন্ন কথা, 'শেখ হাসিনা দল ও জনগণকে পরিত্যাগ করেছেন।'

বিএনপিকে নির্বাচনে না আনা 'বড় ভুল' : এ বছরের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বিএনপিকে না আনা শেখ হাসিনার একটি 'বড় ভুল' হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে। সূত্রগুলো বলছে, আওয়ামী লীগের কিছু নেতা মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে লন্ডনে বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। একটি সূত্রের ভাষ্যমতে, 'আড়ালে থাকা একটি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রস্তাবও দেওয়া হয় (বিএনপিকে নির্বাচনে আনার)। আমাদের ধারণা, তারেকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় চ্যানেলটি ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের এক বছর আগেই ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়...কিন্তু শেখ হাসিনা ওই প্রস্তাবে সবুজসংকেত দেননি।' আওয়ামী লীগের একজন নেতার বক্তব্য, বিএনপি চেয়ারপারসনের ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার বিষয়টি শেখ হাসিনার প্রত্যাখ্যান করা ছিল 'সাংঘাতিক ভুল'। কেননা, একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বিএনপি নির্বাচনে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বিএনপিকে নির্বাচনে আনা গেলে বিরোধীদের রাগ-ক্ষোভ হয়তো মিটে যেত। ওই নেতা আরও বলেন, 'দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, নির্যাতন, পুলিশের নিষ্ঠুরতায় জনগণের মধ্যে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, তা আমরা বুঝছিলাম। বিএনপিকে নির্বাচনী অঙ্গনে ওঠানো গেলে সেই ক্ষোভ হয়তো থামানোও যেত। তাতে আমরাই আবার জিততে পারতাম এবং দল ক্ষমতায় থাকত।' নেতা-কর্মীরা মনে করেন, বিশেষ করে গত জানুয়ারির নির্বাচনে জেতার পর শেখ হাসিনা আরও একগুঁয়ে হয়ে ওঠেন ও কেনো পরামর্শ শোনেননি। এ প্রসঙ্গে ওই নেতা বলেন, 'টানা চতুর্থবার জিতে তিনি (হাসিনা) অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং কোটা সংস্কার নিয়ে ছড়িয়ে পড়া আন্দোলনে সৃষ্ট ক্ষোভের মাত্রা বুঝতে ব্যর্থ হন।' সূত্রগুলো বলছে, কৌশলে কিছু নেতা শেখ হাসিনাকে জুলাইয়ের শুরুতে ছাত্র বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসার আহ্বান জানান। তবে তা প্রত্যাখ্যান করেন তিনি। (হাসিনা সরকারের) কফিনে শেষ পেরেকটি বসে তখন, যখন একই মাসে পুলিশের গোয়েন্দা শাখার সদস্যরা ছাত্রনেতাদের তুলে নিয়ে যান এবং অস্বীকৃতি দেখিয়ে ও আন্দোলন কর্মসূচি প্রত্যাহারে জোরপূর্বক প্রতিশ্রুতি আদায় করে ছেড়ে দেন। এ কৌশল হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। কর্মসূচি প্রত্যাহারে কীভাবে জোরপূর্বক প্রতিশ্রুতি আদায় করা হয়েছে, ছাত্রনেতারা সেই বিষয় জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেন। এটি পরপর কিছু ঘটনার সূত্রপাত ঘটায় এবং শেখ হাসিনা দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। শেখ হাসিনার পতনের পর জীবনাশঙ্কায় আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মী ও বুদ্ধিজীবী দেশজুড়ে বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে আশ্রয় নেন। আশ্রয় নেওয়া এই ৬২৬ জনের মধ্যে ছিলেন নানা শ্রেণিপেশার মানুষ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আওয়ামী লীগের ২৪ জন নেতা, ৫ জন বিচারক, বেসামরিক প্রশাসনের ১৯ কর্মকর্তা, ২৮ পুলিশ কর্মকর্তা, বিভিন্ন পদের ৪৮৭ জন পুলিশ সদস্য, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাসহ নানা পেশার ১২ জন ও ৫১টি পরিবার। ঘটনাচক্রে দেশ ছেড়ে পালানোর চেষ্টাকালে আটক হন শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ও সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। শেখ হাসিনার দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা আত্মগোপন করেছেন, কেউবা গ্রেপ্তার হয়েছেন। নেতারা বলছেন, ৭৫ বছরের পুরোনো যে দল টানা ১৫ বছরের বেশি দেশ শাসন করেছে, তারাই এখন অস্তিত্ব সংকটে। এদিকে দল গোছানোর ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের প্রথম পদক্ষেপ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের নেতাদের একজন বলেন, 'দলকে পুনর্গঠনে তাঁকে (হাসিনা) তৃণমূল পর্যায়ের লোকজন বাছাই করতে হবে, যাঁদের মধ্যে থাকবেন কিছু তরুণ আওয়ামী নেতা; মাঠপর্যায়ে যাঁদের ব্যাপারে মানুষের আস্থা আছে, লোকজনের সঙ্গে যাঁদের যোগাযোগ আছে এবং অবশ্যই পরিবারের (হাসিনা) প্রতি অনুগত...এ যাত্রা দীর্ঘ হবে।' এ নেতা আরও বলেন, 'আমাদের শক্ত ঘাঁটি ও কর্মী বাহিনী রয়েছে। অনেকে বিপথগামী হয়েছেন, যেমনটা ঘটেছে সুবিধাবাদীদের ক্ষেত্রে। সমর্থকদের মধ্যেও এমনটা থাকবে। কিন্তু আমাদের অন্তত এমন কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী থাকা দরকার; যাঁরা অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবে ও নির্বাচন যখনই হোক, তাতে অংশ নেবে। এখন এটাই প্রয়োজন।' এ পরিস্থিতিতে দলের হাল ধরার বিষয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, আবদুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, রুহুল কবির রিজভীর মতো কয়েকজন নেতার ভূমিকার দিকে ইঙ্গিত করেন তিনি। বলেন, খালেদা জিয়া কারাগারে থাকাকালে ও তারেক রহমান বিদেশে অবস্থানকালে বিএনপির দুর্গ সামলেছেন তাঁরা। দেশে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগবিরোধী মনোভাব বিরাজ করায় শেখ হাসিনার পরিবার ও এর উত্তরসূরি সজীব ওয়াজেদ জয়ের খুব কম বক্তব্য-বিবৃতি দেওয়া উচিত বলে মনে করেন দলটির নেতারা। আওয়ামী লীগের নেতাদের একজন বলেন, 'লোকজন এখনো ক্ষেপে আছেন। আমাদের পক্ষ থেকে তাঁদের সময় দিতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকার বা বিএনপি কিংবা জামায়াতের নেতৃত্বাধীন সরকার যে-ই কয়েকটা বছর ক্ষমতায় থাকুক, আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা আছে। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে আমাদের আবার সংগঠিত হওয়ার কথা ভাবতে হবে।' (তথ্যসূত্র: দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস)

জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে

বাংলাদেশী ডাক্তার

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Internal Medicine

Geriatric Medicine

শামীম আহমেদ এম, ডি

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

35-30 , 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)

TEL: 718-205-6561

LAW OFFICES OF RUMA JUNNATUL, PLLC

ইমিগ্রেশন, সিভিল এবং ফ্যামিলি ল' সহ যে কোন আইনি সহায়তা নিন।

আমারদের পরামর্শ সমুহঃ

ইমিগ্রেশন
- গ্রীনকার্ড * সিটিজেনশিপ * এসাইলাম
- আপিল * USCIS আবেদন
- VAWA পিটিশন * I-130
- Cancellation of Removal
- EB2, EB3, NIW

ডিভোর্স
- কনটেস্ট * নন কনটেস্ট

ল্যান্ডলর্ড এন্ড ট্যানেন্ট
- ইভেকসান

এক্সিডেন্ট এন্ড ইনজুরি

সিভিল কোর্ট প্রসিডিংস

এটর্নী জন্নাতুল রুমা
জুরিস ডক্টর
এটর্নী এট ল (নিউইয়র্ক)

We assist immigration clients in all 50 states.

বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটি আইনি সহায়তা প্রদান

For Appointment — Open 5 days weeks

(718) 427-1233, (516) 549-6707
rumalawny@gmail.com

আমরা এখন নতুন ঠিকানায়

জ্যাকসন হাইটস্ অফিস:
37 51 75th Street, Suite: 1A, Jackson Heights, NY 11372

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

জ্যামাইকার হিলসাইডে অভিজ্ঞ ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠান

IRS e-file

নুসরাত জেরিন

CALL: 917-436-0954

- সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্ন
- কম সময় এবং নূন্যতম ফি
- ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন
- কন্সালটেশন, নোটারী পাবলিক
- নির্ভুল, ঝামেলামুক্ত ও সঠিক ট্যাক্স ফাইলিংসহ যাবতীয় কাজ এর জন্য যোগাযোগ করুন।

168-47 Hillside Avenue (FL2)
Suite B, Jamaica, NY 11432
718-480-6904, 917-436-0954
Email: globalnusrat@gmail.com

(PRIEST)

Syed Mansoor Nizami

President

Chishtia Nizamia Mission

Dargah Hazrat Nizamuddin

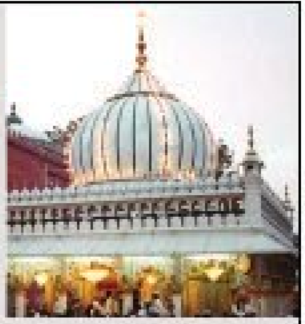

PIR HAJI KASHANI BABA

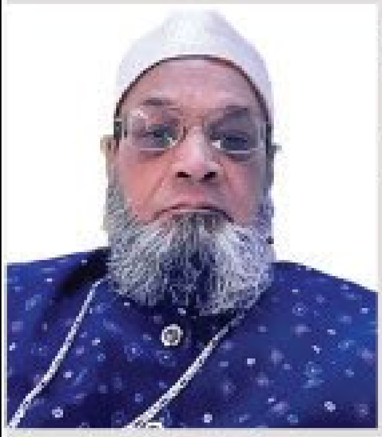

SPIRITUAL TREATMENT

for the solution of any kind of problem Business and Marriage purpose, Effect of Bad Air Jadu Tona through Spiritual tretment

অনুরাগিদের অবগতির জন্য

দিল্লীর দরগাহ হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া (র:) চিশতীয়া থেকে আগত পীর হাজী কাশানি বাবা, আগস্ট মাসের ২২ থেকে ৩ সপ্তাহের জন্য নিউইয়র্ক আসিতেছেন।

KASHANI BABA NY CELL NO : 516-419-8541

Dargah Hzt. Nizamuddin Aulia (R), New Delhi-110013

M. 9811316533, 9811441278, 9315096891

www.sufisainthazratnizamuddinaulia.com

ESTD 2017

Tribune Training Academy

Workplace Safety Training School

40-38 75th Street,
Jackson Heights, NY 11373
(718) 790-2664
tribunest@gmail.com
www.tribunest.com

40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- 30 Hour OSHA Training
- 40 Hour OSHA/SST
- 62 Hour Supervisor SST
- 4,16 & 32 Hour Scaffold
- 8-Hour EPA Lead Renovator
- NYS Security Guard License
- Fire Guard/FSD Training
- Work-zone Flagger
- Forklift/Scissor Lift Operator
- Defensive Driving Course

40-HR OSHA/SST: $400 [LIMITED TIME OFFER]

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

উদ্বোধন করলেন মেয়র এডামস

৬৪ পৃষ্ঠার পর

আনোয়ারুল আলম, জিল্লুর রহমান জিল্লুর, মো সাঈদ, রুহুল আমিন সরকার, নাসির আলী খান পল, রকি আরিয়ান, আলমগীর খান আলম, আহসান হাবীব, কায়দ সোলায়মান, জাকারিয়া মাসুদ জিকু, আশরাফ তালুকদার, ডা. ওয়াজেদ এ খান, ফখরুল আলমসহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানের শুরুতে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম মাওলানা আবু জাফর বেগ দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন। এরপর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বারী মিডিয়ার নতুন এ সাপ্তাহিকের সম্পাদক হিসাবে রয়েছেন মুনমুন আফিলা বারী। বারী মিডিয়ার চেয়ারম্যান হিসাবে রয়েছেন আলেক বারী টুটুল। উপদেষ্টা সম্পাদক হিসেবে আছেন কাজী শামসুল হক। পত্রিকায় ডিজিটাল সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে থাকবেন সায়েম শুভ, সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে সাকিল সৈকত, বার্তা সম্পাদক হিসেবে আহমেদ জাবের চৌধুরী, ঢাকা ব্যুরো প্রধান হিসেবে কাজী রায়হান শামস। অনুষ্ঠানে জানানো হয় 'বাংলা

পোস্ট' পত্রিকায় কমিউনিটির সেবাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি সারা বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষীদের মনের ভাব প্রকাশে বদ্ধপরিকর থাকবে। অনুষ্ঠানে এরিক এডামস বলেন, উন্নত স্বপ্ন নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ আমেরিকা আসে। এশিয়ান, আফ্রিকান, আমেরিকান সব কমিউনিটির অংশগ্রহণেই যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে যাচ্ছে, তাদেও মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশি কমিউনিটি। যুক্তরাষ্ট্রে সবাই একটি পরিবারের মতো। এক সঙ্গে এগিয়ে যেতে চাই। এখানে কারো জীবন দুঃস্বপ্নময় হতে পারে না। তাদের সুন্দর স্বপ্ন দেখার ও সুন্দর ভাবে বাঁচার অধিকার আছে। বিশেষ করে নিউইয়র্কে প্রতিটি অধিবাসীর স্বপ্ন পূরণে আমরা কাজ করছি।

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন ২৭ অক্টোবর

৬৪ পৃষ্ঠার পর

বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। সোসাইটির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যে প্রচারকাজের জোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। চলছে প্যানেল গঠনের কাজ। দুটি প্যানেল এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্ভাবনা রয়েছে। একটি প্যানেলে সভাপতি পদে লড়ছেন বর্তমান সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক পদে লড়ছেন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু। অপর প্যানেলে সভাপতি রয়েছেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী। রুহুল-জাহিদ প্যানেলের পক্ষ থেকে গত সপ্তাহে তাদের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়। রুহুল-জাহিদ প্যানেলের অন্য পদে কারা থাকবেন, তা নিয়ে প্যানেলের নীতিনির্ধারকরা কাজ করছেন, সভা-সমাবেশ করছেন।

নিউইয়র্কে 'বৃহত্তর নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট'র আত্মপ্রকাশ

৬২ পৃষ্ঠার পর

কমিটির সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক, কম্যুনিটি অ্যাক্টিভিস্ট শহিদুল্লাহ কাইসার এবং অধ্যাপক সাইয়েদ আজাদ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিএনপি নেতা হাসেম আহম্মদ মানিক। আলোচনা সভায় প্রবাসে নোয়াখালী অঞ্চলের বাসিন্দাদেরকে বিএনপির রাজনীতির পরিপূরক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়িত করার সংকল্প থেকে এই ফ্রন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে উপস্থিত অনেকে মতব্য করেন। সভায় বাংলাদেশে রক্তাক্ত ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরশাসকের পতনে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সামনের দিনগুলোতে বিএনপির রাজনীতির সমর্থনে এই প্রবাসে সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকার সংকল্প ব্যক্ত করেন।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বনভোজন অনুষ্ঠিত

৬২ পৃষ্ঠার পর

হয়। তাদের সহযোগিতা করেন সংগঠনের সভাপতি এম এ রশীদ ও সাধারন সম্পাদক এম এ মান্নান। ক্রিড়া উপকমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যুগল কিশোর নাথ ঝন্টু। এতে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশ নেন বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে সেলিম-আলী পরিষদের আতাউর রহমান সেলিম, মোহাম্মদ আলী, মহিউদ্দীন দেওয়ান, মোশারফ আহমেদ চৌধুরী, লায়সের সাবেক সভাপতি আহসান হাবিব, সাবেক সাধারন সম্পাদক হাসান জিলানী,

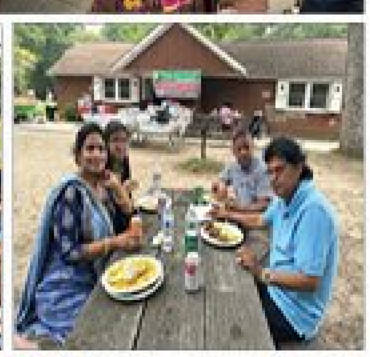

কমিউনিটি একটিভিস্ট আব্দুর রশীদ বাবু, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ আশরাফুজ্জামান ও বাংলাদেশ ল' ইয়ার সোসাইটির সাবেক সভাপতি মোর্শেদা জামান। বনভোজনে উল্লেখযোগ্য কৃষিবিদদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকার উপদেষ্টা ড. গোলাম সামদানী তরফদার, সাবেক সভাপতি মীর ফরিদ উদ্দীন আহমেদ, তৌহিদুর রহমান, কৃষিবিদ এম জাহিদ, কৃষিবিদ মনোয়ারুল ইসলাম, তপতী রায়, অলোক পাল, এস উদ্দীন, এএইচএম কামাল, নান্টু কামাল, আসাদুজ্জামান কিরন, সেকেন্দার আলী,আনিসুল হক সোহেল, আব্দুর রফিক মোল্লা, জিয়া, যুগল কিশোর নাথ, এম রানা, সোনিয়া আলমগীর, ফাতেমা মান্নান ও শুভময়।
বনভোজনের প্রধান আকর্ষন ছিল র‍্যাফেল ড্র। গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের সৌজন্যে দেয়া প্রথম পুরস্কার ৫৫ইঞ্চি টেলিভিশন জিতে নেন এম এ মান্নান। এক্তার এজ হোম কেয়ারের দেয়া ল্যাপটপ দ্বিতীয় পুরস্কার পান আফরোজা ইসলাম। র‍্যাফেল ড্রতে মোট ১৫টি পুরস্কার ছিল। তৃতীয় পুরস্কার ছিল এটর্নি মঈন চৌধুরীর সৌজন্যে ল্যাপটপ।

খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকী পালন নিউইয়র্ক মহানগর উত্তরের

৬২ পৃষ্ঠার পর

সহ-সভাপতি কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপনের সভাপতিত্বে ও সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার জাহিদের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন বরিশাল বিভাগ জাতীয়তাবাদী ফোরামের সভাপতি ডা. আব্দুল নজুর, প্রধান বক্তা ছিলেন নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (উত্তর) এর সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন, বিশেষ বক্তা ছিলেন সিনিয়র বিএনপি নেতা ড নরুল আমিন পলাশ, জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাইদুর রহমান হারুন, বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (উত্তর) সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরী, জাফর তালুকদার, শাহিন চৌধুরী, এ জি এম জাহাঙ্গীর হোসাইন, আব্দুর রহিম, শরিফুল খালিশদার, সোয়েব আহমেদ,

লিয়াকোত আলী, মোহাম্মদ আলী রাজা, দিলরুবা আক্তার মায়া, এডভোকেট আতিকুর রহমান সাবু, মমতাজ উদ্দিন, আব্দুল আহাদ হেলাল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সুলতান মাহমুদ সিদ্দিক। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাখেন ফারুক কবির, দুলাল রহমান,আজারুল ইসলাম নান্নু, খন্দোকার আব্দুল বাকী, বেগ হোসাইন ইসলাম মিঠু, মো. মোস্তাকীম, তারেকুল ইসলাম, নহিদুল ইসলাম,শামীম হোসেন, মো. আসিফ, মো. জামাল হোসেন, মো. মিলন আলী, আবুল কালাম আজাদসহ অনেকে। অনুষ্ঠানের শুরুতে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে মিলাদ ও দোয়া পরিচালনা করেন হাফিজ মাওলানা আতিকুর রহমান চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বক্তরা বলেন, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা নিজের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ রাখার জন্য পুরো দেশকে ধ্বংস করে দিয়েছে। পতিত স্বৈরাচারী পুলিশ বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছিলো সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে। এইরকম পরিস্থিতিতে যাদের অবদান ও রক্তের বিনিময়ে মানুষ আজ মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারছে তাদের ঋন জাতি কখনো ভুলবে না। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে তবারক বিতরণ করা হয়।

আপনি কি সহজে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে চান?

আমরা আপনাকে সহজে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার নিশ্চয়তা দিচ্ছি।
আমাদের দক্ষ ছেলে / মেয়ে ইনস্ট্রাকটার আপনাকে যত্নসহকারে নিখুঁতভাবে তৈরী করবে।

BEGINNER'S DRIVING ACADEMY

Please Call

(929) 244 7730

129-20 Liberty Avenue
South Richmond Hill, NY 11419

71-16 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372

আরেক শরৎশশী

২৩ পৃষ্ঠার পর

পুরুষের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। ঘুরে তাকিয়ে দেখি, অত্যধিক গম্ভীর তার চেহারা। রাগে থমথমে। আমার ঠিক পাশে দাঁড়ানো মধ্যবয়সী একজন মহিলাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলছে পুরুষটি। চেহারা আর কথার টানে বোঝা যাচ্ছে, আমার মতো বাংলাদেশ থেকে এসেছে তারা। ভদ্রমহিলা আমার দিকে অপ্রস্তুত চেহারা নিয়ে সামান্য তাকালেন। তারপর আড়চোখে স্বামীকে দেখে নিয়ে উনি আরেক দিকে চলে গেলেন। ভাবটা এমন করলেন, স্বামীর কথা তার কানে যায়নি। হঠাৎ মনে হলো নাঈদের কথা। বিয়ের পরের এই কদিনে নাঈদকে রাগত কণ্ঠে কোনো কথা বলতে দেখিনি। তবে সে স্বল্পভাষী। অন্তত আমার চেয়ে নিঃসন্দেহে! মনে হলো, এভাবে একা একা ঘোরাটা উচিত হচ্ছে না। নাঈদকে ফোন করা দরকার। ঘুরে দাঁড়াতে এক লোকের সঙ্গে জোরে ধাক্কা খেলাম। দোষটা লোকটারই। সে একটুকু দূরত্ব নিয়ে দাঁড়ায়নি। আমি সামনে না গিয়ে পেছনে ঘুরলেই তার সঙ্গে ধাক্কা খেতে হতো।

'আমি কি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি দিদি?' লোকটা যথাসম্ভব বিনয়ী কণ্ঠে কথাটা জানতে চাইল। কিন্তু তাতে নিজের চোখের ধূর্তামি ঢাকতে পারল না। বোঝা যাচ্ছে লোকটা ভালো নয়।

'বলেন কি জানতে চান?' কথাটা লোকটাকে বললেও আমার দুই চোখ খুঁজছিল নাঈদকে। কোথায় গেল মানুষটা? আজব তো! ব্যাগ থেকে মোবাইল বের করি নাঈদকে ফোন করার জন্য।

'আপনি তো বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? আমাদের হোটেলে উঠতে পারেন। খুব ভালো হোটেল। এখানকার সবচেয়ে কম রেট।'

লোকটা থামতেই পাশে আরেকজন এসে উপস্থিত হলো। সে থামিয়ে দিল প্রথম লোকটাকে।

'ওদের হোটেলের রেট কম বিশ্বাস করবেন না দিদি। ওদের এসি তো কাজই করে না। আর বাথরুম খুব ছোট। আমরা ভালো রেটের রুম দিয়েও রেটের খরচে দেব। আপনি তো একা দিদি, তাই না?'

বুঝতে পারলাম, দুজনেই এখানকার হোটেলের দালাল। কাস্টমার নিয়ে গেলে হোটেল কর্তৃপক্ষ কিছু টাকা দেয়। আর সেই টাকা মনে হয় মদ-গাঁজা খেয়েই শেষ করে ফেলে।

প্রথম লোকটা হঠাৎ ক্ষেপে গেল। 'আমি একজন কাস্টমার খুঁজে পেয়েছি, তুই মাঝখানে কথা বলার কে?' দুজনের চাপানউতোরে আমি নাঈদকে ফোন করার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। লোক দুটোর ঝগড়া এমন একপর্যায়ে গেল যে পারলে আমার হাত ধরে জোর করে টেনে ওদের হোটেলে নিয়ে যায়। হঠাৎ দেখি, লোক দুটো ধাক্কা খেয়ে একজন আরেকজনের গায়ে গিয়ে পড়ল।

'একা মেয়ে মানুষ দেখলে তোদের খুব আনন্দ হয়, তাই না? একদম খুন করে ফেলব' নাঈদের অগ্নিমূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। বিয়ের পর এই কদিনে ওকে খুব নিরীহ-শান্ত মানুষ মনে করেছিলাম। কিন্তু এ কেমন চেহারা! আমার কল্পনার ধারে কাছেও ছিল না!

লোকগুলো প্রথমে হকচকিত হয়ে গেলেও পরে তেড়ে আসল। তারা জানে, আমরা এখানে বহিরাগত। তাদের ক্ষমতা অনেক বেশি। হয়তো এখানে থানা-পুলিশও ওদের পরিচিত। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই হবে। আমি এবার সত্যি ভয় পেলাম। কোন ধরনের মারামারি হলে থানা পর্যন্ত ঘটনাটা গড়াবে।

আমি শক্ত করে নাঈদের হাত ধরলাম। এখান থেকে ওকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে দেখলাম বেপরোয়া। রাগে অস্থির হয়ে গেছে। লোকগুলো এবার এসে যা তা বলা শুরু করল।

'তুই এর কি হস? বয়ফ্রেন্ড নাকি? নাকি ভাতার?' এরপর আরও জঘন্য সব কথা বলা শুরু করল। ওরা নাঈদকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে, বুঝতে বাকি রইল না।

নাঈদ গিয়ে প্রথম হোটেলের দালালের শার্টের কলার ধরে বসল। সেও এক হাতে নাঈদের গেঞ্জি ধরে টান দিল।

'কি করছেন, কি করছেন? ছাড়েন ছাড়েন...'। জোর খাটিয়ে আমার স্বামীকে ছাড়িয়ে আনল এক লোক। তাকিয়ে দেখলাম, একটু আগের সেই স্বামী যে স্ত্রীকে ধমকেছিল। লোকটা এখানে এসেও হোটেলের দালালদের ধরে ধমক দিল। তবে নাঈদের মতো মাথা গরম করল না। ওদের আগেই সে পুলিশের ভয় দেখাল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লাগলেও নাঈদ তেমন কিছু বলল না। মানে আমি বলতে দিলাম না। হোটেলে ফিরেই নাঈদ যাওয়ার টিকিটের সময়ের পরিবর্তন করল। আমাদের আরও দুই দিন থাকার কথা। কিন্তু সে কাল সকালেই চলে যাবে। আমি আর বাধা দিলাম না।

কলকাতা থেকে ঢাকায় এসেই নাঈদ সিদ্ধান্ত নেয়, সে তাদের গ্রামের বাড়িতে যাবে। নাঈদের বাবা-মা আর ওর এক ভাই গ্রামে থাকেন। অন্য সবাই বাড়ি ছেড়েছে অনেক আগে। নাঈদ ওর গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারে আমার মতামত নেওয়ার দরকার মনে করে না। আমার মেজাজ খুব খারাপ হয়। কিন্তু কিছু বলি না। আসলে আমাদের দুজনের সেভাবে স্বাভাবিক কথা হচ্ছে না। কলকাতা থেকে আসার পর থেকে আমাদের মধ্যে প্রয়োজনের বাইরে কোনো কথা হয় না। বিয়ে উপলক্ষে নেওয়া নাঈদের ছুটি এখনো শেষ হয়নি। বাকি সময়টা সে গ্রামের বাড়িতে কাটাতে চাইছে।

যাওয়ার দিন সকালে দেখি নাঈদ একটা গাড়ি ভাড়া করেছে। আমরা যে তিন দিন থাকব, গাড়িটা আমাদের সঙ্গে থাকবে। গাড়িটা দেখে মনটা একটু প্রসন্ন হয়। তারপর যেতে যেতে মন পুরো ভালো হয়ে যায়। ঢাকায় জন্ম আর বেড়ে উঠেছি বলে অন্যান্য জেলা সম্পর্কে ধারণা নাই। যমুনা সেতু পার হওয়ার পরে চারদিকের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ মন ভালো করে দেয়। কি বিশাল চলনবিল। নিবিড় সবুজের মাঝে মনের ভার দূর হয়। তারপর টুকটাক প্রশ্নে আমরা কিছুটা কাছে চলে আসি। নাঈদের ঘনিষ্ঠ হয়ে বসি। সে আমার কপালের এক পাশে হালকা চুমু দিয়ে বলে, 'পরের বার আমরা নিজেদের গাড়ি নিয়ে যাব। এর মধ্যে আমি গাড়ি কিনব। তারপর আমি ড্রাইভ করব।'

'না, আমি ড্রাইভ করব।' আমি স্বভাবসুলভ সব বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টির চেষ্টা চালাই। নাঈদ তাতে হাসে।

'কোন সমস্যা নেই। ঢাকায় ফিরে দুজনে এক সঙ্গে ড্রাইভিং স্কুলে ভর্তি হব।'

আমরা নানা জায়গায় থামতে থামতে যাই। মেহেরপুরের আমঝুপিতে শ্বশুরবাড়ির গ্রামে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। নতুন বউ এসেছে বলে বাড়িতে সাজ সাজ রব। আশপাশে সব বাড়ির নানা বয়সী নারীরা আসা শুরু করল আমাকে দেখতে। গ্রাম হলেও বাড়ির ভেতরে সবকিছু শহরের মতো। আবার কত খোলামেলা। কেন যে মানুষ শহরে থাকে! আমার মাথায় আসে না।

তবে গ্রামের লোকজনের অতি কৌতূহলী মনোভাব ভালো লাগে না। সবাই যেন দরজা-জানালার ফাঁক দিয়ে সারাক্ষণ আমাকে দেখছে। ভাশুরের ক্লাস থ্রিতে পড়া ছেলে রাতুল হাসতে হাসতে বলে, 'আমাদের চাচিকে দেখতে টিকিট কাটতে হবে কিন্তু। না হলে দেখা যাবে না।'

আমার হাসি পায় রাতুলের কথায়। পুরো বাড়িতে ওকে খুব পছন্দ হয়ে যায় আমার। পরের দিন দুপুরে নানারকম পদ দিয়ে খাওয়ার পরে রাতুলকে জিজ্ঞাসা করি নীলকুঠির কথা। কলকাতার নাটকে নীলকরদের অত্যাচারের কারণে গ্রাম ছাড়া শরৎশশীর গল্প সবাইকে বলি।

'ও আমাদের ঐতিহাসিক নীলকুঠির কথা বলছেন?' রাতুলের মুখে ঐতিহাসিক শব্দটা শুনে হাসি পায়। আমার ভাশুর বললেন, ওটা নাকি আগে ঘসেটি বেগমের প্রাসাদ ছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতেন তিনি সেখানে। পলাশীর প্রান্তর মেহেরপুর জেলার সীমান্তে। ভাবলাম, হতেও পারে।

আমাদের আলোচনায় নাঈদ দেখি আশ্চর্য চুপচাপ। কলকাতায় গিয়ে নাটকে নিজের গ্রামের নাম শুনে তার উচ্ছ্বাসের কথা কিছু বলে না। এমনকি আমি যখন বিকেলে নীলকুঠিতে যেতে চাইলাম, সে কোনো উৎসাহ দেখাল না। আমি এখানে নতুন বউ। একা যাওয়া কেমন দেখায়!

'এত তাড়াহুড়া কিসের? আমরা আজকেই চলে যাচ্ছি না।' নাঈদের আচরণ খুব বিরক্ত করলেও আমি সিদ্ধান্ত থেকে নড়ি না।

'তুমি যদি না যেতে চাও তাহলে রাতুলকে সঙ্গে নিয়ে যাব আমি। ও সব চেনে।' আমি আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিই। নাঈদ কিছু বলে না। গাড়িতে রাতুলকে নিয়ে আমি বের হয়ে পড়ি অসংখ্য দর্শনার্থীর দৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

আমঝুপি বাজার পার হতেই চোখে পড়ে সাইনবোর্ড। ঐতিহাসিক নীলকুঠি। রাতুল ঠিকই বলেছে। সাইনবোর্ডের নিচে তীর চিহ্ন দেওয়া। গাড়ি নিয়ে কিছু দূর যেতে চোখে পড়ে বিশাল আমবাগান।

নীলকুঠির কাছে এসে গাড়ি পার্ক করে আমরা নেমে পড়ি। জায়গাটা এখন প্রায় নির্জন। তবে রাতুল জানাল, পহেলা বৈশাখ-ঈদে এখানে বিশাল মেলা হয়। তখন প্রচুর মানুষ আসে আশপাশের গ্রাম থেকে। ওই সময় নাকি যাত্রা হয় এখানে।

'তুমি কখনো যাত্রা দেখেছ?' আমি জিজ্ঞাসা করি রাতুলকে।

'আমি দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আব্বু-আম্মু দেখতে দেয় না। বলে এসব দেখা নাকি খারাপ!' নয় বছরের ছেলের মুখে সিরিয়াস ধরনের কথা শুনে খুব মজা লাগে।

বিশাল বারান্দাওয়ালা নীলকুঠি মন ভালো করে দেয়। চারপাশে চমৎকার ফুলের গাছ। একজন কেয়ারটেকারকে কিছু টাকা দিয়ে রাতুলকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। আমার স্মার্টফোন দিয়ে ছবি তোলাই রাতুলকে দিয়ে।

নীলকুঠির সামনে একটা শুকিয়ে যাওয়া নদী। নদীতে যাওয়ার সিঁড়ি আর দুই পাশে বসার জায়গা সিমেন্টের তৈরি। আমি আর রাতুল সেখানে বসে ফুরফুরে নদীর বাতাস খেতে খেতে পা দোলাই। কেয়ারটেকারের কাছে নদীর নাম জানতে চাই। সে বলতে পারে না।

চারদিকে সবুজ শ্যামলিমার মাঝে শুধু মনে হয়, নাঈদ পাশে থাকলে আরও ভালো লাগত। আমার মাথায় আসে না, এখানে আসার ব্যাপারে নাঈদের এত অনাগ্রহের কারণ কি! তেমন তো কিছু চোখে পড়ল না, যেটা ওর না আসার কারণ হতে পারে!

মনের মধ্যে খচখচে ভাবটা যায় না। রাতে শোয়ার সময় নাঈদের সঙ্গে কথা বলি না। ও যে আমার সঙ্গে নীলকুঠি যায়নি বলে রেগে আছি, সেটা বোঝানোর চেষ্টা করি। নাঈদ বালিশে মাথা রেখে কোন ভূমিকা ছাড়া বলে ওঠে, 'জান তো, আমঝুপির নীলকুঠিতে নানা পার্বণে যাত্রা দল আসত।'

'আমি রাতুলের কাছে শুনেছি। তো কি হয়েছে?' আমি নাঈদের কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠি।

নাঈদ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলে, 'ছোটবেলা রাত জেগে সেই সব যাত্রা দেখতে যেতাম। আব্বা-আম্মার নিষেধ থাকার পরেও ঘর থেকে পালিয়ে যেতাম। তখন আমার বয়স রাতুলের চেয়ে দুই-তিন বছর বেশি হবে। সেই রাতে সবার সঙ্গে জেগে যাত্রা দেখেছিলাম। যাত্রাপালার নামটা এখন মনে নেই। সকালে উঠে শুনি, যাত্রা দলের প্রধান নায়িকাকে পাওয়া যাচ্ছে না। পরে সন্ধ্যায় কাজলা নদীর ধারে তার লাশ পাওয়া যায়।

ধর্ষণের পরে হত্যা করা হয়েছিল মেয়েটিকে। আগের দিন রাতে যাত্রায় গ্রামের মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখেছিলাম মেয়েটাকে। সকালে দেখি মেয়েটির ক্ষতবিক্ষত লাশ! ওই বয়সে ঘটনাটি মনের মধ্যে খুব ছাপ ফেলেছিল। এরপর আর কখনো নীলকুঠিতে যাইনি। কলকাতার নাটকে শরৎশশীকে দেখে অনেক দিন পরে দুর্ভাগা মেয়েটির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।' নাঈদের কথা শেষ করে পাশ ফিরে শোয়। ঘুমিয়ে পড়ে কিনা জানি না। আমি অন্ধকারে চোখ মেলে শুয়ে থাকি। আমার অতি ইতিবাচক মন সহজে কোন নির্মমতার খবর নিতে পারে না। খুন আর ধর্ষণের খবর শোনার ভয়ে পত্রিকা পড়া ছেড়ে দিয়েছি। নাঈদ হয়তো আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে এত দিন সময় নিয়েছে। এক সময় আমার চোখ গড়িয়ে পানি পড়ে অচেনা সেই শরৎশশীর জন্য। বালিশ ভিজে যায় সেই জলে।

জানালায় পর্দার ফাঁক দিয়ে গাঢ় অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখা যায় না। এমন অন্ধকারেই শ্বাপদেরা শিকার খুঁজতে বের হয়।

লেখক: কথাসাহিত্যিক, নিউইয়র্ক।

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক তাকসিম খান আটকা পড়েছেন ঢাকায়

৬৪ পৃষ্ঠার পর

সংস্থার প্রধানকে গতকাল বৃহস্পতিবার এক আদেশ জারি করেছেন। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর থেকেই নিখোঁজ তিনি। তাকসিম খান বর্তমানে বাংলাদেশের কোথায় আছেন তা নিয়ে নানা গুঞ্জন রয়েছে। ২০০৯ সালে ওয়াসার এমডি পদে প্রথমবারের মতো নিয়োগ পান তাকসিম এ খান। এরপর দফায় দফায় মেয়াদ বাড়িয়ে সপ্তমবারের মতো ওই পদে আরও তিন বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয় তাকে। পরে গত ১৪ আগস্ট অজ্ঞাত স্থান থেকে তিনি পদত্যাগ পত্র পাঠান। দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর আদালতে শুনানিকালে বলেন, 'এ আসামির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি, প্রকল্পের নামে কোটি কোটি টাকা লুটপাট ও অবৈধ নিয়োগ প্রকল্পের নামে কোটি কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের অভিযোগে দুদকের অনুসন্ধান চলমান রয়েছে। তাকসিম এ খান দেশত্যাগের চেষ্টা করছেন।' এমতাবস্থায় তার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আবেদন মঞ্জুরের প্রার্থনা করেন এ প্রসিকিউটর। দুদক সূত্রে জানা গেছে, তাকসিমের নিয়োগ সংক্রান্ত কাগজপত্র চেয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিবকে চিঠি দিয়েছেন দুদকের উপপরিচালক সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

বাংলাদেশ সম্মেলন ২৪ ও ২৫ আগস্ট জ্যামাইকায়

৬৪ পৃষ্ঠার পর

শো টাইম মিউজিক। আয়োজক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার জানান, হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত বাংলার সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতিকে কিঞ্চিৎ তুলে ধরার প্রয়াসে আমরা ষষ্ঠ বারের মতো বাংলাদেশ সম্মেলন আয়োজন করতে যাচ্ছি। যেন আমাদের আগামী প্রজন্ম শেকড়ের কথা মনে রেখে আমেরিকান পতাকার পাশাপাশি বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকাও সবার মাঝে তুলে ধরতে পারে। এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে উড্ডয়মান থাকুক ভালবাসার লাল সবুজ। সম্মেলনের চেয়ারম্যান হিসাবে রয়েছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সোনার উপজেলা সমিতি ইউএসএর সভাপতি দুলাল সেহেদু ও আহ্বায়ক নুরুল আজিম এবং সদস্য সচিব আলমগীর খান আলম। আলমগীর খান আলম বলেন, দুই দিনের বাংলাদেশ সম্মেলনে সেমিনার, কাব্য জলসা, ফ্যাশন শো, আকর্ষণীয় শাড়ি কাপড়, জুয়েলারি, খাবার স্টল এবং দেশ ও প্রবাসের শিল্পীদের পরিবেশনায় আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও মেগা কনসার্ট। এতে সংগীত পরিবেশন করবেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী লায়লা, বিন্দুকনা, প্রতিক হাসান, আয়মিলা মিম, রানো নেওয়াজ, সাদ্দু আকন্দ, ফিরে ব্যাক খ্যাত লুমিন, ক্লোজআপ তারকা শশী, চ্যানেল আই সেরা কণ্ঠ খ্যাত, কৃষ্ণ তিথি, রায়ান তাহ্‌, মিলিয়া হাসান, প্রমি তাজ, লিপা জামান, শাহ মাহবুব, শামীম সিদ্দিকী, কামরুজ্জামান বকুল, আমরুল ইসলাম, মিহু মাহবুব, বাউল কফরুল, অনিক রাজ এবং প্রেমা রহমান। দুইদিন ব্যাপী এই সম্মেলন দুপুর তিনটা থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত চলবে। এত কোন কোন প্রবেশ মূল্য নেই। সম্মেলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, গ্রান্ড স্পন্সর হিসেবে রয়েছে নুরুল আজিম রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট। পাওয়ার্ডবাই স্পন্সর রিভারটেল। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ৬৪৬ ৫৪৬ ৬০৩৮ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

ভিভিআইপিদের লাল পাসপোর্ট জমা দিতে হবে

৬৪ পৃষ্ঠার পর

সুরক্ষা ও সেবা বিভাগের বহিরাগমন-৪ শাখার উপ-সচিব মো. কামরুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক নীতিমালা বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর পাঠানো হয়েছে। নতুন এ নীতিমালায় বলা হয়েছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, সাবেক মন্ত্রিসভার সদস্য, সদ্যবিলুপ্ত জাতীয় সংসদের সব সদস্যসহ যারা পদের কারণে কূটনৈতিক পাসপোর্ট নিয়েছেন, নিয়োগ বা কর্মকাল শেষ হলে তাদের এবং তাদের স্ত্রীদের সেই পাসপোর্ট অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। উল্লিখিতদের মধ্যে যারা সাধারণ পাসপোর্টের জন্য আবেদন করবেন, অন্তত দুটি তদন্ত সংস্থার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তাদের অনুকূলে সাধারণ পাসপোর্ট ইস্যু করা যেতে পারে।

ব্রুকলিনে বাংলাদেশ মার্চেন্টস এসোসিয়েশনের পথমেলা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

দুপুরে সংগঠনের সভাপতি মো: শুকুল করিম, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসাইন, সদস্য সচিব আহসান হাবিব,প্রধান সমন্বয়কারী জাহাঙ্গীর আলম, সন্দীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ আনুষ্ঠানিকভাবে বেলুন উড়িয়ে পথমেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। আশরাফুল হাসান বুলবুলের উপস্থাপনায় মেলা মঞ্চে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শুকুল করিম ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসাইন। মেলায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মূলধারার রাজনীতিক ও অ্যাক্সিডেন্ট কেস বিশেষজ্ঞ অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী, নিউইয়র্ক পুলিশের কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্সের সার্জেন্ট আব্দুল লতিফ, চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি কাজী আজম, সন্দীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, সন্দীপ সোসাইটির উপদেষ্টা মো. গোলাম মোস্তফা ভূঁইয়া ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও কলামিস্ট শামসুদ্দিন আজাদ।

উপস্থিত ছিলেন হারুণ চেয়ারম্যান, ইয়াছিন আরাফাত, আলী ইমাম শিকদার, এম রহমান, সাদেক আহমেদ মানিক, কাজী হায়াত নজরুল, ওয়ালিদ চেয়ারম্যান, মোহাম্মদ হোসেন, আব্দুর রশিদ বাবু, আবুল কাশেম, মোশাররফ হোসেন, কমিউনিটি একটিভিস্ট আব্দুর রশীদ বাবু, মোহাম্মদ আলম, শামীম রুবেল, নাজমুল হোসেন, শাহাব উদ্দিন, জয়নাল আবেদীন, বখতিয়ার উদ্দীন প্রমুখ। পথমেলার বিশেষ আকর্ষণ ছিল র‍্যাফেল ড্র। আর এতে ৫ ডলারের বিনিময়ে প্রথম পুরস্কার ছিল গাড়ি। আরো ছিল এয়ার টিকেট ও সোনার গয়না। মেলা প্রাঙ্গণে বিশাল মঞ্চে ছিল বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রিজিয়া পারভীন, দিনাত জাহান মুন্নী, কৃষ্ণ তিথি, শাহ মাহবুব, শামীম সিদ্দিকী, চন্দ্রা রায়, রোজি আহ্‌মদসহ দেশ ও প্রবাসের শিল্পীরা গান পরিবেশন করে মেলাপ্রেমীদের মাতিয়ে রাখেন। পথমেলার শেষদিকে র‍্যাফেল ড্রয়ের বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। ৫ ডলারের বিনিময়ে প্রথম পুরস্কার বিজয়ী পেয়েছেন একটি গাড়ি,আরো দেয়া হয় এয়ার টিকেট, নগদ অর্থসহ আকর্ষণীয় পুরস্কার। (প্রেস রিলিজ)

OAKLAND
MEDICAL
প্রিমিয়াম স্বাস্থ্য পরিষেবাসমূহ
আমাদের সেবা
* প্রাইমারি কেয়ার
* জেরিয়াট্রিক মেডিসিন
* ডায়াগনস্টিক টেস্টিং
* স্পেশালিস্ট পরামর্শ
* প্রিভেন্টিভ বা প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য
* দীর্ঘস্থায়ী রোগ ব্যবস্থাপনা বা ক্রনিক ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট
এখনই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিন !
ডা. সামার সৈয়দ ফ্যামিলি মেডিসিন
ডা. ফাহিমা সৈয়দ ফ্যামলি মেডিসিন
ডা. ফাহাদ রিয়াজ ইন্টারনাল মেডিসিন ও ওবেসিটি মেডিসিন
আমরা বেশিরভাগ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট/ রিসেপশনিস্ট নিয়োগ চলছে।
আজই আবেদন করুন।
1637 Deer Park Ave
Deer Park, NY11729
(631) 887-5566
www.oaklandmedicalgroup.com

তদন্তে জাতিসংঘ প্রতিনিধি দল এখন ঢাকায়

৬৪ পৃষ্ঠার পর

হাজার শিক্ষার্থী। স্বৈরাচার পতনে কোন দেশে শিক্ষার্থীদের এমন আত্মত্যাগ বিরল। জাতিসংঘের প্রতিবেদন মতে ৬৫০ জন নিহত হয়েছেন। আন্দোলনকারীরা মনে করছেন, নিহতের সংখ্যা আরও বেশি। এমন অবস্থায় জাতিসংঘের সুইজারল্যান্ডের জেনেভা অফিস থেকে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় অবস্থান করছে। তারা হত্যাকাণ্ড ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টির প্রাথমিক তদন্ত কাজ এবং বিভিন্ন মহলে আলোচনা করবেন বলে জানা গেছে। রাষ্ট্র কর্তৃক অপরাধ সংঘটিত করার পর তা উন্মোচনে জাতিসংঘ থেকে তদন্ত শুরুর বিষয়টি বাংলাদেশে নতুন নজির স্থাপন হতে চলেছে।

গত ১৪ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডসহ সামগ্রিকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেসব ঘটনা সারাদেশে ঘটেছে, তার প্রাথমিক তথ্য অনুসন্ধানের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে জাতিসংঘের তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল। জানা গেছে, এটি জাতিসংঘের প্রাথমিক তদন্ত দল। তারা তথ্যানুসন্ধান করবে। এই টিম ফিরে যাওয়ার পর আরেকটি টিম আসবে। যারা ঘটনাগুলো বিস্তারিত তদন্ত করবে। এই দলটি ২৮শে আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশে থাকছে। প্রাথমিক তদন্ত টিম মূলত, কীভাবে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করবে। গতকাল বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে বৈঠক শেষে জাতিসংঘের হাইকমিশনার দপ্তরের এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রধান রোরি মুঙ্গোভেন বলেন, আমরা কীভাবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সহায়তা করতে পারি সে বিষয়ে প্রাথমিক ও প্রাক-অনুসন্ধান আলোচনা করেছি। অন্তর্বর্তী সরকার ও বাংলাদেশের জনগণের এ

ঐতিহাসিক মুহূর্তে কীভাবে সহায়তা করতে পারি, সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। তবে, বাংলাদেশে আসা জাতিসংঘের তিন সদস্যেও এই প্রতিনিধিদলটি মূল তদন্ত দল নয় বলে জানিয়েছেন রোরি মুঙ্গোভেন। তিনি জানান, প্রতিনিধি দলটি অন্তর্বর্তী সরকার, উপদেষ্টা, কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও সুশীল সমাজের সঙ্গে কথা বলে তাদের চাহিদা এবং অগ্রাধিকার সম্পর্কে জানবে। এক্ষেত্রে হাইকমিশনারের অফিস কীভাবে সহায়তা করতে পারে, সেটিও বোঝার চেষ্টা করবে তারা।

রোরি মুঙ্গোভেন আরও বলেন, বাংলাদেশের জনগণ বিশেষ করে তরুণরা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষায় যে সাহসিকতা দেখিয়েছেন, তাতে জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনার ভলকার টুর্ক অনুপ্রাণিত হয়েছেন। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং মানবাধিকারকে এগিয়ে নিতে ভলকার টুর্ক এটিকে ঐতিহাসিক সুযোগ হিসাবে দেখছেন। এই প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকার, নাগরিক সমাজ ও বাংলাদেশের জনগণকে যেকোনো ধরনের সহায়তা করতে রাজি আমরা।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান দমনে শেখ হাসিনা সরকারের নৃশংসতা বিশেষ করে নির্বিচারে গুলি, হত্যা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তদন্ত করতেই জাতিসংঘের ৩ সদস্যের টিম প্রাথমিক কাজগুলো শেষ করবে।

হত্যা মামলায় গ্রেফতার রাশেদ খান মেনন

১ পৃষ্ঠার পর

নেতা মোস্তফা আলমগীর রতন। এদিকে সন্ধ্যায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো একটি খুদে বার্তায় বলা হয়েছে, মেননকে গুলশান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাশেদ খান মেননকে রাজধানীর নিউ মার্কেট থানার একটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে ডিএমপির অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) ওবায়দুর রহমান জানিয়েছেন। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের অন্যতম শরিক দল ওয়ার্কার্স পার্টি। আওয়ামী লীগ আমলে তিনি প্রথমে বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী এবং পরে সমাজকল্যাণমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি চলাকালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে নিহতের ঘটনায় সম্প্রতি কয়েকটি মামলায় মেননকে আসামি করা হয়েছে।

তারকাদের সহযোগিতার উদ্যোগ

৩৬ পৃষ্ঠার পর

তুমি কি দেখছো না?'

চিত্রনায়ক জায়েদ খানের ভেতরও হু হু করে উঠেছে নিষ্পাপ শিশুটির মুখ দেখে। তিনি লিখেছেন, 'কোনোভাবেই সহ্য করার মতো না। এটা দেখার পর মানুষ কীভাবে থাকে। বুকের ভেতরটা কাঁদছে যতবার দেখছি। আল্লাহ আপনি এই মাসুম বাচ্চার মুখের দিকে তাকিয়ে সকল বন্যাবাসী মানুষদের হেফাজত করেন।' অভিনেত্রী মৌসুমী নাগ কিছু লিখতে পারেননি অসহায় বিপদগ্রস্ত শিশুমুখটির দিকে তাকিয়ে। শুধুই লিখেছেন, 'আহারে আহারে।'

বন্যার্তদের সাহায্য করতে বলে তীব্র সমালোচনার মুখে জয়া : প্রায় ২০ দিন পর ফেসবুকে ফিরলেন দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান। বন্যায় যখন ডুবতে বসেছে দেশ, তখন বন্যার্তদের সাহায্যার্থে নগদ অর্থ পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে সর্বশেষ গত ২ আগস্ট ফেসবুকে বিমূর্ত এক পোস্ট দিয়ে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন তিনি। সেই থেকে ফেসবুকে এই অভিনেত্রীর আর কোনো পোস্ট দেখা যায়নি।

দৃশ্যমাধ্যম শিল্পীসমাজের ব্যানারে বন্যার্তদের সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন জয়া আহসান। গত বৃহস্পতিবার তার শেয়ার করা একটি পোস্টে লেখা রয়েছে, 'এই মুহূর্তে দেশের বন্যার্তদের অবর্ণনীয় দুর্দশায় পাশে দাঁড়াই। বন্যাকবলিত মানুষের সাহায্যার্থে আমরা প্রত্যেকে নিজেদের সামর্থ্যের সবকিছু দিয়ে সাহায্য করি।' সাহায্য হিসেবে টাকা পাঠানোর জন্য একটি নম্বরও সেখানে যোগ করা হয়েছে।

এর আগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ৯ দফা দাবির সাথে সংহতি প্রকাশ করেছিল 'দৃশ্যমাধ্যম শিল্পীসমাজ'। তারই অংশ হিসেবে গত ১ আগস্ট সকাল থেকে ফার্মগেটে অবস্থান নেন চলচ্চিত্র, আলোকচিত্র, থিয়েটার, গণমাধ্যমসহ দৃশ্যমাধ্যমের বিভিন্ন শাখার শিল্পী ও কর্মীরা। সেই দলে ছিলেন দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা মোশাররফ করিম, অভিনেত্রী আজমেরি হক বাঁধন, অভিনেতা সিয়াম আহমেদ প্রমুখ।

'দৃশ্যমাধ্যম শিল্পীসমাজ'-এর ব্যানারে শিক্ষার্থীদের ৯ দফা দাবির সঙ্গে সংহতি জানিয়েছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা নূরুল আলম আতিক, আকরাম খান, পিপলু আর খান, অমিতাভ রেজা চৌধুরী, সৈয়দ আহমেদ শাওকি, ওয়াহিদ তারেক, রেদওয়ান রনি, আরিফুল রাজিন, শঙ্খ দাশগুপ্ত, হুমাইরা বিলকিস, তানিম নূর, জাহিদ ফারুক আমিন, তানভীর আহসান, ইয়াছির আল হক, সাদিক আমিন, ধ্রুব হাসান, অভিনেতা আজাদ আবুল কালাম, অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন, নুসরাত ইমরোজ তিশা, সাবিলা নূর, তাসনিয়া ফারিণ, আলোকচিত্রী মুনেম ওয়াসিফ, তাসলিমা আকতার লিমা, শিল্পী ঋতু সাত্তার, তানজিম ওয়াহাব, কণ্ঠশিল্পী শিবু কুমার শীল প্রমুখ। তবে এই দলের কোনো বিবৃতিতে নাম দেখা যায়নি জয়া আহসানের। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছিলেন তার অনুসারীরা। আজ বন্যার্তদের সাহায্যার্থে পোস্ট করার পরও তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন জয়া। মন্তব্যগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই নেতিবাচক।

সর্বশেষ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে 'ডিয়ার মা' নামে একটি সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন জয়া আহসান। ছবিটির পরিচালক অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী। এর আগে একই নির্মাতার হাত ধরে হিন্দি সিনেমায় অভিষেক হয় জয়ার। পঙ্কজ ত্রিপাঠির বিপরীতে ছবিটির নাম 'কড়ক সিং'। বাংলাদেশে জয়ার সর্বশেষ ছবি 'পেয়ারার সুবাস'। ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও কয়েক দিনের ভারী বৃষ্টিতে মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী, খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রামের কয়েকটি উপজেলা প্লাবিত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সকালে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এসব জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। বৃষ্টিও অব্যাহত আছে। আবহাওয়া অফিস আরও ৪৮ ঘণ্টা বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে।

ক্রিকেট অপারেশন্সের নয়া চেয়ারম্যান কে?

৫৬ পৃষ্ঠার পর

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সেখানেও ক্রিকেট অপস প্রধান পদে কাউকে নিয়োগ প্রদান নিয়ে কথা হয়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, আজ না হলেও দুই একদিনের মধ্যেই বোর্ড পরিচালকদের সাথে বসে ক্রিকেট অপস চেয়ারম্যান নিয়োগটা চূড়ান্ত করে ফেলবেন।

যাকে নিয়ে এত কথা, সেই নাজমুল আবেদিন ফাহিম কী ভাবছেন? তিনি কি আগ্রহী? মুঠোফোনে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলে ফাহিম পরিষ্কার করে কিছু বলেননি। তিনি আগ্রহী কিনা? তার জবাবেও হ্যাঁ কিংবা না বলেননি। তবে হাবভাবে বোঝা গেলো, দায়িত্ব পেলে তিনি এই পদে কাজ করতে রাজি।

এদিকে নতুন সভাপতি ফারুক আহমেদ গত ২২ আগস্ট একাই এসেছিলেন বিসিবির কার্যালয়ে। কিছু কিছু ডিপার্টমেন্টের কাজকর্মের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছেন তিনি।

যাওয়ার আগে বিসিবিতে ঢোকেন নাজমুল আবেদিন ফাহিম। তার সঙ্গে দীর্ঘ দুই ঘণ্টার মতো আলাপ হয়েছে ফারুক আহমেদের। তবে ফাহিম জানালেন, ক্রিকেট অপারেশন্স চেয়ারম্যান পদ নিয়ে আলোচনা হয়নি। আলোচনাটা একদমই অনানুষ্ঠানিক কিছু বিষয় নিয়ে।

শোনা যাচ্ছে, নাজমুল আবেদিন ফাহিম একা নন। ক্রিকেট অপস চেয়ারম্যান পদে আকরাম খানও আসতে পারেন বিবেচনায়। আকরাম এর আগেও কয়েক বছর ক্রিকেট অপস প্রধান হিসেবে কাজ করেছেন। পরে তাকে সরিয়ে দিয়েই জালাল ইউনুসকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়।

কাজেই আকরাম খানের যেহেতু এখানে কাজ করার পুরোনো অভিজ্ঞতা আছে, কাজেই তাকে বিবেচনায় আনা হতে পারে। শেষ পর্যন্ত জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আকরাম খান যদি ক্রিকেট অপসে তার পুরোনো চেয়ারে নতুন করে বসেন, তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

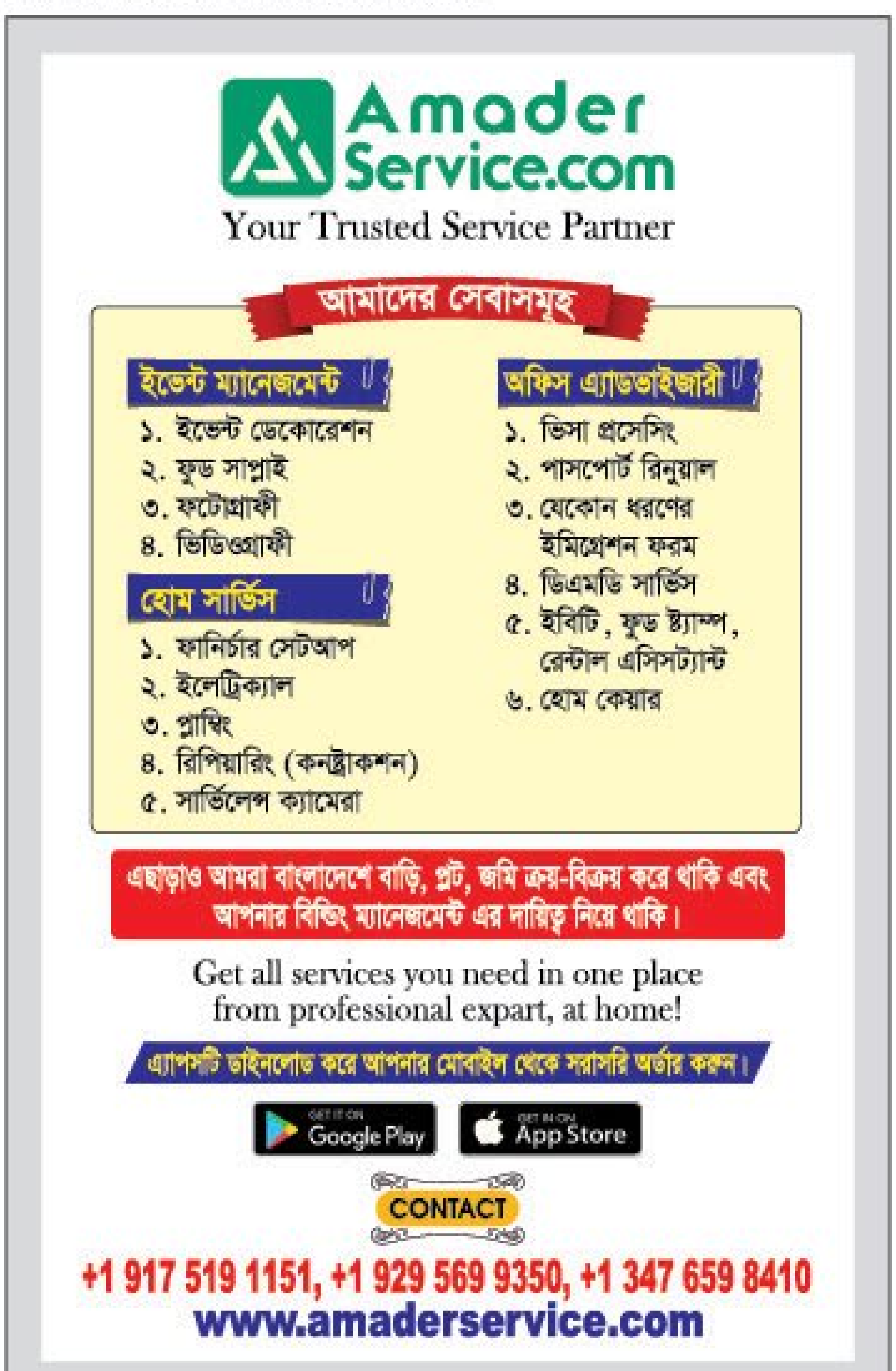

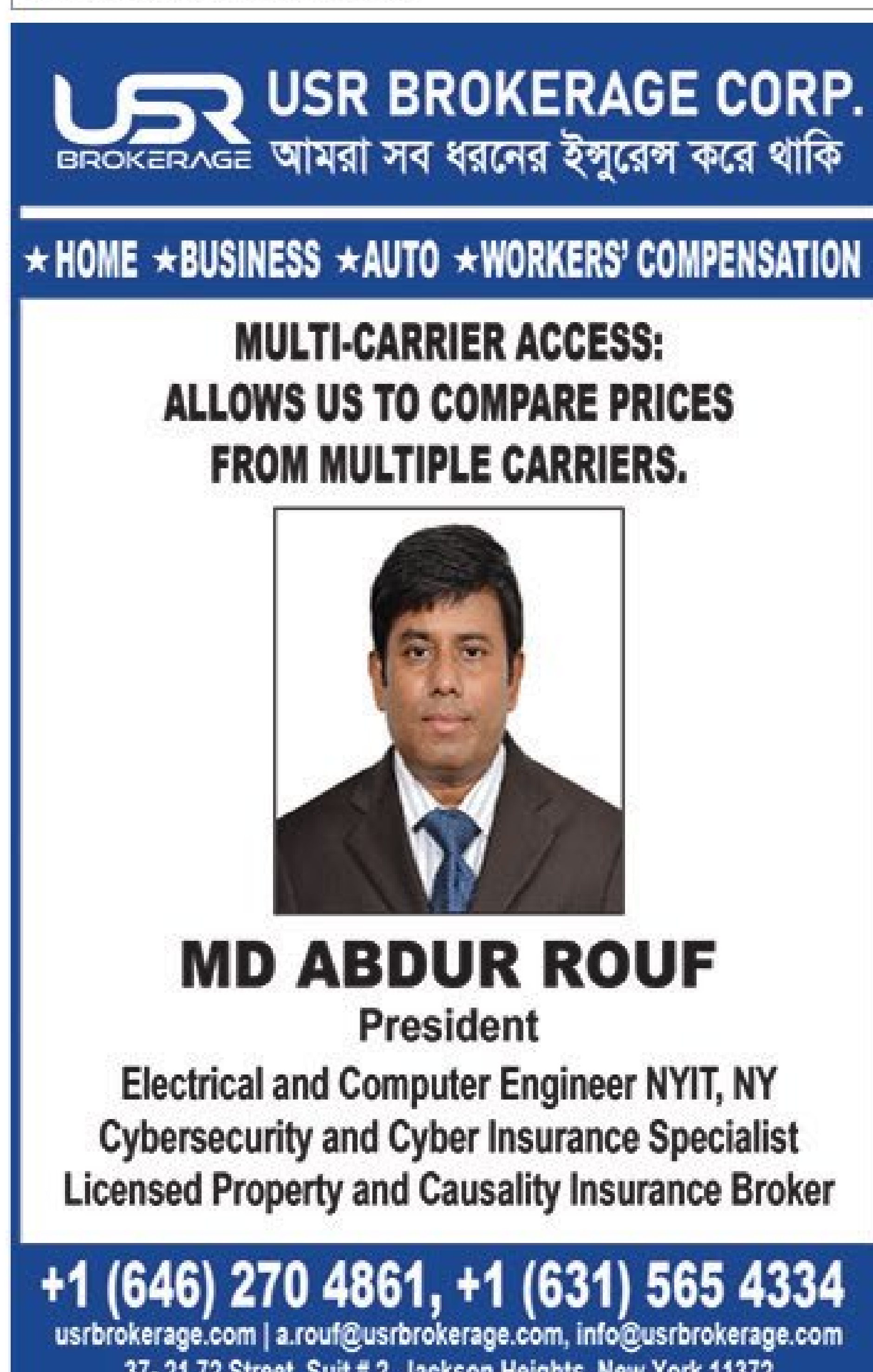

মাঙ্কি পক্স নিয়ে বিশ্বব্যাপী জরুরি অবস্থা জারি, উদ্বিগ্ন আমেরিকা

৬২ পৃষ্ঠার পর

অতিমারি এই রোগের বিস্তারে উদ্বিগ্ন যুক্তরাষ্ট্র ,দেশটি সর্বোচ্চ সর্তকতা অবলম্বন করেছে। তারা নিবিড় পর্যবেক্ষণে আছে। এই মুহূর্তে যে তথ্য উদ্বেগ বাড়াচ্ছে, তা হল এই রোগের নতুন একটি স্ট্রেন বর্তমানে সংক্রমিত হচ্ছে যা সাধারণত যৌন সংক্রমণ থেকে হচ্ছে। দিন কয়েক আগেই, এর প্রকোপ দেখে মাঙ্কি পক্সকে বিশ্বজুড়ে অতিমারি ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। বিশ্বজুড়ে মাঙ্কি (এম) পক্স নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই জরুরি অবস্থা জারি করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। গত বুধবার (১৪ আগস্ট) জেনেভায় এক সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস এ ঘোষণা দেন। তার দুদিন পরই আজ শুক্রবার পাকিস্তানে এমপক্স ভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ শনাক্ত করেছে।

ইউএনবির এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, ডব্লিউএইচওর তথ্যানুযায়ী, এ বছর এখন পর্যন্ত মাঙ্কি পক্সে আক্রান্তের সংখ্যা গত বছরের মোট সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে, ১৪ হাজারের বেশি আক্রান্ত হয়েছে। এই রোগে এখন পর্যন্ত ৫২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস বলেন, 'আজ জরুরি কমিটির বৈঠকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, এই অবস্থা বিশ্ব জনস্বাস্থ্যের ওপর উদ্বেগের পরিস্থিতি (পিএইচইআইসি) সৃষ্টি করেছে। আমি সেই পরামর্শ গ্রহণ করে মাঙ্কি পক্স নিয়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করছি।' তেদরোস বলেন, 'আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য আইন অনুযায়ী পিএইচইআইসি হচ্ছে সর্বোচ্চ মাত্রার সতর্কতা। এটি এমন একটি বিষয় যাতে আমাদের সবার উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে আমেরিকায় বিক্ষোভ

৬২ পৃষ্ঠার পর

নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের দাবি জমায়েত করেছিলেন। সমাবেশ থেকে জানানো হয়, মৃত্যুর ঘটনায় দোষীদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। গান, কবিতা ও নীরবতায় তারা স্মরণ করেন মৃত চিকিৎসককে। বার্তা দেন, ওই চিকিৎসক ও পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবাদী মহিলাদের পাশে আছেন তারা।

প্রসঙ্গত, গত ৮ আগষ্ট ভারতের কলকাতা শহরে একটি প্রথম সারির মেডিকেল কলেজে কর্তব্যরত অবস্থায় একজন তরুণী চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। ৩১ বছর বয়সী ওই তরুণীর দেহের ময়না তদন্তে চরম যৌন লাঞ্ছনার প্রমাণ মিলেছে এবং কর্তৃপক্ষ গোটা ঘটনাটি প্রথমে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল । এই ধরনের অভিযোগ ওঠার পর গোটা ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতের সর্বস্তরের মানুষ কার্যত ফুঁসে উঠেছেন।

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৭১৮-৬৯৭-৭৭১৭

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল

কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায়

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

- আমাদের ফি যুক্তিসঙ্গত এবং সেবা অতুলনীয়
- মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমপরিমান যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
- আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্য্যবান।
- আমাদের স্কুলে পাশের হার সবচেয়ে বেশী
- প্রতি দশজনের আটজন আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
- আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন

অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রচারনায় বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের প্যাকেজ ডীলে একই মূল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যখানে পাচ্ছেন না।

৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন

- ৫টি রোড লেসন,
- রোড টেস্টের দিন গাড়ী
- পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
- অতি অল্প মূল্যে গাড়ী ইন্সুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
- নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ

- অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
- আপনার সময়ই আমাদের সময়

যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর রহমান 917-378-0353

Full Insured & Licensed by New York State

PUPIL DRIVING SCHOOL

37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।

Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।

GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়

সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile · Simple Mobile · h2o · T-Mobile · Univision mobile · Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733

37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

FAMOUS DRIVING SCHOOL

73-16 Roosevelt Ave., 2nd FL, Jackson Heights, NY 11372.

Between 74 Street & 73 Street

Tel: 718-424-8890 /347-497-8544

(Full Insured & Licenced by New York State, DMV)

1 — 5 Lesson Package Include

- 5 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class
- Easy Way to Teach: Paralal Park, Broken U Turn & Everything

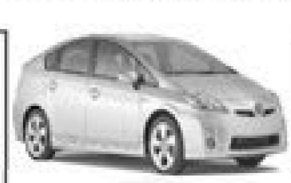

We Provide Individual Lesson Also

2 — 10 Lesson Package Include

- 10 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class

We provide Defensive Class (DDC) for TLC, Insurance & 4 points

Please Call Now

kw LANDMARK II KELLERWILLIAMS. REALTY MLS

Each Office is Independently Owned & Operated

BECOME A REAL ESTATE AGENT TODAY

Join our dynamic team of real estate professionals! We're looking for motivated individuals who are passionate about helping clients find their dream homes. No experience necessary - we provide comprehensive training and support. Join us and take the first step towards a rewarding career in real estate!

Email: mdahossain@kw.com

Phone: 347-774-6432 (text prefer)

MARRIAGE REGISTRY OFFICE

(Certified By City)

MUFTI ABDUL ALIM

Imam: Baitul Ahad Islamic Center Inc

We provide Marriage Services with Islamic Sariah and Issue Marriage Certificate According to New York's Law

107-58 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435

Contact: 917-463-6918

কাজী অফিস

(সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত)

মুফতি আব্দুল আলীম

ইমামঃ বাইতুল আহাদ ইসলামিক সেন্টার ইনক

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়

১০৭-৫৮ সাটফিন বুলবার্ড, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

যোগাযোগ: ৯১৭-৪৬৩-৬৯১৮

শহীদ আবু সাঈদ এবং নতুন বাংলাদেশের প্রত্যাশা

৬ পৃষ্ঠার পর

করে বলা যায়, ১৫ বছরের স্বৈরাচারে পুলিশ জনগণের ওপর এত অত্যাচার করেছে যে, মানুষ ফুঁসে উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয়ই আমরা পুলিশ কেন, প্রশাসনের কোনো ক্ষেত্রেই আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অনুমোদন করব না। কিন্তু স্বৈরাচারের পতনের পর সবচেয়ে বড় অসহযোগিতা এসেছিল এ পুলিশের কাছ থেকেই। আমরা এ কথা বহুবার বলেছি বাহিনী হিসেবে পুলিশের নিন্দা করি না আমরা; কিন্তু শেখ হাসিনার সরকার নিজেদের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য পুলিশের মধ্যে এমনভাবে দলীয়করণ ও কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল যে নিজের বুদ্ধি বিবেচনায় কিছু করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। একই সঙ্গে পুলিশকে সব ধরনের দুর্নীতি করার ও টাকা-পয়সা বানানোর সুযোগ করে দিয়েছিল। অর্থের লোভে পুলিশকে একটি নির্যাতনের হাতিয়ার বানানো হয়েছিল। এ জন্যই জাতীয় নির্বাচনগুলোতে অবৈধভাবে ব্যালট বাক্স ভর্তি করতে এবং দিনের ভোট রাতে করতে ওদের বুক কাঁপেনি। পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর অনেক কর্মকর্তারা এরকমও বলেছেন যে, এত সুন্দর ভোট তারা আর কখনো দেখেননি। স্বৈরাচারের পতনের পর তাই পুলিশকে আমরা বাংলাদেশের সড়কে কিংবা থানায় কোথাও দেখিনি। এটাকে কেউ পুলিশ বিদ্রোহ বলেননি। আমরা বুঝেছিলাম পুলিশ শঙ্কিত। সরকারও ব্যাপারটা সেভাবে বুঝেছেন। এবং যথেষ্ট যত্ন ও যোগ্যতার সঙ্গে তাদের আবার কর্মস্থলে ফিরিয়ে এনেছেন। কিন্তু তারপরেও কথা থাকে। পীরগঞ্জ শেষ করে আমি বগুড়ার শিবগঞ্জ গিয়েছিলাম। শিবগঞ্জ আমার বাড়ি। প্রায় ১০ বছর আমি আমার বাড়িতে যেতে পারতাম না। পুলিশ ঢুকতে দিত না। একদিন পর আমাকে দেখে মানুষ তাদের মুক্ত আবেগ উচ্ছ্বাস সুখ-দুঃখ এবং কষ্টের কথা বলেছে। একটা কথা প্রায় সবাই বলল, এখন আওয়ামী লীগ নাই। কিন্তু প্রশাসন আগেরটাই আছে, আগের মতোই আছে। এখনো থানার প্রভাবশালীরা মানুষের দোকানপাট জমি জিরাত দখল করছে। টাকার বিনিময়ে এবং রাজনৈতিক সাংগঠনিক পরিচিতির জোরে তারা এসব করছে। প্রশাসন তাদের কিছুই বলছে না। নেতারা আগের মতোই ঘুষ নিচ্ছে। ঘুষ দুর্নীতি আগের মতোই চলছে। যে সংগ্রামে আবু সাঈদরা প্রাণ দিল, জাতিসংঘের হিসাবেই যেটি ৬৫০-এর অধিক, আহত সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার, সেই আন্দোলনের প্রত্যাশা, অভিপ্রায় হলো একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার। এ আকাঙ্ক্ষা নিয়েই গঠিত হয়েছে এ অন্তর্বর্তী সরকার। সরকারও এ আকাঙ্ক্ষার কথাই বলছে। অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান ড. ইউনূসও বলেছেন এ সংস্কার সম্পন্ন করেই তিনি নির্বাচন দেবেন। এ জন্য দেশের সব ক্ষেত্রে প্রান্তিক থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় নিয়ে ভাবতে হবে, আশু সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

লেখক : সভাপতি, নাগরিক ঐক্য।

বিলুপ্তপ্রায় সিন্ধুঘোটকের নতুন প্রজাতির 'সন্ধান মিলল'

৩ পৃষ্ঠার পর

জীবাশ্মবিদদের একটি দল। সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীরা কীভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এদের পরিবর্তিত বিশ্বের সঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে ও খাপ খাইয়ে নিয়েছে তার ধাঁধায় আরও একটি পালক যুক্ত করেছে নতুন এই উদঘাটন।

প্রাথমিকভাবে এসব জীবাশ্মকে 'ওস্টোসেটাস ইমোনসি' নামের ভিন্ন এক প্রজাতির অন্তর্গত বলে ধারণা করেছিলেন বিজ্ঞানীরা।

তবে এসব জীবাশ্মের চোয়ালের হাড়ের নিবিড় পরীক্ষায় আলাদা ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে, যা এসব প্রজাতিকে 'ওস্টোসেটাস ইমোনসি' নামের প্রজাতির থেকে আলাদা করে তুলেছে। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে চারটি 'পোস্ট-কাইনিন দাঁত', নিচের চোয়ালে একটি বড় আকারের কাইনিন ও একটি 'ফিউজড ম্যান্ডিবুলার সিম্ফিসিস' নিচের চোয়ালের দুটি অংশ যেখানে মেলে।

এসব অভিযোজন থেকে ইঙ্গিত মেলে, আধুনিক প্রজাতির সিন্ধুঘোটকের মতো স্তন্যপান করানোর জন্য উপযুক্ত ছিল 'ওস্টোসেটাস পোস্টি'। 'ওস্টোসেটাস' গণটির আগমন ঘটেছিল উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর থেকে এবং এরা 'মিও-পিওসিন' যুগের সময় আটলান্টিক মহাসাগরে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর জলবায়ু ও ভূগোলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সময়কাল হিসেবে বিবেচিত 'মিও-পিওসিন' যুগ।

পিওসিন যুগে পৃথিবীর বৈশ্বিক তাপমাত্রা ঠান্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'ওস্টোসেটাস পোস্টি'সহ অনেক সামুদ্রিক প্রজাতি বিলুপ্তির মুখে পড়ে। এ ঠান্ডা সময়টি আধুনিক সিন্ধুঘোটক ও 'ওডোবেনাস রোসমারাস' প্রজাতির উত্থানের পথও প্রসারিত করেছিল। কারণ এরা ঠান্ডা পরিবেশেই এদের অভিযোজনের জন্য সহায়ক।

'সিন্ধুঘোটক ও অন্যান্য সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিবর্তনীয় ইতিহাসে নতুন ধারণা দিয়েছে 'ওস্টোসেটাস পোস্টি'র উদঘাটন। এখানে তুলে ধরা হয়েছে, লাখ লাখ বছর ধরে পরিবেশগত বিভিন্ন পরিবর্তন কীভাবে বিভিন্ন প্রজাতির অভিযোজন ও বেঁচে থাকার উপর প্রভাব ফেলেছে।

'ওস্টোসেটাস পোস্টি' ও আধুনিক সিন্ধুঘোটকের মধ্যে নানা মিল অভিসারী বা কেন্দ্রাভিমুখী বিবর্তনের 'একটি বিস্ময়কর উদাহরণ, যেখানে একইরকম পরিবেশগত চাপের কারণে সম্পর্ক নেই এমন বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে একই রকম বৈশিষ্ট্য বিকাশ করেছে।

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিকানো হয়
* Free Pick up and drop off
* 100% পাশের নিশ্চয়তা
* 5hr Certificate
* 6hr Certificate
যোগাযোগ:
914-343-2629 (Nuri)

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য
আজই যোগাযোগ করুন
আমাদের সার্ভিস
নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত
স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি
বিয়ে, জন্মদিন, বিসিনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়
যোগাযোগ: আমাদের সার্ভিস
+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১
amader.services@gmail.com

FUTURE DataServices
MAKE $95K TO $170K YEAR
WITH AS LITTLE AS
5 MONTHS OF TRAINING
YOUR TECHNOLOGY CAREER BEGINS HERE!
Why Choose Us?
• Industry Experts with over 10 years of experience
• hands On Training
• In-Demand Next Generation Tehnologies
• Hadoop Administration / Development
• Data Science
• Cloud Technologies
• Business Intelligence (BI)
• Professional Development
• Resume Prep
• Mock-Interciew Session
• Corporate Technology Overview
• 100% Job Placement Assistance
• Technical Assistance after Job placement
• Get a stable career for your future
WEEKEND AND LIVE ONLINE CLASSES AVAILABLE
MAKE $95K TO $170K YEAR
TECHNICAL DEVELOPMENT
• HADOOP ADMIN/ DEVELOPER-BI
• DATABASE ADMIN/DEVELOPER-BI
• SYSTEM ENGINEER
• LINUX ADMINISTRATOR
• SOFTWARE QUALITY ASSURANCE
Linux
Hadoop/ Big Data
SQL/ DBA
Data Science
Python
WHY WORK HARD WHEN YOU CAN WORK SMART?
CONTACT US FOR FREE ORIENTATION CLASS
ফ্রি ওরিয়েন্টেশন ক্লাস ও পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন।
প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের
চাকরির ব্যবস্থা করা হয়
CALL US
347-345-8512
929-393-5200
929-393-5443
169-24, Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY, 11432
15 Gregory Street,
Valley Stream, NY, 11580
www.futuredataservices.com
mdali@futuredataservices.com

পায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
Dr. Sadi Alam
পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন ?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
ডায়াবেটিক রোগীদের ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে
ডায়াবেটিক জুতা দেওয়া হয়।
We Accept Wellcare, Fidelis, Medicare,
Metroplus, Healthfirst and other private insurances.
Our Office Locations
01 16605 Highland Ave, Suite L-1, Jamaica, NY 11432
02 264-02 Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
03 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
04 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
05 7721 101th Ave, Ozone Park, NY 11416
06 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Phone: 347-509-4470, Fax: (646) 845-1861
আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
Call for Appointment

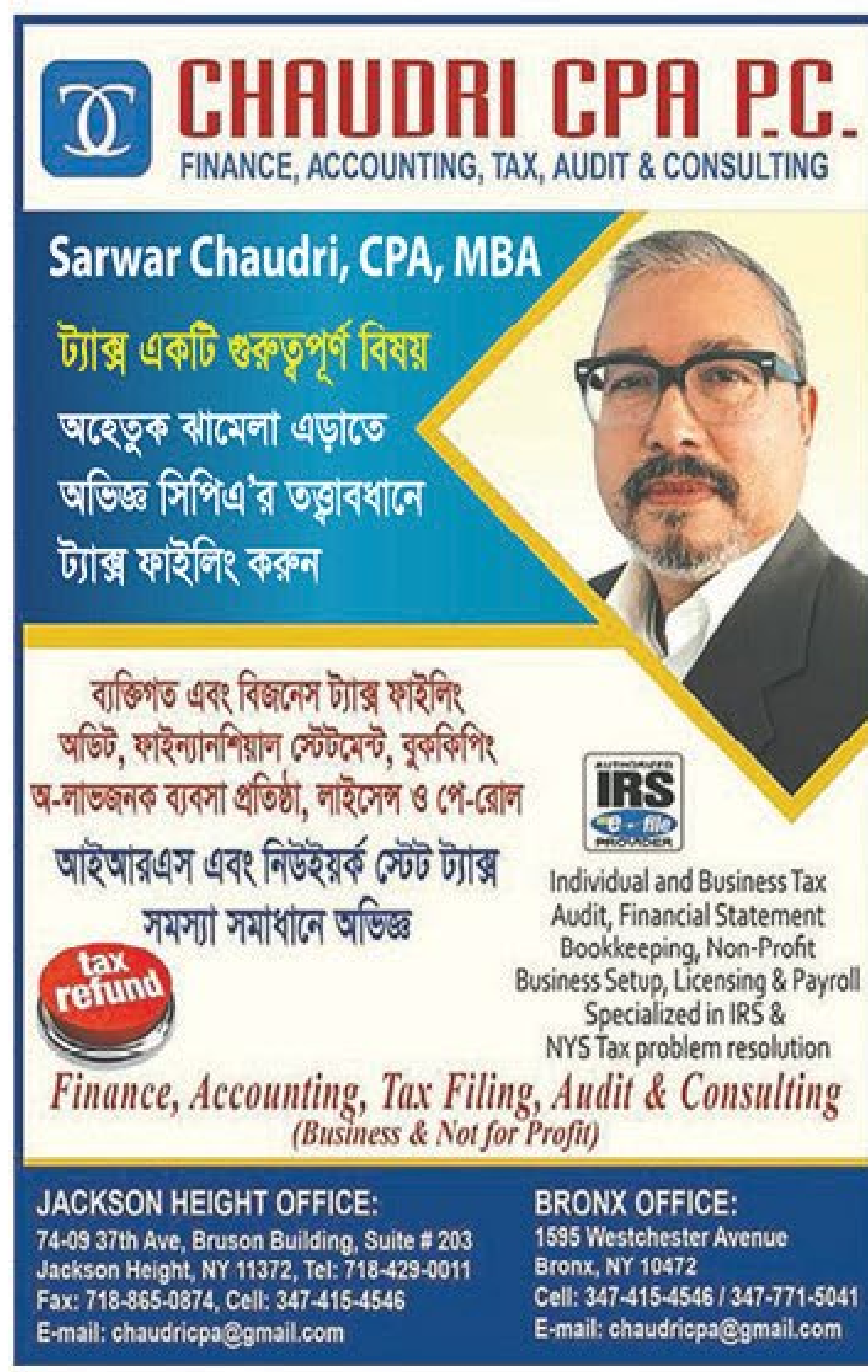
CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
tax refund
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

HELP WANTED

ব্রুকলীনে বিভিন্ন সাবওয়ে সেন্ডুইচ রেষ্টুরেন্টে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফুল টাইম/ পার্ট টাইম লোক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।

যোগাযোগ: ৭১৮-৮৯২-৯৮৬৪.

কাদের নেওয়া হবে পর্দার আয়নাঘরে

৩৬ পৃষ্ঠার পর

এ ধরনের সিনেমা নির্মাণ ঝুঁকিপূর্ণ কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমার ছবিতে আমি মানুষের কথা বলতে চেয়েছি, সেটাই বলে যাচ্ছি। সেই চিন্তা থেকেই গল্প লেখা হচ্ছে। গত পরশু নয়, আরও অনেক দিন আগে থেকে "আয়নাঘর" নিয়ে সিনেমা বানানোর কথা আমি ভেবে রেখেছিলাম। সেই মোতাবেক গবেষণা চলছিল। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, সে জন্যই সিনেমার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করতে চাই। এখানে কোনো ঝুঁকি বোধ করছি না।'

জয় সরকারের আয়নাঘরে : 'ইন্দুবালা' দিয়ে ঢালিউডে খাতা খুলেছিলেন নির্মাতা জয় সরকার। দেশের পরিস্থিতির কারণে রীতিমতো কোণঠাসা ছিলেন এই নির্মাতা। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে অবশেষে আবারও বড়পর্দার জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন তিনি।

জয় সরকার বলেন, 'অনেক বাঁধার কারণে এতদিন সিনেমা তৈরি করতে পারিনি। কিন্তু নাটক তৈরি করে গেছি। সেগুলোয় অনেক সামাজিক মেসেজ ছিল এবং নাটকগুলো ব্যবসাসফলও হয়েছিল। আমি সবসময় আমার কাজে মেসেজ রাখতে চাই। সেই ভাবনা থেকে আয়নাঘর তৈরি করতে যাচ্ছি।' এই নির্মাতা আরও বলেন, 'এখন রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে। আশা করছি, স্বাধীনভাবে সিনেমা নির্মাণ করতে পারবো। সেই আশায় আমি নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছি।'

কথায় কথায় জানতে চাওয়া হয়, কে কে থাকছেন তার আয়নাঘরে? জয় সরকার বলেন, 'এখনো চিত্রনাট্য হাতে পাইনি। সামনের মাসে পেয়ে যাব। এরপর বলতে পারবো। তবে সিনেমা বানানোর ভাবনা আসতেই আমার মাথায় এসেছিল কেয়া পায়েলের কথা। আজমেরি হক বাঁধনকেও ভেবেছিলাম। এখন আবার ভাবছি তানিয়া বৃষ্টিকে। এ ছাড়া শতাব্দী ওয়াদুদ ও শ্যামল মাওলাকে নিয়েও ভেবেছি। তবে কাস্টিং এখনও চূড়ান্ত নয়। আবার প্রস্তাব দিলে তারা রাজি হয়ে যাবেন, সেটাও বলা যায় না।'

এই নির্মাতা জানান, বেশ কয়েকটি চরিত্র তার ভাবনায় রয়েছে। সেসব চরিত্রের জন্য বেশ কয়েকজন অভিনয়শিল্পীর সঙ্গে কথাও বলেছেন তিনি। তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে নির্মাতা বলেন, 'ওই শিল্পীদের ভেতর এখনও ভয় কাজ করছে। অনেকেই কাজটা করতে রাজি হচ্ছেন না।'

যেমন হবে জাঁ-নেসার ওসমানের আয়নাঘর : তিন নির্মাতার মধ্যে সবচেয়ে ব্যতিক্রম হবে জাঁ-নেসার ওসমানের আয়নাঘর। সেখানে কোনো চরিত্র নয়, বরং ওই নির্যাতনকক্ষগুলোই হবে ছবির মূল চরিত্র।

এ প্রসঙ্গে নির্মাতা বলেন, 'আমার ছবিটি হবে একটি তথ্যচিত্র। সেখানে একজন নির্যাতিত ব্যক্তির বর্ণনায় দর্শক আয়নাঘর বিষয়টি দেখবেন।' কবে নাগাদ ছবির কাজ শুরু হতে পারে? জানতে চাইলে জাগো নিউজকে তিনি বলেন, 'শিগগিরই প্রযোজক ফিরবেন মালয়েশিয়া থেকে। তারপর আলোচনা, তারপর গিয়ে শুটিং।' ছবির ঘরানা প্রসঙ্গে ধারণা দিতে গিয়ে এই নির্মাতা বলেন, 'বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদের বয়ানে দর্শক সিনেমাটি দেখবেন। তাদের মনে হবে, সত্য ঘটনা দেখছেন।'

'অল দ্য প্রাইম মিনিস্টারস মেন' প্রকাশের পর থেকে আয়নাঘর নিয়ে সহজে কেউ মুখ খোলেনি। তবে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ওই গোপন নির্যাতনশালা নিয়ে সরব হয়ে উঠেছে মানুষ। এবার ওই নির্যাতনশালার ধারণা পর্দায় দেখবেন দর্শকেরা।

BECOME A REALTOR
রিয়েল এষ্টেট পেশায় আসুন
Make SIX-FIGURE ($$$$$$) or more income/ year !
মাত্র ১ মাসেই লাইসেন্স করা সম্ভব
বছরে লক্ষ লক্ষ ডলার ($$$$$$) আয় করুন
YES, Sky is the Limit! NO MORE ODD JOB!
No Bossing! Work Independently
Work Part-time/ Full-time, We Help You:
Pass Real Estate Exam
[Salesperson in New York State]
মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়
Unlimited Package Deal- Flat Fee - Until You Pass
পাশ-চুক্তি পড়ানো- পাশের নিশ্চয়তা ১০০%
Real Estate Productivity Coaching

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Consultant, Coach & Licensed Realtor
148-45 Hillside Avenue, Suite 201B
Jamaica, NY 11435
Phone: 347 451 7307
Email: realtorhoque64@gmail.com

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

•Residential •Commercial •Investment
•Foreclosures •Auctions •Co-Op & Condo
•Short Sale •Hud •Rentals
•Bank Owned/ REO Properties
• List Your Property Faster with TOP $$$
• Free Market Analysis
• Consultation

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Licensed Realtor
realtorhoque64@gmail.com
azizul.hoque@kw.com
www.azizul-hoque.kw.com
347-451-7307
347-846-1200
347-846-1201
75-35 31st Avenue Suite. 202
Jackson Heights, NY-11370
realtorhoque64
AzizulH48770125
azizul-hoque-880064245

বন্যায় সাহায্যের হাত বাড়াতে বলে তোপের মুখে শুভ

৩৬ পৃষ্ঠার পর

এই সংকটকালীন পরিস্থিতিতে আমাদের জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আসুন সবাই নিজ জায়গা থেকে সাহায্যের হাত বাড়াই। সবার আগে বন্যাকবলিত এলাকার মানুষ, পশুপাখিসহ সব জীবের নিরাপত্তা নিশ্চিত করি। আল্লাহ সহায় হন আমাদের।'

বানভাসিদের নিয়ে অন্য তারকাদের সক্রিয়তা মানুষের প্রশংসা কুড়াচ্ছে। অন্যদিকে শুভর ক্ষেত্রে হয়েছে উল্টো। তার এমন বার্তায় নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন অনুসারীরা। কেউ করেছেন কটাক্ষ আবার কেউ রীতিমতো আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেছেন শুভর ওই পোস্টে। সানজিদা আক্তার নামে একজন লিখেছেন, 'আসছে বঙ্গবন্ধু! আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন হাসিনার আব্বা?' রাসেল রায়হান নামে একজন লিখেছেন, 'অবশেষে আপনিও আসলেন।' আয়েশা মনি লিখেছেন, 'জুলাই মাসে চুপ ছিলেন, আজ আসছেন মানবতা দেখাইতে ভাই।'

বাংলাদেশে 'নূর', 'নীলচক্র'সহ আরিফিন শুভর বেশ কয়েকটি ছবি রয়েছে মুক্তির অপেক্ষায়। এছাড়া বেশ কয়েকটি ভারতীয় সিরিজ ও সিনেমায় তার অভিনয়ের কথা জানা গেছে যেগুলো শিগগির মুক্তি পাবে। ঢাকায় সর্বশেষ 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার' ছবিতে মুজিব চরিত্রে দেখা গিয়েছিল তাকে।

জনমত সমীক্ষায় ট্রাম্পকে আরও পিছনে ফেললেন কমলা!

৩ পৃষ্ঠার পর

ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা। অন্য দিকে, ট্রাম্পের প্রতি ৪৫ শতাংশ ভোটার সমর্থন জানিয়েছেন।

আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ট্রাম্প এবং কমলার প্রথম প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেট হতে চলেছে। তার আগে জনমত সমীক্ষার এই ফল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমর্থকদের আরও উৎসাহিত করবে বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ডেমোক্র্যাট নেত্রী কমলা আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম মহিলা ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে ইতিহাসে নাম লিখিয়েছেন। আগামী ৫ নভেম্বর নির্বাচনে জয়ী হলে প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হওয়ারও নজির তৈরি করবেন তিনি।

এর আগে জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে রয়টার্স-ইপসোসের তরফে যে জনমত সমীক্ষা চালানো হয়েছিল, তার ফল জানিয়েছিল আমেরিকার ৪৪ শতাংশ ভোটদাতার প্রেসিডেন্ট পদে কমলাকে সমর্থন জানিয়েছেন। অন্য দিকে, ট্রাম্পের প্রতি ৪২ শতাংশ ভোটার সমর্থন জানিয়েছেন। অর্থাৎ এক মাসের ব্যবধানে দুই প্রার্থীর ব্যবধান দুই থেকে বেড়ে চার শতাংশ হল। এরই মধ্যে সোমবার ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জাতীয় সম্মেলনে (ন্যাশনাল কনভেনশন) যোগ দিতে শিকাগোয় পৌঁছন কমলা। তার আগে পেনসিলভানিয়ায় প্রচারসভায় তিনি বলেন, 'ট্রাম্প এক জন কাপুরুষ।'

'আমাকে ছোট স্কার্ট পরিয়ে বসিয়ে রাখতেন'

৩৬ পৃষ্ঠার পর

বিশেষ করে যখন ছোট পোশাক পরতে হয়। আমি ওই ছোট পোশাকের ওপরে লম্বা কোট পরে বসতাম। তখন পরিচালক বলতেন, 'একটু পরেই শুটিং শুরু হবে। কোটটা খুলে ফেলো।' পুরো শুটিংয়ের কলাকুশলীদের সামনে আমাকে ছোট স্কার্ট পরিয়ে বসিয়ে রাখতেন তিনি।" তনুশ্রী আরও জানান, বিবেক নাকি তার সঙ্গে বেশ কয়েকবার দুর্ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন, 'শুটিংয়ে পৌঁছাতে পাঁচ মিনিট দেরি হয়েছিল একদিন। এ জন্য চিৎকার করতে শুরু করলেন পরিচালক। বললেন, আমি নাকি অপেশাদার। অথচ, আমি অন্য দিন শুটিং সেটে পৌঁছে দেখতাম, কিছুই শুরু হয়নি। কিন্তু এক দিন আমি মাত্র পাঁচ মিনিট দেরি করে পৌঁছেছিলাম বলে যা তা ব্যবহার করলেন।' সূত্র: বলিউড লাইফ

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৭১৮ ৬৯৭ ৭৭১৭

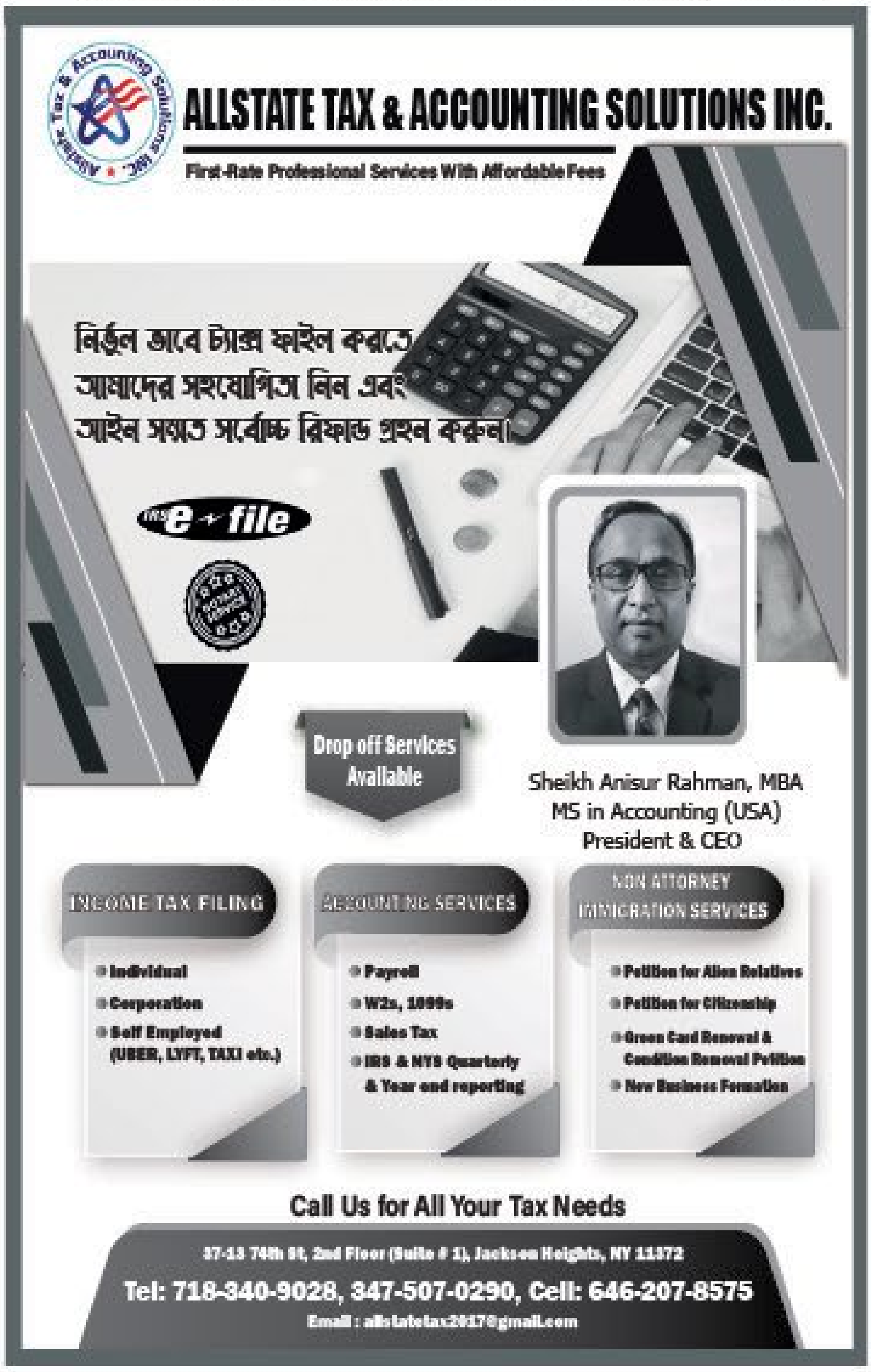
ALLSTATE TAX & ACCOUNTING SOLUTIONS INC.
First-Rate Professional Services With Affordable Fees
নির্ভুল ভাবে ট্যাক্স ফাইল করতে আমাদের সহযোগিতা নিন এবং আইন সম্মত সর্বোচ্চ রিফান্ড গ্রহন করুন
e-file
Drop off Services Available
Sheikh Anisur Rahman, MBA
MS in Accounting (USA)
President & CEO
INCOME TAX FILING
Individual
Corporation
Self Employed (UBER, LYFT, TAXI etc.)
ACCOUNTING SERVICES
Payroll
W2s, 1099s
Sales Tax
IRS & NYS Quarterly & Year end reporting
NON ATTORNEY IMMIGRATION SERVICES
Petition for Alien Relatives
Petition for Citizenship
Green Card Renewal & Condition Removal Petition
New Business Formation
Call Us for All Your Tax Needs
37-13 74th St, 2nd Floor (Suite # 1), Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-340-9028, 347-507-0290, Cell: 646-207-8575
Email : allstatetax2017@gmail.com

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া
kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY
লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় করে প্রতারিত হবেন না, আমরা বিনামূল্যে বাড়ি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি।
বিঃদ্রঃ আপনি যদি রিয়েল এস্টেট জব করতে চান আপনাকে ১০০% সহযোগিতা করা হবে।
Md. Alamgir Hossain
Associate Broker
75-35 31st Ave, Suite 202
East Elmhurst, NY 11370
Cell : 347-774-6432
Office : 347-846-1200
Email: mdahossain@kw.com
মোঃ আলমগীর হোসেন
লাইসেন্স এসোসিয়েট ব্রোকার
যোগাযোগ:৩৪৭-৭৭৪-৬৪৩২

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন
STAR Photography
শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার
হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান
Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling
NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

REAL ESTATE, DIVORCE, IMMIGRATION & SMALL BUSINESS
বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা, ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয় অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যুগাযুগ করুন
নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি
Hasan Malik, Esq.
718-433-9243
37-13 74TH ST, FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
ATTORNEY ADVERTISING

NAFS TRAVEL INC.
নাফস্ ট্রাভেল ইন্ক

SANU SHEAK (SANA)
Cell: 347-537-7657

Emirates
QATAR
TURKISH AIRLINES
KUWAIT AIRWAYS
SAUDIA
ETIHAD
EGYPTAIR
AIR FRANCE
DELTA

পৃথিবীর যেকোন দেশে যাওয়া আসার জন্য আমরা সুলভ মূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি

আমরা ওমরার ফ্যামিলি প্যাকেজ করে থাকি

LOWEST GUARANTEED INTERNATIONAL & DOMESTIC AIR TICKETS

Special Umrah Fare !

NAFS TRAVEL

37-59 74th Street,
Jackson Heights, NY 11372
(INSIDE MOLLIKA ELECTRONICS, NEXT TO CITI BANK)
Email: nafstravel@gmail.com

LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL
NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন
বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে কল করুন **+1 (929) 393-8620**

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :

The easiest way to buy and sell a home
Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
Buying and selling a home as an investment
The market price of house goes up and down
Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
What to do to buy your own house
Rules of buying and selling properties
Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office:
37-22 73rd Street, Suite 2A
Jamaica Office:
167-16 Hillside Avenue
917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সাইনুসাইটিস *বয়ব্রণ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যালার্জিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

জব জব হেল্প জব
Job Help Application Processing Service
917-500-3937

* পোষ্টাল জব
* ফেডারেল জব
* স্টেট জব
* এম. টি. এ জব
* সিটি জব
* রেজুমী তৈরী
* কভার লেটার
* সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
* নিউ পাসপোর্ট/রিনুয়েল
* ডুয়েল সিটিজেনশীপ
* ফুড স্ট্যাম্প
* ডিজএবিলিটি (SSI)
* সসিয়াল সিকিউরিটি (SS)
* রিটারম্যান্ট বেনিফিড

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 203 (A)
Jamica, NY 11435

Phone/Fax: 917-300-6160

Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহঃ
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, ষ্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite #5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)

www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER

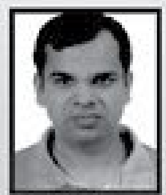

RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666

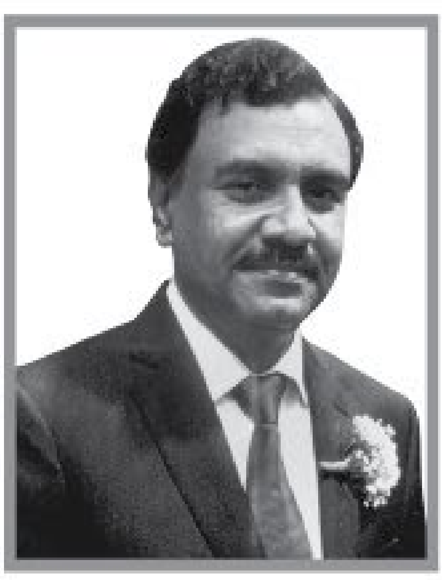

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার
NAEEMA BHUIYA, D.D.S
নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস
Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: **718-206-0601**, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX (ALL STATES)
- BUSINESS TAX
- OPEN NEW BUSINESS
- IMMIGRATION HELP
- SNAP/ HOME CARE SERVICES
- NOTARY AND MUCH MORE

ABDUR RASHID
B.S.S (HONOURS), M.S.S (ECONOMICS)
DHAKA UNIVERSITY, BANGLADESH

IRS e-file

স্বল্প খরচে দক্ষ এবং প্রফেশনাল সার্ভিস গ্রহণ করুন। IRS ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকুন

168-25 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica, NY11432
(সাগড় রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)
Cell: 347-567-2060
Email: rashidtax2@gmail.com

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal

৭ দিনই খোলা

Hajj & Umrah Specialist

Emirates | Biman Bangladesh Airlines | EGYPTAIR | QATAR | ETIHAD | KUWAIT AIRWAYS | Saudi Arabia

IATA Accredited Agent

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

Placid Express | small world | ria Money Transfer

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

International/Domestic টিকিট ১০০% সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple
Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

Magical Natural & Homeophathy Inc
25 Years of Experience and Reliable in NM

মোঃ সালাহউদ্দিন
আমেরিকায় গ্রীণ মেডিসিন সনদপ্রাপ্ত
Email: magicalhomeo2016@gmail.com

চিকিৎসা-
কোভিড, যৌন, কিডনি, ক্যান্সার, পেইন, পাইলস, মেয়েলি কিংবা জটিল রোগে ভুগছেন। বারবার চিকিৎসা করেও ভালো হচ্ছেন না? ন্যাচেরাল মেডিসিনে ফ্রি পরামর্শ ও ঔষধ পেতে (যে কোন ষ্ট্যাট) আজই মেসেজ অথবা কল করুন।
By Appointment only or Call : +1-917-470-6395

হ্যান্ডস অন
ফিসিক্যাল থেরাপি রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া
এলআইসি. ফিসিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।
আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway

170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100

JK Gain Multi

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

J. K. GAIN MULTISERVICES
জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public

প্রতি রবিবার একাউন্টার ফ্রি কর্মশালা

LOW COST GUARANTEE

Authorized IRS e-file Provider

- *TAX SERVICES*
- *INSURANCE*
  - *Life Insurance* MassMutual
  - *Health • Auto • TLC*
  - *Home • Business*
- *Immigration Services*
- *DDC. (6 Hrs. Defensive Class)*
- *Private Service Bureau (DMV Approved)*

Jaydeb Gain

Tel: **347-536-5107**
Office: **917.396.4509**
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

রুম ভাড়া

সাবওয়ে, বাসস্ট্যান্ড এবং জ্যাকসন হাইটস-এর কেন্দ্রস্থলে লাক্সারী গেষ্টহাউজ আপনাকে অথবা আপনার গেষ্টদেরকে আপ্যায়নে তৈরী। প্রতিদিন সিঙ্গেল রুমের ভাড়া $১৫০.০০/ ক্যাশ। ফটো আইডি, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ইমেইল এড্রেস প্রয়োজন।

যোগাযোগ

৫১৬-৪২৩-২৮৬৭
৯১৭-৭২২-১৪০৮

বেসমেন্টে এক রুম ভাড়া

৮৯৪ ইস্ট ৩৮ স্টিট ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক-১১২১০ বেসমেন্টে একটি রুম ভাড়া হবে। **আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন**

+১ (৩৪৭) ৯০৪-৮৮৮৫

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাকটরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন

স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল

ঃ সেবা সমূহ ঃ

* রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
* DMV Quick রোড টেস্ট
* 5 Hour (Per- License Class) Certificate
* 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
* High Way Lesson
* Available Schedule
* DMV Service

মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা **Instructor** দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।

যোগাযোগ

Swadesh Driving School
37-13 74th ST. FL-2
Jackson Heights NY-11372
Phone: 718 255 1231
Cell: 929 670 2871
E-mail: swadeshdrv@gmail.com

ট্যুরস্ এন্ড ফান

আমাদের সেবাসমূহঃ

১০% ছাড়!!

ট্যুর সার্ভিস		১ জন	২ জন	৩ জন	৪ জন
১. ইসপ্রি ইসপ্লাশ ওয়াটার পার্ক, নিউইয়র্ক (টিকেটসহ)	১ দিন	$৯৫	$৯৫x২	$৯৫x৩	$৯৫x৪
২. ওয়াশিংটন ডিসি ট্যুর	১ দিন	$১৯৯	$১৯৯x২	$১৯৯x৩	$১৯৯x৪
৩. লেগোল্যান্ড, নিউইয়র্ক ট্যুর (টিকেটসহ)	১ দিন	$১৪৮	$১৪৮x২	$১৪৮x৩	$১৪৮x৪
৪. ফিলাডেলফিয়া+ওয়াশিংটন ডিসি	২ দিন	$২৪৮	$১৮৮x২	$১৬৮x৩	$১৫৮x৪
৫. নায়াগ্রা ফলস্ ট্যুর	২ দিন	$২৪৮	$১৮৮x২	$১৬৮x৩	$১৫৮x৪
৬. রোড আইল্যান্ড+বোস্টন	২ দিন	$২৬৮	$১৯৮x২	$১৭৮x৩	$১৬৮x৪
৭. লেক প্লাসিড+ওসাবেল চাসম	২ দিন	$৩০৯	$২৩৯x২	$২১৯x৩	$১৯৯x৪
৮. রবিন্সভিল+আমিষ+হরশে ওয়ার্ল্ড এন্ড গার্ডেন	২ দিন	$৩৩৮	$২৫৮x২	$২২৮x৩	$২১৮x৪
৯. নায়াগ্রা ফলস্+থাউজেন্ড আইল্যান্ড	৩ দিন	$৪৮০	$৩৭৮x২	$৩৪৮x৩	$৩১৮x৪
১০. নায়াগ্রা ফলস্+ওয়াশিংটন ডিসি	৩ দিন	$৩৭৮	$২৮৮x২	$২৫৮x৩	$২৩৮x৪
১১. নায়াগ্রা ফলস্+টরেন্টো+থাউজেন্ড আইল্যান্ড	৩ দিন	$৫৬৮	$৪৪৮x২	$৪০৮x৩	$৩৮৮x৪
১২. নায়াগ্রা ফলস্+বোস্টন	৩ দিন	$৩৭৮	$২৮৮x২	$২৫৮x৩	$২৩৮x৪
১৩. নিউ হ্যাম্পশায়ার+হোয়াইট মাউন্টেইন+ওয়াশিংটন মাউন্টেইন	৩ দিন	$৪৯০	$৪২৯x২	$৩৯৯x৩	$৩৬৯x৪
১৪. লস এঞ্জেলস্+সানদিয়াগো+ডিজনি(আনা-নেয়াসহ)	৩ দিন	$৩৬৮	$১৯৮x২	$১৩৮x৩	$১০৮x৪
১৫. সানফ্রানসিস্কো+নাপা ভ্যালী+সান্তাক্রুজ হার্বার	৩ দিন	$৩৬৮	$১৯৮x২	$১৩৮x৩	$১০৮x৪
১৬. সানফ্রানসিস্কো+ইঁশিমিতে ন্যাশনাল পার্ক+লস এঞ্জেলস্	৩ দিন	$৬৪৮	$৪৬৮x২	$৩৯৮x৩	$৩৪৮x৪
১৭. সিয়াটল+অলেম্পিক এন্ড মাউন্ট রেইনার ন্যাশনাল পার্ক	৩ দিন	$৬৩৯	$৪৫৯x২	$৪২৯x৩	$৪০৯x৪
১৮. বোস্টন+পোর্টল্যান্ড+একাডিয়া ন্যাশনাল পার্ক	৩ দিন	$৫৪৯	$৪২৯x২	$৩৮৯x৩	$৩৬৯x৪
১৯. মায়ামি+কি ওয়েস্ট+ফোর্ট লডারডেল	৩ দিন	$৮৭৮	$৬৭৮x২	$৫৭৮x৩	$৫২৮x৪
২০. ডিজনি (অরল্যান্ডো) গাইডেড এন্ড সেল্ফ-গাইডেড ট্যুর	৩ দিন	$৬৯৯	$৪৭৯x২	$৩৬৯x৩	$৩০৯x৪

বিঃদ্রঃ উল্লেখিত স্থান ছাড়াও আমাদের রয়েছে আমেরিকায় অন্যান্য স্থানে ট্যুর। উল্লেখিত ফি প্রফেশনাল ট্যুর গাইড, যাওয়া-আসা ও হোটেলে অবস্থান ব্যয়বাবদ। খাওয়া ও অন্যান্য টিকেট ব্যক্তিগত।

ভ্রমণঃ প্রতিদিন, বাস ছাড়ার সময়ঃ সকাল ৬:৪৫টা ও সকাল ৮টা
বাস ছাড়ার স্থানঃ ফ্লাশিং, ব্রুকলিন ও ম্যানহাটন

toursandfunus
tours.and.fun

যোগাযোগঃ **ইমরান** ToursAndFunn@gmail.com

৩০-৫২ হোয়াইটস্টোন এক্সপ্রেসওয়ে #৪০২, কুইন্স, নিউইয়র্ক ১১৩৫৪
৯১৭-৩০২-২৭২০, ৬৪৬-৬০৪-৮৬৮৭

ড্রাইভিং শিখুন

বিশ্বাসযোগ্য ড্রাইভিং স্কুলে ড্রাইভিং শিখুন। অভিজ্ঞ মহিলা ইনস্ট্রাক্টর দ্বারা মহিলাদের যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়।

যোগাযোগ

৯২৯ ৩৮৬ ৯৩০৫

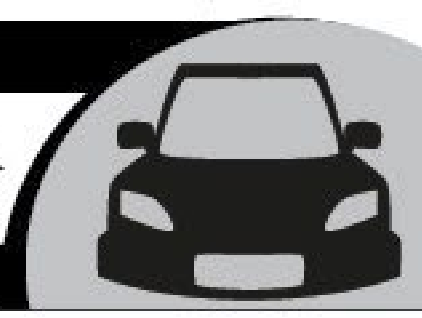

ব্রডওয়ে ড্রাইভিং স্কুল

বেসমেন্ট ভাড়া

লং আইল্যান্ডের অভিজাত এলাকায় লিন ব্রোকে নতুন ২ বেড রুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। জ্যামাইকা থেকে ১০ মিনিটের ড্রাইভ জ্যাকসন হাইটস থেকে ৩০ মিনিট, পার্কিং Available, LI ট্রেন এবং বাসের সন্নিকটে।

যোগাযোগ

917- 519-1151

HOUSE FOR SALE

547 Eldert Ln, Brooklyn, NY 11208

146-04 116th Ave, Jamaica, NY 11436

HOUSES FOR SALE

1425 Beach Ave,Bronx,NY10460	$650,000	5 Cebra Avenue ,Staten Island,NY 10301, two family (OCCUPIED)	$599,000
86-34 77th Street,Woodhaven,NY	$598,000	243-51 Caney Road,Rosedale,NY 11422 two family ,8 beds 4 baths	$999,000
802 Lanark Road,Broad Channel,NY	$319,000	45-47 Potter Lane,Huntington,NY 11743, multifamily	$729,900
435 E 51st Street,Brooklyn,NY	$599,000	2347 Pacific Street,Stuyvesant Heights,Brooklyn,NY 11233 (2 Family)	$875,000
17 Andrew Lane,Levittown,NY	$659,000	Condos/Co-Ops:3475 Greystone Ave,Bronx NY (Co-op) 1 bed 1 bath	$159,900
190 W 21st Street,Huntington Station,NY,11746	$664,000	6 Fordham Hill Ova,Bronx,NY 10468 Unit #:2G,(Co-op) 2beds 1bath	$286,000
153 Argyle Avenue,Uniondale,NY	$669,000	87-30 204 Street.Hollis,NY 11423(Co-op) 1 bed 1bath	$180,000
391 Hewlett Parkway,Hewlett,NY	$699,000	111 Prospect Park SW,Unit#8,Brooklyn,NY 11218 (Condo) 1bed 1 bath	$649,00
2520 Enid Court,Baldwin,NY 5 beds ,2 baths	$734,000	222 Smith Street, #3C ,Freeport,NY 11520 (Co-op)	$158,000
8 Shore Court,Huntington,NY	$1,999,900	1531 Finch Lane,Central Islip,NY 11722 (Condo) 2 beds 2 baths	$399,000
7 Lookout Ave,Bronxville,Eastchester	$2,200,000	92 Cambridge Drive,Copiague,NY unit#92(Condo) 2 beds 2 baths	$399,000
Multifamily:547 Eldert Lane,Brooklyn,2 family,Bricks,8 beds 5 baths	$1,299,000	166-25 Powells Cove Boulevard,Beechhurst,NY (Co.)2 beds 2 baths	$619,000
33-27 108th Street,Corona,NY 11368,two family	$824,900	18-19 215 Street,Bayside,NY 11360 (Co Op)3 beds 3 baths	$880,00
27-16 Mcintosh Street,East Elmhurst,NY 11369 two family	$1095,000	960 Park Avenue,New York,NY10028 (Co-op) 4 beds 6 baths 4531sf	$7,150,00
601 18th Street ,Windsor Terrace,Brooklyn,NY 11218 Four Family	$2,150,000	Land: 88-58 Hollis Court Blvd,Queens Village,NY 11427 lot 32x157	$279,000
3543 WilletAve,Bronx,NY 10467	$750,000	Commercial: 460 Station Road,Bellport,NY 11713	$550,000.
40-20 80th Street,Elmhurst,NY 11373(OCCUPIED)	$1,199,999	7 Family in Bronx	$1,000,000

And 150+ Bank Owned, Auction & Regular Houses for Sale

BUY | SELL | RENT | ক্রয় | বিক্রয় | ভাড়া

KAMRUZ ZAMAN BACCU

Licensed RE Salesperson

347-465-3220

Email: kamruzbaccu1@gmail.com

ISLAND ADVANTAGE REALTY

233 Long Beach Road, Island Park
NY 11558, Tel: 516-368-8500

ক্রিকেট অপারেশন্সের নয়া চেয়ারম্যান কে?

আজকাল স্পোর্টস

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কেউ কেউ হাওয়া থেকে পাওয়া খবর নিয়ে বিসিবির নতুন সভাপতি হিসেবে এর-ওর নাম লিখলেও আসলে ফারুক আহমেদই যে বিসিবির নতুন বিগ বস হবেন, তা নিশ্চিতই ছিল। শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়েছে।

জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও সাবেক প্রধান ফারুক আহমেদই দেশের ক্রিকেটের অভিভাবক হয়েছেন। তার কাঁধেই বর্তেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড পরিচালনার ভার। মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও সাবেক সেনাকর্তার বাইরে প্রথমবার কোনো জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ককে করা হলো দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্তা সংস্থার প্রধান।

এর আগে দুই সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার মাজহার তান্না আর সৈয়দ আশরাফুল হক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করলেও জাতীয় দলের কোনো ক্রিকেটার আগে বিসিবি সভাপতি হননি।

ফারুক আহমেদ হয়েছেন নতুন সভাপতি। তার সঙ্গে বোর্ডের নতুন পরিচালক হিসেবে এসেছেন নাজমুল আবেদিন ফাহিম। এই দুজন দেশের ক্রীড়া ফেডারেশনগুলোর অভিভাবক সংগঠন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অনুমোদিত বিসিবির গঠনতন্ত্র অনুযায়ীই সরাসরি বোর্ড পরিচালক হিসেবে এসেছেন। বিসিবির পরিচালক পর্ষদের দুই সদস্য জালাল ইউনুস আর আহমেদ সাজ্জাদুল আলম ববির জায়গায় নতুন বোর্ড পরিচালক হয়েছেন। গত বোর্ড পরিচালক পর্ষদ নির্বাচনের সময় বাকিরা যখন ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন, তখন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বিসিবি গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বিনা ভোটে বোর্ড পরিচালক হয়েছিলেন ববি ও জালাল। এনএসসি মনোনীত দুই পরিচালকের একজন ফারুক আহমেদ পরিচালকদের ভোটে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু অপর নতুন পরিচালক নাজমুল আবেদিন ফাহিম শুধুই পরিচালক থেকে গেছেন। ফাহিম কী হবেন? তাকে কোথায় বসানো হবে? তা নিয়ে চলছে জল্পনা-কল্পনা।

ক্রিকেট পাড়ায় নানা গুঞ্জন। ফাহিমকে কি ক্রিকেট অপারেশন কমিটির চেয়ারম্যান পদে বসানো হবে? এতকাল জালাল ইউনুস ছিলেন বিসিবির ক্রিকেট অপারেশন কমিটি চেয়ারম্যান। এখন যেহেতু জালাল ইউনুস বোর্ডে নেই, তাই ওই পদটিও শূন্য হয়ে গেছে। এখন সেই শূন্য পদে একজন নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ জরুরি।

আর সবচেয়ে বড় কথা ক্রিকেট অপস হলো জাতীয় দল পরিচালনা, পরিচর্যা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকা স্ট্যান্ডিং কমিটি। জাতীয় দল পরিচালনার জন্য সেই কমিটি প্রধান থাকা অতি জরুরি। তাই জালাল ইউনুসের বদলে ক্রিকেট অপসের নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ দিতে হবে দ্রুতই। এখন দেখার বিষয়, কে হবেন ক্রিকেট অপসের নতুন চেয়ারম্যান। অনেকেরই ধারণা, যেহেতু ক্রিকেট অপস চেয়ারম্যানের পদটি শূন্য এবং নাজমুল আবেদিন ফাহিমের ক্রিকেটজ্ঞান প্রচুর। নিজে একজন দক্ষ ক্রিকেট প্রশিক্ষক, বিশ্লেষক এবং টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার, দীর্ঘদিন বিকেএসপির প্রধান কোচ ও চিফ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজারের দায়িত্ব পালন করেছেন; সব মিলে বিসিবির নতুন ক্রিকেট অপস চেয়ারম্যান হওয়ার তিনি একজন যোগ্য দাবিদার। তবে এখন পর্যন্ত খবর, বিসিবির নতুন সভাপতি ফারুক আহমেদ এখনই ক্রিকেট অপস চেয়ারম্যান নিয়োগ নিয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি। জানা গেছে, আজ বৃহস্পতিবার পড়ন্ত বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শেরে বাংলায় বোর্ড কার্যালয়ে কজন পরিচালককে নিয়ে মিটিং করেছেন বিসিবি সভাপতি।

এরপর ৪৫ পৃষ্ঠায়

চ্যানেল খুললেন রোনালদো

আজকাল স্পোর্টস

নিজের নামে ইউটিউব চ্যানেল খুলছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। গতকাল বুধবার ইউআর ডট ক্রিশ্চিয়ানো নামের একটি চ্যানেলের উদ্বোধন করেন পর্তুগালের এই তারকা ফুটবলার। ইউটিউব প্লাটফর্মে অনেক তারকাই চ্যানেল খুলে থাকেন। তারই ধারাবাহিকতায় এই উদ্যোগ নিলেন রোনালদোও। বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রোনালদোর ফলোয়ার সবচেয়ে বেশি। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক মাধ্যমে ৯১৭ মিলিয়ন অনুসারী আছে তার। নতুন করে ইউটিউব চ্যানেল খোলার কারণে আরও অনুসারী বাড়বে ৫ বারের ব্যালন ডি'অর জয়ী এই তারকার। চ্যানেলটিতে ফুটবল সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করবেন রোনালদো। এছাড়া পরিবার, ভালো থাকা, প্রস্তুতিমূলক বিভিন্ন বিষয়াবলী এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ও থাকবে। এর জন্য দীর্ঘমেয়াদে কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন আল নাসর তারকা। চ্যানেলটি নিয়ে রোনালদো বলেন, 'অবশেষে এটিকে বাস্তব করার সুযোগ হয়েছে আমাদের। আমি সবসময় সোশ্যাল মিডিয়াতে ভক্তদের সঙ্গে এত শক্তিশালী সম্পর্ক উপভোগ করেছি এবং ইউটিউব চ্যানেল এটি করার জন্য আরও বড় প্ল্যাটফর্ম দেবে। তারা আমার সম্পর্কে, আমার পরিবার সম্পর্কে এবং বিভিন্ন বিষয়ে আমার মতামত সম্পর্কে আরও জানবে। এছাড়াও আমি অতিথিদের সঙ্গে কথোপকথন ভাগ করে নেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি। যা নিঃসন্দেহে মানুষকে অবাক করবে!' চ্যানেলটিতে ইতিমধ্যে ভিডিও পোস্ট করেছেন রোনালদো। প্রথম ভিডিওতে তিনি উয়েফা ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে করা সেরা গোল গুলো তুলে ধরেছেন। প্রায় দুই দশক ধরে শীর্ষ পর্যায়ের ফুটবল খেলে যাচ্ছেন রোনালদো। বর্তমান ফুটবল বিশ্বের অন্যতম সেরা এই তারকা সৌদি প্রো লিগে খেলছেন আল নাসরের অধিনায়ক হিসেবে। নেতৃত্ব দিচ্ছেন পর্তুগাল ফুটবলকেও। ক্লাব ক্যারিয়ারে অনেক দামি ক্লাবে ছিলেন রোনালদো। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড দিয়ে শুরু করে খেলেছেন রিয়াল মাদ্রিদ ও জুভেন্টাসের মতো ক্লাবে। জিতেছেন ৩৩টি ট্রফি, সঙ্গে ৫টি করে উয়েফা চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা ও ব্যালন ডি'অর।

ভিলার সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি মার্টিনেজের

আজকাল স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব অ্যাস্টন ভিলার সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করেছেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। নতুন চুক্তি অনুসারে, ২০২৯ সাল পর্যন্ত ভিলা পার্কে থাকবেন তিনি। ২০২০ সালে আর্সেনাল থেকে ১৭ মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়ে ভিলায় যোগ দিয়েছিলেন মার্টিনেজ। এখন পর্যন্ত ক্লাবটির হয়ে ১৫০ ম্যাচ খেলেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী এই গোলরক্ষক।

প্রিমিয়ার লিগে গেল মৌসুমে ৩৪ ম্যাচে ভিলার হয়ে ৯টি ক্লিন শিট দিয়েছিলেন মার্টিনেজ। এই মৌসুমে উনাই এমেরির দল চতুর্থ স্থানে থেকে প্রিমিয়ার লিগ শেষ করে। ফলে ২০২৪-২০২৫ মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার সুযোগ পেয়ে যায় তারা। প্রায় ৪০ বছর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে যাচ্ছে ভিলা।

সর্বশেষ কোপা আমেরিকায় আর্জেন্টিনার হয়ে ৬ ম্যাচের ৬টিতেই খেলেছেন মার্টিনেজ। এই আসরে কোপার ইতিহাসের সর্বোচ্চ ১৬ বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয় আর্জেন্টিনা।

ক্লাব ও জাতীয় দল, দুটিতেই দুর্দান্ত খেলছেন মার্টিনেজ। যে কারণে তাকে সহজে ছাড়তে চাইবে না ভিলা। এরমধ্যে দীর্ঘমেয়াদি একটি চুক্তিও সেরে নিলো তারা।

ফারুক ভাইকে সময় দিতে হবে, উনি জাদুর ছড়ি নিয়ে আসেননি: হাবিবুল

আজকাল স্পোর্টস

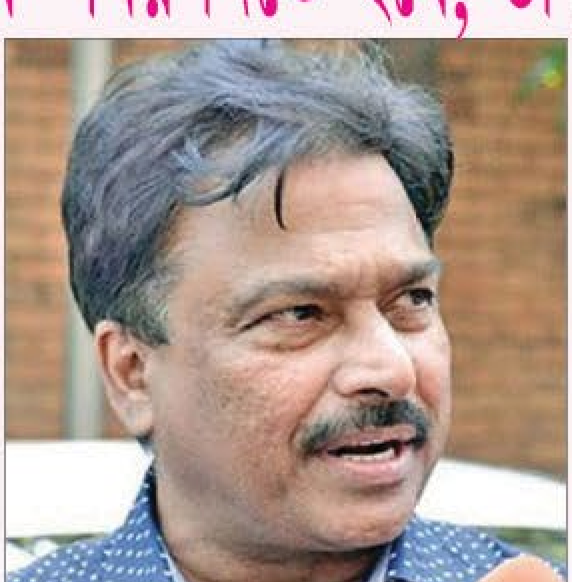

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ১৫তম সভাপতি হয়েছেন ফারুক আহমেদ। বাংলাদেশের সাবেক এই অধিনায়ক দুই মেয়াদে প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বুধবার দায়িত্ব নেওয়ার পর সিস্টেম বদলে নতুন কিছু করার অঙ্গীকার করেছেন ফারুক। তার কাজের ফল পেতে তাকে সময় দিতে হবে বলে মনে করেন আরেক সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমন।

দ্বিতীয় মেয়াদে ফারুক প্রধান নির্বাচক থাকাকালে প্যানেলে হাবিবুলও ছিলেন। সাবেক এই অধিনায়ক বিশ্বাস করেন ফারুকের মাধ্যমে দেশের ক্রিকেটকে অনেকখানিই বদলে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু তার জন্য তাকে সময় দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে হাবিবুল, 'আমাদের কিন্তু উনাকে একটু সময় দেওয়া উচিত। ফারুক ভাই নিশ্চয়ই জাদুর ছড়ি নিয়ে আসেননি যে আসা মাত্রই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমরা যদি তাকে একটু সময় দেই, একটু সহায়তা করি, তাহলে অনেক কিছুই ঠিক হয়ে যাবে।'

গত বৃহস্পতিবার মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ফারুককে নিয়ে কথা বলেন হাবিবুল। বিসিবির নারী বিভাগের এই হেড অব অপারেশনস আরও বলেছেন, 'ফারুক ভাইয়ের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে, তিনি ভেতর-বাহির দুটিই জানেন। ক্রিকেটটা খেলেছেন। নির্বাচক হিসেবে কাজ করেছেন। বোর্ডের সঙ্গেও কাজ করেছেন। পরে অনেক কিছু দেখেছেন। তিনি ভেতর-বাহিরের সবকিছু জানেন। এটা অনেক বড় সুবিধা।'

হাবিবুল মনে করেন বোর্ডের সভাপতি হিসেবে ফারুক নির্বাচিত হওয়াটা ক্রিকেটাঙ্গনের জন্যই স্বস্তির, 'আমরা একসঙ্গে অনেক দিন কাজ করেছি। উনি জানেন আমাদের কাজের পরিধি কেমন ও কে কীভাবে কাজ করতে চায়। উনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন, যে যার কাজটাই করা উচিত। এটা আমাদের সবার জন্যই স্বস্তির। আমরা কে কোথায় কাজ করতে পারি, এসব তিনি বেশ ভালোভাবেই জানেন।'

সংখ্যালঘু নির্যাতনকারীদের শাস্তির দাবিতে নিউইয়র্কে কয়েকটি সমাবেশ

৩ পৃষ্ঠার পর

এখানে বক্তব্য রাখেন আয়োজক সংগঠনের চেয়ারম্যান প্রভাত দাস, মানবাধিকার সংগঠক দীলিপ নাথ, 'বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের' সভাপতি নবেন্দু বিকাশ দত্ত, অজন সরকার, দীনেশ চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। সমাবেশে বক্তরা বলেন, দুর্বৃত্তরা এখনও তৎপরতা চালাচ্ছে। কিন্তু জাতিসংঘের তদন্ত দলকে বারবার বলা হচ্ছে ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সংঘটিত সহিংসতার তদন্ত করতে। এসময়ের সব হত্যাকান্ড, লুটতরাজ ও ভাঙচুরসহ সহিংসতার জড়িতদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। এর আগে গত ১৬ আগষ্ট জ্যামাইকার ১৭৯ স্ট্রীট থেকে ১৭০ স্ট্রীট পর্যন্ত বেশ কয়েকটি হিন্দু মন্দিরের ভক্তরা বিক্ষোভ র‍্যালি করে। এখানে বক্তব্য রাখেন অজন সরকার,উমেশ পাল,দীনেশ মজুমদার প্রমুখ।

এখানে বক্তরা অভিযোগ করেন, সারা দেশে প্রায় ৫০ জেলায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা করা হয়। ওরা হিন্দু বাড়িতে আক্রমণ করে। মালামাল লুট করে। মন্দির ভাঙচুর করে। বক্তরা আরও বলেন,যখনই কোন নির্বাচনে সরকার পরিবর্তন হয় কিংবা অন্য কোন কারণে সরকার উচ্ছেদ হয়, তখনই ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বর্বরতার শিকার হয়, দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়।"

'ইউনাইটেড হিন্দুজ ইন ইউএস'র উদ্যোগে বড় ধরনের আরেকটি সমাবেশ হয় ৯ আগস্ট শুক্রবার জাতিসংঘ সদর দফতরের সামনে এবং টাইমস স্কোয়ারে। এই সমাবেশ থেকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে হামলা কারিদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানানো হয়। জাতিসংঘ সদর দফতরের সামনে এবং টাইমস স্কোয়ারে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাম দাশ ঘরামীর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য, ডা. প্রভাত দাস,শিতাংশু গুহ, সদানন্দ হালদার, আশীষ ভৌমিক, প্রদীপ মালাকার, দীলিপ নাথ, অজন সরকার,নবেন্দু বিকাশ দত্ত,সুশীল সাহা,সুশীল সিনহা প্রমুখ। রামদাস ঘরামি ঘোষণা দেন, ইতিমধ্যেই আমরা ন্যায় বিচার চেয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবরে স্মারকলিপি দিয়েছি। শীঘ্রই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হোয়াইট হাউজ এবং কংগ্রেসে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে। অন্যান্য বক্তরা বলেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতকদের বিচারে সোপর্দ না করা পর্যন্ত আমাদেরকে সোচ্চার থাকতে হবে। ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু যাদুঘর ভস্মীভূতের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলার ঘৃণ্য প্রয়াস চালানো হয়েছে। একইসাথে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি-ঘরে হামলা, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশকে সংখ্যালঘুহীন করার জঘন্য একটি ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে।

সমাবেশ গুলোতে-জাস্টিস জাস্টিস-উই ওয়ান্ট জাস্টিস, জাস্টিস ফর বাংলাদেশী হিন্দুজ, স্টপ কিলিং হিন্দু ইন

বাংলাদেশ,পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-তোমার আমার ঠিকানা,তুমি কে আমি কে বাঙালি বাঙালি, মন্দির ভাঙলো কেন জবাব চাই, ইত্যাদি স্লোগান দেয়া হয়। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা বন্ধে স্থায়ী সমাধান চেয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র। গত ১২ আগস্ট সোমবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা হচ্ছে। কিন্তু এই হামলা বন্ধে কোনো সরকারই কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক বিষ্ণু গোপ। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক নবেন্দু বিকাশ দত্ত, সাধারণ সম্পাদক ড. দ্বিজেন ভট্টাচার্য, সদস্য সচিব চন্দন সেনগুপ্ত, সিনিয়র পলিসি এনালিস্ট, সাংবাদিক ও কলাম লেখক শীতাংশু গুহ প্রমুখ।

শাহ ফাউন্ডেশনের চতুর্থ রক্তদান কর্মসূচি সম্পন্ন

৩ পৃষ্ঠার পর

এম ফজলুল হক, সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের নবনির্বাচিত সভাপতি মইনুল ইসলাম, মঈনুজ্জামান চৌধুরী, শাহ ফাউন্ডেশনের কো-ফাউন্ডার অ্যান্ড ট্রাস্টি হেলেনে আরা চৌধুরী, জেবিবিএর সভাপতি গিয়াস আহমেদ, সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাপ্তাহিক পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক সন্ধান পত্রিকার সম্পাদক সজীবন কুমার , ভিবিসির আমেরিকা প্রতিনিধি কানু দত্ত, জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর প্রেসিডেন্ট শাকিল মিয়া, প্রধান উপদেষ্টা নিজামুল হক, জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলম নমি, লোটাইম মিডিয়ার প্রেসিডেন্ট আলমগীর খান আলম প্রমুখ। অ্যাসেম্বলিম্যান স্টিভেন রাগা বলেন, শাহ ফাউন্ডেশন দীর্ঘদিন থেকেই মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। আজকের রক্তদান কর্মসূচিও তার মধ্যে অন্যতম। তিনি আরো বলেন, মানুষের সেবা করার চেয়ে এই পৃথিবীতে ভালো কাজ নেই। ঠিক সেই কাজটিই করে যাচ্ছে শাহ ফাউন্ডেশন। তিনি বলেন, আমি প্রতিটি ভালো কাজের সঙ্গে থাকতে চাই। শাহ জে চৌধুরী বলেন, মানুষের কল্যাণে এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্যই শাহ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করি। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে বন্যার্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি, ভারতে বন্যার্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। নিউইয়র্কে শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। যতদিন বেঁচে আমি এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মানুষের পাশে থাকতে চাই। প্রসঙ্গত শাহ ফাউন্ডেশন নিউইয়র্কভিত্তিক একটি আর্তমানবতামূলক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নিউইয়র্ক, বাংলাদেশ, ভারতসহ বিশ্বের অসহায় মানুষের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে চতুর্থবারের মতো রক্তদান কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ কর্মসূচিতে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশাপাশি ভিনদেশিরাও এ রক্তদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া : ৩৭ এভিনিউ এবং ৬৩ স্ট্রিট উডসাইডে একজন কর্মজীবি মহিলার কাছে একটি এটিক রুম ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৯২৯-২৮২-৮৩৭৭, টেক্সট ৯১৭-৯৪৫-৮৭৬১
(০৮/১৬/২৩/১১)

বাসা ভাড়া : জ্যামাইকার ভালো লোকেশনে রুম ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন বাথরুম শেয়ার। স্বামী-স্ত্রী অথবা ব্যাচেলর। ফোন : ৬৪৬-৪০৯-৫৯০১, ৬৩১-৮০৫-৮৮০৯
(০৮/১৬/২৩/১৩)

বাসা ভাড়া : জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্র ৭৪ স্ট্রিট ও ৩৫ এভিনিউয়ে একটি মাস্টার বেডরুম ১ সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া হবে।
ফোন : ৩৪৭-৩৪৩-২২৪৩
(০৮/১৬/২৩/১৯)

বাসা ভাড়া : জ্যামাইকাতে ১ সেপ্টেম্বর থেকে সম্পূর্ণ নতুন বাড়িতে ৩ বেডরুম, ২বাথরুম, লিভিংরুম, ডাইনিং ও কিচেনের বাসা ফ্যামিলির কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ফোন : ৭১৮-৭৮৫-৭৫৬৩
(০৮/০৯/১৬)-০১

বাড়ি ভাড়া : ২০০-০৩, ১০৯ এভিনিউ সেন্ট আলবানস, নিউইয়র্ক-এ ২য় তলায় ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম; এটিক ২ বেডরুম, ১ বাথরুম এবং বেসমেন্টে ২ বেডরুম, ১ বাথরুমের ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। সম্পূর্ণ নতুন এবং খালি বাসা।
ফোন : ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, ৬৩১-৯২২-১৫১২ (০৮/১৬/০০/১৮)

বাসা ভাড়া : ইস্ট এল্মহার্স্ট ২৫ এভিনিউ ও ৯৭ স্ট্রিটে ৪ বেডরুম, ২ ফুল বাথরুমের একটি ফ্যামিলি বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস লাইব্রেরী হাটা দূরত্বে।
ফোন : ৩৪৭-৮২০-৪৯৩৩
(০৮/০২/০৯)-০২

বেসমেন্ট ভাড়া : কুইন্স ভিলেজে ২১৮ প্লেস ও ৯২ এভিনিউতে দুই রুমের একটি বেজমেন্ট ২ জনের কাছে সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া হবে।
ফোন : ৩৪৭-৫৫৩-৬১২৭
(০৮/০৯/০০)-০৭

বাসা ভাড়া : জ্যামাইকার হিলসাইডে এফ ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে ১৬৪ স্ট্রিট ও হাইল্যান্ড এভিনিউ'র কর্ণারে আগামী সেপ্টেম্বর থেকে এক বেডরুম, লিভিংরুম, ডাইনিং ও কিচেনসহ বাসা ভাড়া হবে।
ফোন : 646-784-8126, (347-493-0138 What's app)
(০৮/০২/০০)-০৯

বাসা ভাড়া : ইস্ট এল্মহার্স্ট-এ ২৫ এভিনিউ ও ৯৭ স্ট্রিটে ৪ বেডরুমের একটি ফ্যামিলি বাসা ভাড়া হবে। স্কুল, মসজিদ, লাইব্রেরী ও বাস স্টপ হাটা দূরত্বে।
ফোন : ৩৪৭-৮২০-৪৯০০
(০৭/২৬/০০)-২

বাড়ি ভাড়া : বাড়ি ভাড়া হবে। ব্রঙ্কসে ৩ বেডরুম ভাড়া ৩০০০ ডলার, ২ বেডরুম ভাড়া ২৪০০ ডলার; লং আইল্যান্ডে ১ বেডরুম বেসমেন্ট ভাড়া ১৬০০ ডলার; জ্যামাইকার ৩ বেডরুম ডুপ্লেক্স, ভাড়া ৩৫০০ ডলার, স্টুডিও ভাড়া ১৪০০ ডলার। আমরা CityPHEPS, Section-8 সহ সব প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। বাড়ি ভাড়া দেয়া-নেয়ার জন্য আজই কল করুন। ফোন : ৩৪৭-৪৬৫-৩২২০, কামরুজ্জামান বাচ্চু, আইল্যান্ড অ্যাডভানটেজ রিয়েলটি।
(০৮/১৬/২৩/২২)

বেসমেন্ট ভাড়া : উডহ্যাভেনে ৮৫ স্ট্রিটে জে ট্রেনের কাছে বেসমেন্টে একটি রুম একজন অধুমপায়ী কর্মজীবি পুরুষ অথবা ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন : ৬৪৬-৫১৭-৫২৯৫
(০৮/১৬/২৩/০৩)

বেসমেন্ট ভাড়া : জ্যামাইকা ১১১-২৮ ১৫৯ স্ট্রিটে দুইটা আলাদা বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ১ টা এখন থেকেই ১ বা দুই জনের কাছে ভাড়া হবে। অন্যটা ১ সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া হবে। ১ বেড, ১ লিভিং, নিজ কিচেন ও আলাদা বাথরুম। নতুন বাড়ি। একই ব্লকে হালাল সুপারমার্কেট। ২৪ ঘন্টা পার্কিং সুবিধা। সবকিছু সহ ভাড়া যথাক্রমে ১৪০০ ডলার ও ১৫৫০ ডলার।
ফোন : masud ৯২৯৩৫৫১৪৬১
(০৮/১৬/০০/০৫)

বাসা ভাড়া/ বেসমেন্ট ভাড়া : জ্যামাইকার সেন্ট অ্যালবানসে Farmers Blvd এর পাশে Walk In বেসমেন্ট ১ বেডরুম,লিভিং রুম,আলাদা বাথ কিচেন সহ ছোট ফ্যামিলির কাছে সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। Q83,Q3 বাসস্টপ ১ ব্লকের মধ্যে। মসজিদ ৫ মিনিট হাঁটার দূরত্বে এবং ২ মিনিট দূরত্বে সুপার মার্কেট। ভাড়া ১৪০০।
ফোন: ৬৪৬-৪৩৬-২৭৭৮, ৩৪৭-২০৬-৭৯৭৩ (০৮/১৬/০০/০৭)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া : ৯৪-১৮ ১৩০ স্ট্রিট সাউথ রিচমন্ড এলাকায় সেমিবেজমেন্টে ১ বেডরুম ,লিভিং, ফুল বাথরুম, আলাদা কিচেনসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন : ৬৪৬-২০৬-৯১৩১
(০৮/০২/০০)-১৫

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া : ১৭২ স্ট্রিট হিলসাইড, জ্যামাইকায় ১ সেপ্টেম্বর থেকে সেমিবেসমেন্টে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ফোন : ৩৪৭-৬৫৬-৩১৯৩, ৩৪৭-৭৪৪-০১৫২
(০৮/০২/০৯)-০১

এপার্টমেন্ট ভাড়া : ৩১০৪ ৯৯ স্ট্রিট এ দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট আগামী আগস্টের এক তারিখ থেকে ভাড়া হবে। ফোন: ৯১৭-২২৬-৩০৬৪, ৯১৭-৩৬৫-৪৯৯৮
(০৭/১৯/২৬)-০২

বাসা ভাড়া : কুইন্স ভিলেজে ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য মুসলিম ছোট পরিবারের কাছে দোতলায় দুইটিরুম ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে।
ফোন : ৯৩৪-৪৪৪-৬৪৬১
(০৮/২৩/০০/০৪)

বাসা ভাড়া : ব্রঙ্কসের পার্কসেস্টারে একটি রুম ১/২ জনের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ, সাবওয়ে গ্রোসারি ১/২ ব্লকের মধ্যেই। ফোন : ৯২৯-৪৯৪-৬৩৩৮, ৯২৯-৪১৮-৮৭৫০
(০৮/১৬/২৩/০১)

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া : জ্যামাইকার প্রাইভেট হাউসের নিরিবিলি পরিবেশে নতুন ফার্নিচারসহ একটি বড় রুম বয়স্ক স্বামী-স্ত্রী অথবা বয়স্ক একজন চাকুরীজীবির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। এছাড়া বেজমেন্টে ২ বেডরুম, ১ বাথরুম দুইজন চাকরীজীবির কাছে ভাড়া দেয়া হবে। এফ, ই, জে ট্রেন ও সব ধরনের বাস ১০ মিনিটের পথ।
ফোন : ৩৪৭-৯৬৯-৬৬৯১
(০৮/১৬/২৩/১৪)

রুম ভাড়া : জ্যাকসন হাইটসের কাছে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর থেকে একজন নম্র, ভদ্র , পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, অধুমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলরের কাছে ১ টি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৫১৬-৩১৫-৯৭০২
(০৮/১৬/২৩/০৮)

রুম ভাড়া : ৬৪-০৫ উডসাইড এভিনিউয়ে সেকেন্ড ফ্লোরে একটি মাস্টার বেডরুম, বাথরুম ও ফ্রিজসহ আগামী অক্টোবর থেকে বাসা ভাড়া দেয়া হবে। একজন বা দুইজন মুসলিম কর্মজীবি নারী বা স্বামী স্ত্রী । ৭ ট্রেন কাছেই।
ফোন : ৬৪৬-৫৯৫-৬৮৫৯
(০৮/১৬/২৩/২০)

রুম ভাড়া : এস্টোরিয়ায় ৩৬ এভিনিউ ও ৩০ স্ট্রিটে ফ্যামিলি বাসায় একরুম ভাড়া হবে। স্বামী/স্ত্রী বা মা/মেয়ে, ২ জন। ভাড়া ১৫০০ ডলার। ফোন : ৯২৯-৬৬৫-৫৩২৬, ৯১৪-৬৭০-১২৪১
(০৮/১৬/২৩/০২)

রুম ভাড়া : জ্যামাইকা সেন্টার থেকে বাসে ৫ মিনিট দূরত্বে পরিবারের সঙ্গে সব সুবিধাসহ ফুল ফার্নিশড এক রুম এক জনের নিকট ভাড়া হবে।
ফোন : ৬৪৬-৬৫১-৬৪৮৭
(০৮/০৯/১৬)-০৩

রুম ভাড়া : উডসাইডে ৩৪৪৬ ৬০ স্ট্রিটে ব্রডওয়ে ও ৩৭ এভিনিউয়ের মাঝে প্রাইভেট হাউজে আগস্ট-সেপ্টেম্বর থেকে একরুম ভাড়া হবে। শুধুমাত্র দুই জন থাকা যাবে। স্বামী স্ত্রী অগ্রাধিকার। রুম দেখার পর ভাড়া আলোচনা করা হবে। ফোন : ৯২৯-২৩৫-৫২৯২, ৬৪৬-৪৯৬-৮৭১৩

বাড়ি বিক্রি

বাড়ি বিক্রি : কুইন্সের জ্যামাইকায় ১ ফ্যামিলি ব্রিকস, ৪ বেডরুম, ৩ বাথরুম ড্রাইভওয়ে ব্যাকইয়ার্ড, বেসমেন্টসহ বাড়ি বিক্রি হবে। ৭২৯,০০০ ডলার। উডসাইড, করোনা, ওজোন পার্ক ইস্ট এলমহার্স্টে ২ ফ্যামিলি এবং ব্যাংকের ১৫০+ বাড়ি বিক্রি হবে। বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আজই কল করুন। ফোন : ৩৪৭-৪৬৫-৩২২০, কামরুজ্জামান বাচ্চু, আইল্যান্ড অ্যাডভানটেজ রিয়েলটি।
(০৮/১৬/২৩/২১)

গাড়ি ভাড়া/বিক্রি

উবার/লিফট : উবার/ লিফট গাড়ি ভাড়া দেয়া হবে। জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে।
ফোন : ৬৪৬-৬৮৪-৬৮৭৫
(০৮/২৩/০০/১১)

টিএলসি ভাড়া : টয়োটা ক্যামরি রেজি টিএলসি গাড়ি ভাড়া হবে। টিপটপ গাড়ি, সুলভ মূল্যে ভাড়া হবে।
ফোন : ৭১৮-৫৫৯-৭১৪৩
(০৮/২৩/০০/০৮)

গাড়ি বিক্রি : টয়োটা RAV-4, 2016 গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি খুবই ভালো, টিপটপ কন্ডিশন।
ফোন : ৭১৮-২৪৯-৯৫২৫
(০৮/১৬/২৩/১৬)

গাড়ি ভাড়া : ইয়েলো ক্যাবে দিনের শিফটের জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার আবশ্যক। ফোর্ড ট্রানজিট-২০২০, হুইল চেয়ার গাড়ি। জ্যাকসন হাইটসের কাছে উডসাইড, সানিসাইড এলাকা।
ফোন : ৯২৯-৭০৮-৭৫৮৪
(০৮/২৩/৩০/০৬)

গাড়ি ভাড়া : টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড, ৪৫ হাজার মাইল। ভালো কন্ডিশন।
ফোন : ৭১৮-২৪৯-৯৫২৫
(০৮/১৬/২৩/১৭)

ইয়েলো ক্যাব : Rav-4, 2023 হাইব্রিড, ইয়েলো ক্যাব ভাড়া হবে।
ফোন : ৬৪৬-২৫৫-৬৫১৪
(০৮/০২/০০)-০৬

গাড়ি ভাড়া : উবার লিফটের জন্য রেজি TLC Plate সহ Honda CRV 2023 Hybride গাড়ি ভাড়া দেয়া হবে। ভালো ড্রাইভিং রেকর্ড আবশ্যক।
ফোন : ৯২৯-৭৫৫-২৭০৭
(০৮/০২/০৯)-০৩

গাড়ি ভাড়া/বিক্রি : টিএলসি গাড়ি বিক্রি ও ভাড়া হবে। KIA NIRO EV-2020 গাড়ি বিক্রি বা ভাড়া হবে। এছাড়া HONDA CRV-2017 ভাড়া হবে। NISSAN LEAF 2020 EV বিক্রি হবে। ফোন : ৬৪৬-৭২৪-৮৩৪
(০৭/২৬/০২)-৩

সিজনাল পারমিট

সিজনাল পারমিট ভাড়া : একটি নিউইয়র্ক সিটি ওয়াইড সিজনাল পারমিট ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন : ৩৪৭-৯৩৫-১৭০৫
(০৮/১৬/২৩/১২)

পাত্র চাই

পাত্র চাই : পরিবারের সাথে বসবাসরত ইউএস সিটিজেন, নিউইয়র্ক সিটিতে কর্মরত ৩২ বছর বয়সী ৫'-৪" উচ্চতার পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র আবশ্যক। ফোন ৯২৯-৩৪৬-৯৪৫৫, ৯২৯-৬১৫-৮৪৫৮
(০৮/২৩/৩০/০১)

পাত্র চাই : ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য সর্বোচ্চ ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা। যোগাযোগ: rbprinceton@yahoo.com
ফোন : ৭৩২-৮৪১-২৪৫২
(০৭/১২/১৯/২৬/০২)-১২

গান-গিটার শেখানো

গিটার, কিবোর্ড, পিয়ানো ও গান শেখানো হয় : সহজ-সরল-সাবলীল ভাবে অল্প সময়ের মধ্যে গান, গিটার কিবোর্ড ও পিয়ানো শেখানো হয়। বাসায় গিয়ে বা বাসায় এসেও শেখানো যাবে।
ফোন : ৯১৭-৫৮৭-৬৫৫৪
(০৬/২১//৮/২৩)-০৮

রুমমেট চাই

রুমমেট : জ্যাকসন হাইটসের ৭৩-১২, ৩৫ এভিনিউতে অভিসত্ত্বর একজন পুরুষ, অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক।
ফোন : জামান- ৯১৭-৬০০-১৬৫৩
(০৮/২৩/৩০/১০)

রুমমেট : ম্যানহাটনের নিকটে ব্রঙ্কসের অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে লাক্সারি এপার্টমেন্টে একটি রুম দুইজন কর্মজীবি পুরুষের কাছে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া দেয়া হবে। সম্পূর্ণ নতুন বাসা, সাবওয়ের কাছেই। ফোন : ৩৪৭-৮২৭-৮৯৬৫
(০৮/১৬/২৩/০৬)

রুমমেটে : জ্যাকসন হাইটস এলাকায় নিরিবিলি পরিবেশে রুমমেট আবশ্যক। ফোন : ৬৪৬-৫১৫-২০৯৪
(০৮/১৬/০০/০০)

রুমমেট : ২১-৪৩-২৭ এস্টোরিয়ায় ডিটমার্স সাবওয়ের নিকটে বাসায় একজন ব্যাচেলর রুমমেট আবশ্যক। এন ও ডব্লিউ ট্রেন কাছেই। ফোন : ৩৪৭-৮৫২-৬৮৩৬
(০৮/০২/০০)-০৭

Construction Work

Bloomberg Construction Co. Inc.
Jackson hits NY-11377

* Pointing, Roofing
* Water Proofing
* Lintel Replacement
* Masonry, Concrete
* Side Walk, Driveway
* Painting
* Carpentry
* Electric
* Plumbing
* Finish Basement

– Call Mohammed –
718-478-7000, 347-652-9500

Carpet World
উত্তর আমেরিকায় কার্পেটের একমাত্র বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

Free Shop at Home Service
আপনি কি সুলভমূল্যে কার্পেট কেনার কথা ভাবছেন?
তাহলে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

69-01A Northern Blvd, Woodside, NY 11377
Email: carpetdeco@yahoo.com, www.carpetdeco.com
Tel : 718.429.1920 Fax : 718.429.3739

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE: 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

পাত্রী চাই

৫৫ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। ঘটক বা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
৮৫০-৮৬৬-৯০১২

পাত্র চাই

২৩ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। শুধুমাত্র আমেরিকাতে বসবাসরত পাত্ররা যোগাযোগ করুন।
৯১৭-৩১২-৬৯৪৩

BRIDE WANTED

Looking for a bride who was born in USA, at least bachelor degree. Must be Namazi and wears Hijab.
Groom was born NYC, Age-28 years, 6 feet height, very polite, gentle, Prays five times a day. PhD on Pharmacy. Working as Associated Scientific Director in a Pharmaceutical Lab. In NYC. Groom's parents from Bangladesh. Very small family.
Send bio-data at : akawsar28@yahoo.com.
Or text : **347-444-3965**
All information will be kept confidential

পাত্র চাই

বাংলাদেশে বসবাসরত ডাক্তার পাত্রীর জন্য আমেরিকায় বসবাসরত শিক্ষিত পাত্র চাই। পাত্রীর বয়স ২৪ বছর, উচ্চতা ৫ ফিট ৪ ইঞ্চি, উজ্জল শ্যামলা। পাত্রীর পরিবার আমেরিকায় সেটেল্ড। শুধু প্রকৃত আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
২১৫-৬০৭-০৫৮৮

কুরআন শিক্ষা

অনলাইনে কুরআন মাজীদ শেখার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়া বাচ্চাদের সরাসরি কোরআন মাজীদ ও বাংলা শিক্ষা দেয়া হয়।
* ফ্রি ট্রায়াল ক্লাসের সুযোগ * লাইভ টিচার
* সুবিধামতো টাইম ফিক্সড * ওয়ান টু ওয়ান ক্লাস
* তাজদীদ সহকারে পাঠদান * ক্লাস শেষে ভিডিও রেকর্ড

ফোন : 347-872-4577

TLC CAR FOR RENT OR SALE

TOYOTA PRIUS HYBRID
Rent $425/week.
SIENNA (WAV) WHEELCHAIR
Rent $375/week.
Phone : **917-250-2356**
Please text or Call for details
Hillside T&B Corp

আবশ্যক

লেডি হাউসকিপার : ক্লিনিং, লন্ড্রি করা, মাঝে মধ্যে রান্না করা, ঘরের অন্যান্য ইত্যাদি কাজের জন্য লেডি হাউসকিপার বা গৃহকর্মী আবশ্যক। ফোন বা ম্যাসেজ রাখুন- ৯২৯ ২৭৫ ২১৩৬
(০৮/২৩/৩০/০২)

বেবিসিটার আবশ্যক : ছয়-সাত বছর বয়সী দুই শিশুকে দেখাশোনার জন্য ফুলটাইম বা লিভিং বেবিসিটার আবশ্যক। হার্টফোর্ড কানেকটিকাট। নিউইয়র্ক থেকে গাড়িতে দুই ঘন্টার দূরত্ব। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
ফোন : ৯১৭-৩৭৫-৪৯৬০
(০৮/১৬/২৩/০৯)

ন্যানি আবশ্যক : জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার সংলগ্ন আবাসিক এলাকায় দেড় বছর বয়সী বাচ্চা দেখাশোনার জন্য একজন ন্যানি আবশ্যক। সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত, সপ্তাহে ৫ দিন, বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
ফোন : ৪৬৯-৮৮৮-৩৮৫৮, ৪৬৯-৬০২-৩১০৬
(০৮/২৩/৩০/০৯)

মহিলা সহায়িকা আবশ্যক : জ্যামাইকার ১৬৮ স্ট্রিটে একজন বয়স্ক মহিলাকে রাতে দেখাশোনার জন্য একজন মধ্যবয়স্ক মহিলা সহায়িকা আবশ্যক।
ফোন : ৫১৮-৬২৮-২০০১
(০৮/১৬/০০/১০)

হেল্পিং হ্যান্ড আবশ্যক : অফিসের জন্য পার্ট টাইম মহিলা হেল্পিং হ্যান্ড আবশ্যক। ফোন রিসিভ করা ও ক্লায়েন্ট ফাইল মেইনটেন করতে হবে। সপ্তাহে তিন দিন 10 am-2 pm। উইকেন্ডেও কাজ করতে হবে।
ফোন : ৯১৭-৬৬৭-২০১১
(০৮/১৬/০০/১৫)

বেবিসিটার আবশ্যক : ভার্জিনিয়ার ম্যানাসেসে একজন বেবি সিটার আবশ্যক। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার, ৯:৩০ থেকে ২:৩০ পর্যন্ত। আওয়ারলি পেমেন্ট করা হবে। ভার্জিনিয়ার লোকাল লোক হলে ভালো হয়।
ফোন : ৩৪৭-৩০২-৮০৩৫, ৯১৭-২২৫-১১৮২
(০৮/০৯/০০/০৪

পিজ্জাম্যান আবশ্যক : উডসাইডে অবস্থিত একটি পিজ্জা স্টোরে অভিজ্ঞ পিজ্জা ম্যান আবশ্যক। ইংরেজি জানতে হবে।
ফোন : ৬৪৬-২০৬-৯১৩১
০৮/০৯/১৬/০৮

লোক আবশ্যক : বিভিন্ন রকম ড্রয়িংয়ের জন্য Auto Cad (Draft Man) জানা লোক আবশ্যক। ফোন : ৬৪৬-২৬১-৩০৪০
(০৮/০২/০০)-০৪

হেল্পিং হ্যান্ড আবশ্যক

ব্রুকলিনের বুশউইকে ঘরের কাজে সাহায্যের জন্য একজন হেল্পিংহ্যান্ড আবশ্যক। ক্যাশ পেমেন্ট, প্রতিঘন্টায় ২০ ডলার দেয়া হবে।
৩৪৭-৩৩৬-০২৬৫

বেবিসিটার আবশ্যক

নিউজার্সির ওয়েস্ট প্যাটারসন এলাকায় কাজ করতে আগ্রহী একজন বেবিসিটার আবশ্যক। সোমবার থেকে শুক্রবার, সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। অন্য স্টেটের হলে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।
৯৭৩-৩৪২-৮২৪২

পাত্র ও পাত্রী আবশ্যক

সপরিবারে নিউইয়র্ক এ স্থায়ীভাবে বসবাসরত আইটি প্রফেশনাল পিতার আমেরিকায় জন্ম পুত্র (২৮+) কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, IBM এর software developer এবং কন্যা (২৫) গভঃ সেক্টরে কম্পিউটার এনালজিস্ট হিসেবে কর্মরত (১০০% রিমোট) উভয়ের জন্য মুসলিম, ভদ্র পাত্রী/পাত্র আবশ্যক।
Send Bio Data : ksthreens@gmail.com
347-814-5204

বেসমেন্ট ভাড়া

লং আইল্যান্ডের অভিজাত এলাকা লিন ব্রোকে নতুন ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। জ্যামাইকা ১৬৯ স্ট্রিট ও জেএফকে থেকে ১০ মিনিটের দূরত্ব। LI ট্রেন থেকে ২ মিনিটের দূরত্ব। জ্যাকসন হাইটস থেকে ২৫ মিনিটের দূরত্ব। ব্যাচেলর (২জন) অগ্রাধিকার।
- : যোগাযোগ : -
917-519-1151

লোক আবশ্যক

ব্রুকলিনে ফটোফ্রেমিং স্টোরে কাজের জন্য একজন ইংরেজি জানা লোক আবশ্যক। কাজ শিখিয়ে নেয়া হবে। বয়স ৪৫ বছরের কম হতে হবে।
-যোগাযোগ (10am to 7pm)-
৬৪৬-২৮৭-৮২০৩

কনস্ট্রাকশন কাজ

আমরা কনস্ট্রাকশনের নিম্নবর্ণিত কাজ করে থাকি।
* CPM Scheduling (Baseline And Update)
* General Shop Drawing
* Site safety Plan * As-built Drawing
* Estimating and Quantity take off
* Pipe Scaffolding, Side walk shed permit
* CD-5 jobs filling
* One family to 2 family conversions

Engr. Saiful Islam Khan
৬৪৬-২৬১-৩০৪০

দোকান ও বাড়ীর কনস্ট্রাকশন এর কাজ করা হয়

টাইলস, সিলিং, ক্যাশ কাউন্টার, ইলেক্ট্রিক, প্লাম্বিং, কেন্ডি রেক, বেসমেন্ট ফিক্সিং এবং দোকান ও বাড়ীর কনস্ট্রাকশনের কাজ করা হয়।

সাইন বোর্ড, লাইট বক্স, এলইডি, চ্যানেল লেটার, মেনু বোর্ড, ব্যানার, ফ্রন্ট, মিরর গ্লাস, এ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমিং ইত্যাদি কাজ করা হয়।

NOVA CONSTRUCTION & SIGN INC.
CONSTRUCTION &RAKA SIGN INC.
70-34 Broadway, Jackson Heights, NY 11372, Email: nrnova@yahoo.com
Tel: 646-920-7788

TLC Car 2020 Honda Accord for rent in excellent condition.

Please Contact:
9293658897

বাসা ভাড়া

নর্থদান ব্লুবার্ডের কারানাতে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে।

যোগাযোগ
917- 902-4851

গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক

ব্রুকলিনে প্রিন্টিং ষ্টোরে কাজের জন্য ২ জন অভিজ্ঞ গ্রাফিক্স ডিজাইনার দরকার।

যোগাযোগ:
646-934-4062 / 347-553-3467

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurrance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাকটার

হাইওয়ে **Individual**
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: **646-991-9653**

রুম ভাড়া

এলমাস্ট হাসপাতালের সামনে একটি এপার্টমেন্টে একটি বড় রুম ভাড়া হবে। বড় লিভিংরুম এবং কিচেন শেয়ার। শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য।

ঃ যোগাযোগ ঃ
+1 (347) 832-6930

ইমাম আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদে একজন অভিজ্ঞ ইমাম ও খতিব আবশ্যক

যোগাযোগ:
646-578-7802, 347-935-0293
917-623-2231, 917-428-9818

বাড়ি-জমি ফ্ল্যাট-প্লট ক্রয়/বিক্রয়

বসুন্ধরা, পূর্বাচল, উত্তরা, বনশ্রী, ঢাকার সকল এলাকাতে জায়গা, বাড়ি, প্লট, ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমেরিকা:
917 519 1151
বাংলাদেশ:
+88 0163 2003 872

বাসা ভাড়া

৬৫ প্লেস কুইন্স ব্লুবারর্ড উডসাইড ২য় তলায় ৩ বেডরুম, ১ বাথরুম, লিভিংরুম, রান্নাঘর, ৩টি বড় ক্লোজিট। জুন মাসের ১ তারিখ হতে ভাড়া দেয়া হবে। স্কুল, মসজিদ, গ্রোসারী, ট্রেন, বাস কির্ড ১৮, বাসার নিকটে।

যোগাযোগ
917- 496-3146

হাউজ কীপার আবশ্যক

ফ্যামিলি বাসায় (অনুর্ধ ৪০ বছরের ফিমেল) হাউস কীপার আবশ্যক। লেখাপড়া জানা থাকলে অফিস সহকারী হিসেবে পার্ট টাইম কাজও দেয়া হবে। বেতনঃ $15/Hour

যোগাযোগ: ৯১৭-৭২২-১৪০৫

For rent !!!

1 Bedroom, shared kitchen and bathroom. Good for students (for female only, sharing with another female) crosby Ave Bronx 10461 $900
2122036112

কেন NYCHA?

* উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম পাবলিক হাউজিং অথরিটি।
* সাশ্রয়ী মূল্যে আবাসন প্রদানের জন্য ১৯৩৫ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
* প্রতি ১৭জন নিউইয়র্কবাসীর মধ্যে ১জনের আবাসন।
* পাবলিক হাউজিং, চঅঈঐ প্রোগাম এবং সেকশন ৮ হাউজিং এর আওতায় ৫,২৮,১০৫ জন বাসিন্দাকে আবাসন দেয়া হচ্ছে।

আবেদন করতে সাহাজ্য প্রয়োজন?

ASHO প্রস্তুত আছে প্রতিটি ধাপে সাহায্য করার জন্য।

NY তে কার্যকর হতে যাচ্ছে সেকশন ৮ অনুযায়ী সাশ্রয়ী মূল্যে আবাসন।

সময়: সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা।

ঠিকানা: ৮৭৪১ ১৬৫ স্ট্রীট, জ্যামাইকা, NY ১১৪৩২

আবেদন ফি: ১০০ ডলার

সিটি অফিস কেন আমাদের নির্বাচন করেছে?

এক্সপার্ট গাইড: আবেদন প্রক্রিয়াটি সহজতর করতে এবং আবেদনকারী হিসাবে আপনি সক্ষম কিনা তা পর্যালোচনা করি।

বিস্তীর্ণ সহযোগিতা: বার্ষিক সার্টিফিকেশন এবং আবাসন পরিদর্শন সহ সকল প্রোগ্রামের প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতি নিশ্চিত করুন।

সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন: NYCHA ৮৫,০০০ ভাউচার উপলব্ধ সহ দেশের বৃহত্তম সেকশন ৮ প্রোগ্রাম পরিচালনা করে।

সহায়তার জন্য অফিস চলাকালীন আমাদের সাথে দেখা করুন।

বিস্তারিত জানতে : ৩৪৭ ৮৭৩-৯৯৬২

শাহাব উদ্দীন-এর কলাম শেখ মুজিব কেন সকলের জাতির পিতা হতে পারেন নি
১১ পৃষ্ঠায়

মাহমুদুর রহমান মান্না-এর কলাম শহীদ আবু সাঈদ এবং নতুন বাংলাদেশের প্রত্যাশা
০৬ পৃষ্ঠায়

মারুফ কামাল খান-এর কলাম হাসিনার পতন এবং অতঃপর
০৫ পৃষ্ঠায়

পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে আমেরিকায় বিক্ষোভ

আজকাল রিপোর্ট

আটলান্টায় প্রতিবাদ সমাবেশ

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে এক চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় উত্তাল পশ্চীমবঙ্গসহ গোটা ভারত। সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছে। ইতিমধ্যে দেশের শীর্ষ আদালত একাধিক নির্দেশিকাও দিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাতে থাকা পুলিশ বাহিনী নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ইতিমধ্যে আরজি করের দায়িত্ব নিয়েছেন কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী। গোটা পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হওয়ায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতার পদত্যাগের এখন একদফা দাবীতে অগ্নীগর্ভ পশ্চিমবঙ্গবাসী।

ভারতের সীমানা পেড়িয়ে আরজি করের ঘটনায় প্রতিবাদের ঢেউ আমেরিকায় গুরত্বপূর্ণ কিছু শহরেও এসে পড়েছে।

হাসপাতালে চিকিৎসকের মৃত্যুর প্রতিবাদে আমেরিকার কিছু শহরের রাত-পথ দখল করেছিলেন বঙ্গবাসী। আমেরিকার নিউইয়র্ক, বস্টন, আটলান্টা, সানফ্রানসিসকো, অস্টিনের কিছু শহর চিকিৎসক-হত্যার নিন্দায় সরব হয়েছিলেন ভারতীয়েরা। যাদের মধ্যে একটা বড় ছিল অংশ বাঙালি এবং চিকিৎসক। এমন কি এ-দেশেই জন্মেছেন, এমন নবীন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল। সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়ার ডাবলিনে, বস্টনের শহরতলি অ্যাশল্যান্ডে আশপাশের বহু শহরে, আটলান্টা শহর, ফিলাডেলফিয়া, নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে পশ্চীমবঙ্গেও মেয়েদের এরপর ৪৬ পৃষ্ঠায়

মাঙ্কি পক্স নিয়ে বিশ্বব্যাপী জরুরি অবস্থা জারি, উদ্বিগ্ন আমেরিকা

আজকাল রিপোর্ট

ইতিমধ্যেই রিপাবলিক অফ কঙ্গো এবং আফ্রিকা মহাদেশের একাধিক দেশে হানা দিয়েছে মাঙ্কি পক্স। জানা যাচ্ছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দ্রুত সংক্রমিত হতে পারে এই রোগ। যে হারে মাঙ্কি পক্সের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে ফের লক ডাউন জারি হতে পারে বলে আশঙ্কা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই ৯৯,১৭৬ জন আক্রান্ত হয়েছেন এই রোগে। তার মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ২০৮ জনের। এরপর ৪৬ পৃষ্ঠায়

বিদায়ী ভাষণে চোখে জল বাইডেনের, 'আমেরিকাকে সেরাটা দিয়েছি'

আজকাল রিপোর্ট

তার নিজের দলের অন্দরেই কয়েক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত তার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তবে গত কাল কন্যা অ্যাশলে বাইডেন যখন বাবাকে মঞ্চে ডাকলেন, দর্শক সারি থেকে শ্লোগান ছড়িয়ে পড়ল 'উই লাভ ইউ জো'। তখন আমেরিকার ৮১ বছরের এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে 'বৃহত্তর নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট'র আত্মপ্রকাশ

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে 'বৃহত্তর নোয়াখালী জাতিয়তাবাদী ফ্রন্ট যুক্তরাষ্ট্র' নামে একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটলো। গত রোববার এক বারবিকিউ পার্টির মধ্য দিয়ে ব্রুকলীনে প্রসপেক্ট পার্কে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

১১ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তার মধ্যে রয়েছেন সভাপতি মহিনউদ্দিন, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সালেহ আহমেদ মানিক, সাধারণ সম্পাদক-ওমর ফারুক এবং সাংগঠনিক সম্পাদক-মোর্শেদ আলম।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মহিন উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সদ্যবিলুপ্ত এরপর ৪১ পৃষ্ঠায়

খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকী পালন নিউইয়র্ক মহানগর উত্তরের

আজকাল রিপোর্ট

১৫ আগস্ট বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার ৭৯তম জন্মদিন উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষে ব্রঙ্কসের নিরব পার্টি হলে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সিনিয়র এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বনভোজন অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

উৎসব মুখর পরিবেশে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকার বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হলো। লং আইল্যান্ডের বেলমন্ট লেকস্টেট পার্কে গত ১৭ আগস্ট শনিবার এ বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রছাত্রীরা এ ধরনের আয়োজন করে থাকে। এতে কৃষিবিদ পরিবারের সদস্য ও আমন্ত্রিত অতিথিরা অংশ নেন। বনভোজনকে সফল করতে রেজাউল হক চৌধুরী মানিককে আহবায়ক ও প্রভাত বোসকে সদস্য সচিব করে একটি বনভোজন উদযাপন কমিটি করা এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

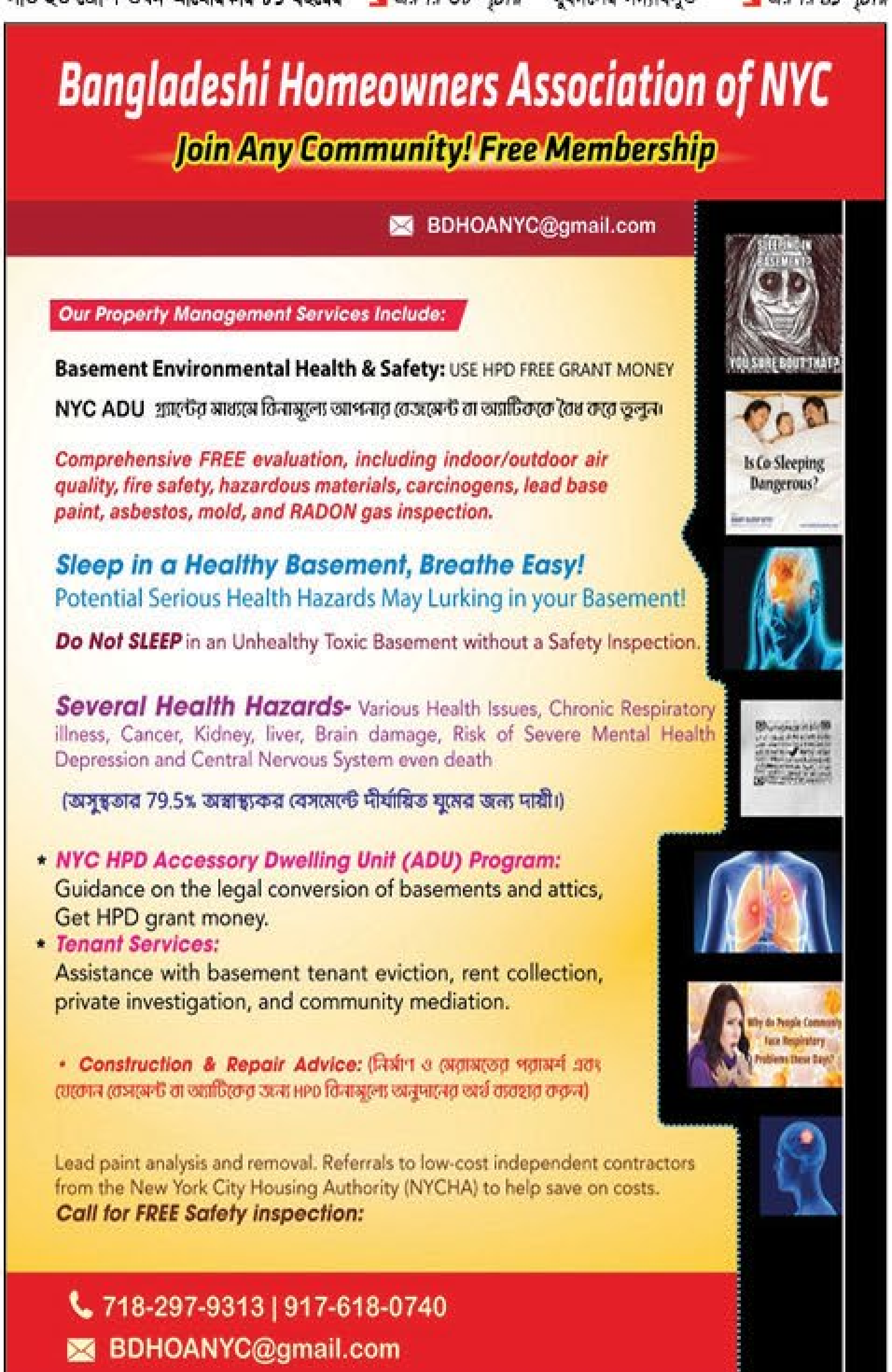

Marks Home Care

মার্কস্ হোম কেয়ার

MHC

আমরা নূতন গ্রাহক এবং
এজেন্সী ট্রান্সফার সাদরে গ্রহণ করছি।

We Welcome Agency Transfers and New Clients.

- প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেট ছাড়াই উপার্জনের সুযোগ।
- প্রিয়জনের সান্নিধ্যে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে প্রতি সপ্তাহে আকর্ষণীয় আয়ের নিশ্চয়তা

বিস্তারিত জানতে কল করুন

718-734-8777

E-mail : info@markshhc.com | www.markshhc.com

Bronx
1232 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
1514 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
2002 Mcgraw Ave, Bronx, NY 10462
721 E Tremont Ave, Bronx, NY 10457

Brooklyn
219 Church Ave, Brooklyn, NY 11218
1208 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208
1122 Coney Island Ave, Suite 220 (2nd Fl.), Brooklyn, NY 11230
1104 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208
6910 5th Ave (2nd Fl.), Brooklyn NY 11209
1061 Flatbush Ave, Brooklyn NY 11226

Hicksville
217 Bethpage Road, Hicksville, NY 11801

Binghamton
61 Washington Ave, Endicott, NY 13760

Queens
40-04 Junction Blvd, Corona, NY 11368
37-20 74th Street, Jackson Heights, NY 11372
148-37 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

Rochester
504 W Main St, Rochester, NY 14608

Manhattan
1791 Lexington Ave, New York, NY 10029
1267 St Nicholas Ave, New York, NY 10033

Buffalo
1049 Broadway St. Suite # 4, Buffalo, NY 14212
96 Grant St., Buffalo. NY 14213

সাপ্তাহিক আজকাল
The Weekly Ajkal | Vol.17, Issue 832 | 23 August 2024

সাহিত্য পাতায় মনিজা রহমান-এর গল্প আরেক শরৎশশী

>> ২৩ পাতায়

ঘোষণা করা হয়েছে তফসিল
বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন ২৭ অক্টোবর

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের আমব্রেলা সংগঠন হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ২৭ অক্টোবর রোববার। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে নিবর্বাচনের এই তারিখ ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে ঘোষণা করা হয় নির্বাচনের তফসিল। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী মনোয়নপত্র বিতরণ করা হবে ২৫ আগষ্ট, মনেনয়নপত্র জমা জমা নেয়া হবে ২ সেপ্টেম্বর, যাচাই-বাছাই ৩ সেপ্টেম্বর, প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ৪ সেপ্টেম্বর, প্রার্থিতা নিয়ে আপত্তি ও শুনানী ৫ সেপ্টেম্ব, মনোনয়ন প্রত্যাহার ৭ সেপ্টেম্বর এবং চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ৮ সেপ্টেম্বর।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশন এসএম জামাল আহমেদ জনি। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন নির্বাচন কমিশন সদস্য মোহাম্মদ এ হাকিম মিয়া, মোহাম্মদ আনোয়ার হুসেন, মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন ও আহবাব চৌধুরী।

সংগঠনটির মোট ১৮ হাজার ৬১৩ জন ভোটার পাঁচটি কেন্দ্রে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

নির্বাচনে ১৯ টি পদের জন্য নিম্নোক্ত এ্যাতে ফি ধার্য করা হয়েছে। সভাপতি ৫ হাজার ৫০০ ডলার, সিনিয়র সহ সভাপতি ৪ হাজার ৫০০ ডলার, সহ সভাপতি ৪ হাজার ডলার, সাধারণ সম্পাদক ৪ হাজার ২০০ ডলার, সহ-সাধারণ সম্পাদক ২ হাজার ৭০০ ডলার, অর্থ সম্পাদক ২ হাজার ৫০০ ডলার, সাংগঠনিক সম্পাদক ১ হাজার ৮০০ ডলার, দপ্তর সম্পাদক ১ হাজার ৫০০ ডলার এবং সদস্যদের মনোনয়ন ফি ১ হাজার ২০০ ডলার। নির্বাচনের দিন ভোট গ্রহণ চলবে সকাল ৯ টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। উল্লেখ্য, নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য এসএম জামাল আহমেদ জনিকে প্রধান নির্বাচন কমিশন করে ৭ সদস্য এরপর ৪১ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে নতুন সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট
উদ্বোধন করলেন মেয়র এডামস

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক থেকে আত্ম প্রকাশ করেছে নতুন বাংলা সাপ্তাহিক 'বাংলা পোস্ট'। গত ১৯ আগস্ট সোমবার লাগোর্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়ট হোটেলে এক জমকালো আয়োজনে বারী মিডিয়ার নতুন এ সাপ্তাহিকটির উদ্বোধন করেন নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, আজকালের সম্পাদক ও প্রকাশক শাহ নেওয়াজ, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রানু নেওয়াজ, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব গিয়াস আহমেদ, মঈন চৌধুরী, খলিলুর রহমান, তেরিপালাডিনি, মো এম মজুমদার, নাজমুল আহসান, এম এম শাহীন, প্রিন্স রায়হান, মশিউর রহমান, এবিএম মিজানুল হাসান, এরপর ৪১ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক তাকসিম খান আটকা পড়েছেন ঢাকায়

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ঢাকা ওয়াসার ৭ বারের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তাকসিম এ খান আটকা পড়েছেন ঢাকায়। তিনি যাতে বাংলাদেশ ত্যাগ করতে না পারেন সে জন্য ঢাকা মহানগর স্পেশাল জজ আদালত বিমানবন্দর ইমিগ্রেশনসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

বায়ার-এজেন্ট চুক্তি বাধ্যতামূলক
বাড়ি বেচাকেনায় নতুন নিয়ম চালু

আবু সায়েম

যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বাড়ি বেচা কেনায় নতুন নিয়ম চালু হয়েছে। এতে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে এজেন্টদের অর্থ পরিশোধের ধরন ও কমিশনের হারেও পরিবর্তন হবে। এজেন্ট কমিশনের দায় নিতে হবে বায়ারকে। যার প্রভাব পড়বে বাড়ি বেচাকেনায়। এতে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বড় ধাক্কা লাগার আশংকাও রয়েছে। নতুনদের জন্য এ পেশায় আসা কঠিন হতে পারে বলে মনে করছেন রিয়েলটররা।

যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী ট্রেড গ্রুপ ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ রিয়েলটরস (এনএআর) এই পরিবর্তন এনেছে। বাড়ি বিক্রি বাবদ বেশি কমিশন দিতে হচ্ছে এমন অভিযোগে বাড়ি মালিকরা আদালত যায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে এনএআর'কে। গত ১৭ আগস্ট থেকে এ নিয়ম কার্যকর হয়েছে। সাধারণভাবে একজন বাড়ি বিক্রেতার এজেন্ট বিক্রেতাদের কাছ থেকে বিক্রয় মূল্যের ৫ থেকে ৬ শতাংশ এজেন্ট ফি চার্জ করে। যা ক্রেতার এজেন্টের সাথে ভাগ করতে হয়। অর্থাৎ কোন বাড়ি বিক্রেতার বাড়ির মূল্য ১ মিলিয়ন ডলার হলে এর কমিশন হিসাবে ৬০ হাজার ডলার দিতে হয়। কমিশনের টাকাও মূল বাড়ির মূল্য হিসাবেই ধরা হয়। এতে বাড়ির দামসহ রেজিস্ট্রেশন ফি বেড়ে যায়। নতুন পরিবর্তনে সেলার ও বায়ার আলোচনার মাধ্যমে কমিশন ঠিক করতে পারবে। যা ৫ বা ৬ শতাংশের কমও হতে পারে। সেলার এজেন্টের কমিশন সেলার পরিশোধ করবে আর বায়ার এজেন্টের কমিশন বায়ার পরিশোধ করবে। তাছাড়া বাড়ি কিনতে হলে বায়ারকে কোন এজেন্টের সঙ্গে লিখিত চুক্তিতে যেতে হবে। বায়ার কোন বাড়ি দেখার আগেই এজেন্টের সঙ্গে কমিশন ও অন্যান্য বিষয়ে এ চুক্তি সারতে হবে। এছাড়া একটি বাড়ি থেকে একজন সেলার এজেন্টই শুধু কমিশন পাবেন, যার নামে বাড়িটি লিস্টিং করা আছে। বায়ারের এজেন্টকে কমিশন ভাগ করে নিতে হবে না। রিয়েলটরা বলছেন, এর ফলে বাড়ি বিক্রিতে ধস নামতে পারে। কারণ সাধারণত কোন বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে বায়ার এজেন্ট ও সেলার এজেন্ট আলাদা হয়ে থাকে। পরিবর্তিত অবস্থায় বায়ার এজেন্ট আর্থিক এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ সম্মেলন ২৪ ও ২৫ আগস্ট জ্যামাইকায়

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশের ইহিতাস ঐতিহ্য, সংষ্কৃতি প্রবাসীদের কাছে তুলে ধরতে নিউইয়র্কে আগামী শনিবার, ২৪ আগস্ট শুরু হতে যাচ্ছে দুই দিনের গোল্ডেন এজ হোক কেয়ার প্রেজেন্টস ষষ্ঠ বাংলাদশে সম্মেলন বা বাংলাদেশ কনভেনশন। জ্যামাইকা অবস্থিত ম্যারি লুইস একাডেমীতে অনুষ্ঠেয় এ সম্মেলন শেষ হবে ২৫ আগষ্ট। নান্দনিক এ সম্মেলনের আয়োজক হিসেবে রয়েছে এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

ভিভিআইপিদের লাল পাসপোর্ট জমা দিতে হবে

আজকাল রিপোর্ট

বিগত সরকারের ভিভিআইপি থেকে থেকে শুরু করে যারা লাল পাসপোর্ট নিয়েছেন তাদেরকে জমা দিতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কূটনীতিক পাসপোর্ট (লাল পাসপোর্ট) প্রত্যাহার ও সমর্পণের ভিত্তিতে সাধারণ পাসপোর্ট ইস্যুর ক্ষেত্রে নতুন নীতিমালা জারি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ। গতকাল বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে বন্ধ রয়েছে 'এনটিএমসি'র ওয়েবসাইট
নিরাপত্তা ঝুঁকিতে হাজারো মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য

হাসান মাহমুদ

বাংলাদেশে মানুষের সেলফোন, এক্স, টেলিগ্রাম, ফেসবুক, ম্যাসেঞ্জার, ইমুতে আড়িপাতার কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে প্রভাবশালী গুপ্তচর সংস্থা 'ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার' (এনটিএমসি)-এর বিরুদ্ধে। হাজার হাজার ফোন কল রেকর্ড করে বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে দেবার মতো অসংখ্য ঘটনায় সংস্থাটির জড়িত থাকার তথ্য ফাঁস হয়েছে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে বিগত সরকারের পতনের পর 'এনটিএমসি'র ডিজি মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানকে অবসরে পাঠানো হয়। তিনি দুবাই যাবার সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার হয়ে এখন পুলিশের রিমান্ডে রয়েছেন। এরপরই বদলে যেতে থাকে 'এনটিএমসি'র সকল কার্যক্রম। ডিজি গ্রেপ্তারের পর 'এনটিএমসি'র ওয়েবসাইট শাটডাউন করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে কর্মকর্তাদের পদবি, ছবি, পরিচিতি, নাম, ফোন নম্বর রাখা ছিল। 'এনটিএমসি' নিয়ে অন্তর্বর্তীকালিন সরকারের মনোভাব ইতিবাচক নয় বলে জানা গেছে। 'এনটিএমসি'র এমন হাল হওয়ায় তাদের কাছে থাকা হাজার হাজার মানুষের অতি স্পর্শকাতর ডাটা নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়তে পারে বলে সংশ্লিষ্ট এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

তদন্তে জাতিসংঘ প্রতিনিধি দল এখন ঢাকায়

আজকাল রিপোর্ট

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে র‍্যাব, পুলিশ, বিজিবি ও সন্ত্রাসিদের গুলিতে নিরস্ত্র শতশত ছাত্র- জনতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। আহত এবং পঙ্গুত্ব বরণ করেছে কয়েক এরপর ৪৫ পৃষ্ঠায়

ব্রুকলিনে বাংলাদেশ মার্চেন্টস এসোসিয়েশনের পথমেলা

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের সংগঠন বাংলাদেশ মার্চেন্টস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত ১৮ আগস্ট রবিবার ব্রুকলিনের চার্চ এবং ম্যাগডোনাল্ড এভিনিউতে হয়ে গেল উপভোগ্য পথমেলা। নারী-পুরুষ ও শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে পথমেলায় নানান পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসেছিল বিভিন্ন স্টল। এসব স্টল ঘুরে নিজেদের পছন্দের জিনিস কেনেন মেলা-প্রেমীরা। এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

A SAFEST DRIVING SCHOOL
* CDL Training
* Motor Cycle
* 5 Hrs Class
* Defensive Driving
* ELDT for CDL
·TRACTOR ·TRAILER ·BUS ·TRUCK ·CARS ·MOTORCYCLES
37-69 74st 2nd Floor Jackson Heights NY 11372
Tel: 718-507-8004 / Fax: 718-507-0890

আপনার বয়স কি ৬৫ বছর হয়েছে?
যদি ৬৫ বছর হয়ে থাকে তাহলে মেডিকেয়ার/মেডিকেইড সহ অন্যান্য বেনিফিট এর জন্য যোগাযোগ করুন।
সিটিজেনশীপ ফি এবং ইন্টারভিউ মওকুফের সহযোগিতা করে থাকি
WE HELP TO RENEW YOUR MEDICAID, MEDICARE, SNAP (FOOD STAMPS), RENTAL CASH ASSISTANCE AND OTHERS BENIFITS
347-942-3970, 212-518-6226, 929-427-4760, 718-297-3294
NYCNIHARIKA1@GMAIL.COM
169-12 HILLSIDE AVENUE, JAMAICA, NY 11432
37-14 73RD STREET, SUITE 205, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ট্রপিক্যাল হালাল লাইভ পোল্ট্রি
TROPICAL HALAL LIVE POULTRY
IN FRONT OF TLC INSPECTION OFFICE
ASTORIA BLVD. STEINWAY ST. 25 AVE 49ST 50ST BROOKLYN QUEENS EXP. W
১০টি চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি
পার্শ্ববর্তী স্টেটের ক্রেতাদের জন্য ফ্রোজেন করে সরবরাহের ব্যবস্থা
WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK 8:00 AM TO 8:00 PM
BETWEEN 49 & 50 ST. ON 25TH AVENUE (এস্টোরিয়ার শেষ প্রান্তে এবং উডসাইডের শুরুতে)
গাড়িতে জ্যাকসন হাইটস থেকে মাত্র ৫ মিনিটের দূরত্ব
FREE DELIVERY
WE ACCEPT
ফোনে অর্ডার নেয়া হয়।
49-10 25 Ave. Woodside, NY 11377 Tel: (718) 626-6196, (347) 683-6382

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com